এবং মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায়, বিনির্গত হইয়া, শত শত ও সহস্রসহস্র সংখ্যায় সবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন শরভ কর্তৃক সিংহ, সিংহ কর্ত্তৃক দ্বিরদ, দ্বিরদ কর্ত্তৃক ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক দ্বীপী, দ্বীপী কর্ত্তৃক কুক্কুর, কুক্কুর কর্ত্তৃক মার্জ্জার, মার্জ্জার কর্ত্তৃক সর্প ও সর্প কর্ত্তৃক আখু সকল আক্রান্ত হয়, তেমনি প্রভবিষ্ণু বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া, রাক্ষসেরা কেহ পলায়মান এবং কেহবা মহীতলে শায়িত হইল।

মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষস নিধন করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের ন্যায়, পাঞ্চজন্য শঙ্খ পূরণ করিলেন। তখন মহাবল রাক্ষসবল তদীয় শরে বিত্রস্ত ও শংখশব্দে নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই রূপে রাক্ষসসৈন্য নারায়ণশরে আহত হইয়া, যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে, সুমালী শরবৃষ্টি করিয়া, যুদ্ধে তাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল। এবং নীহার যেমন ভাস্করকে, তেমনি তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে সত্ত্বশালী রাক্ষসেরা ধৈর্য্য ধারণ করিল। অনন্তর সুমালী বলদর্পিত হইয়া, রোষভরে গর্জ্জন পুরঃসর রাক্ষসদিগকে জীবিত করিয়া, অভিপতিত হইল, এবং লম্বমান আভরণ বিমোচন ও হস্তীর ন্যায় হস্ত কম্পন করিয়া, হর্ষভরে বিদ্যুদ্গর্ভ মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিল। নারায়ণ গর্জ্জনসমকালেই সুমালীর সারথির সহসা প্রজ্বলিতকুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অশ্বগণ ভ্রান্ত হইয়া পড়িল। ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণ পরিভ্রান্ত হইলে, মানুষ যেমন অস্থির হইয়া উঠে, ঐ সকল অশ্ব তেমনি ভ্রান্ত হইয়া, রাক্ষসরাজ সুমালীকে ভ্রান্ত করিয়া তুলিল।

অনন্তর সুমালীর অশ্বেরা তদীয় রথ বিষ্ণুরথের অভিমুখে আকর্ষণ করিলে, মালী মহাবাহু বিষ্ণুকে রণাঙ্গনে প্রপতমান নিরীক্ষণ করিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক সজ্জিত হইয়া, তাঁহার অভিপতন করিল। তাহার ধনুর্নির্ম্মুক্ত কার্ত্তস্বরবিভূষিত শর সকল, ক্রৌঞ্চপর্ব্বতে পত্ররথকদম্বের ন্যায়, হরির দেহে প্রবেশ

করিতে লাগিল। জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যেমন আধি দ্বারা আক্রান্ত হইলে, বিচলিত হয় না, বিষ্ণু তেমনি মালীর বিমুক্ত সহস্র সহস্র শরে অর্দ্দমান হইয়াও, ক্ষুভিত হইলেন না। অনন্তর ভূতভাবন ভগবান্ গদাহস্তে মৌর্ব্বীধ্বনি সহকারে মালীর প্রতি শরজাল বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। নাগ সকল যেমন সুধারস পান করে, নারায়ণের বজ্র ও বিদ্যুৎ সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ঐ সকল শর তেমনি মালীর দেহে পতিত হইয়া, রক্ত পান করিতে লাগিল। অনন্তর শঙ্খচক্রগদাধর বিষ্ণু মালীকে বিমুখ করিয়া, তাহার মৌলি, ধ্বজ, ধনু ও অশ্বদিগকে পাতিত করিলেন। নিশাচরশ্রেষ্ঠ মালী বিরথ হইয়া, গদাগ্রহণ পূর্ব্বক, ভূধরশেখর হইতে কেশরীর ন্যায়, লম্ফ দিয়া ভূমিতে পতিত হইল। এবং অন্তক যেমন ঈশানকে ও ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচলকে, সেইরূপ গদা দ্বারা গরুড়ের ললাটদেশে আঘাত করিল। গরুড় মালীর গদা দ্বারা আহত ও বেদনাতুর হইয়া, স্বীয় প্রভু নারায়ণকে রণ-পরাঙ্মুখ করিল। তদ্দর্শনে রাক্ষসেরা অতিমাত্র গর্জ্জন করিয়া উঠাতে, এক তুমুল শব্দ সমুত্থিত হইল। গর্জ্জনশীল নিশাচর-গণের ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া, হরিহয়ানুজ ভগবান্ হরি গরুড়ে তির্য্যগ্‌ভাবে আরোহণ পূর্ব্বক নিতান্ত ক্রোধভরে, পরাঙ্মুখ হইয়াও, মালীর সংহারমানসে চক্র বিসর্জ্জন করিলেন। সূর্য্য-মণ্ডলের ন্যায় আভাসম্পন্ন কালচক্রসন্নিভ উল্লিখিত চক্র স্বকীয় প্রভায় নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, মালীর মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিল। পূর্ব্বে রাহুমস্তক যেমন পতিত হইয়াছিল, মালীর অতীবভীষণ ঐ মস্তক তেমনি চক্রোৎকৃত্ত হইয়া, রুধির বমন করিতে করিতে ধরাতল আশ্রয় করিল। তখন সুরগণ সকলে সাতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, সাধু দেব সাধু, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রাণসমুচ্চারিত সিংহনাদরব মোচন করিলেন।

মালীকে নিহত দেখিয়া, সুমালী ও মাল্যবান্ উভয়ে শোক-সন্তপ্ত হইয়া, সবলে লঙ্কাভিমুখে সবেগে ধাবমান হইল। তখন

গরুড় আশ্বস্ত ও সন্নিবৃত্ত হইয়া, পূর্ব্বের ন্যায়, রোষভরে পক্ষপবনে রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণের মধ্যে কাহারও বদনকমল চক্রে ছিন্ন, কাহারও উরস্থল গদাঘাতে চূর্ণ, কাহারও গ্রীবা লাঙ্গলপ্রহারে হৃত, কাহারও মস্তক মুষলাঘাতে বিদারিত, ও অসিপ্রহারে ছিন্ন এবং কেহ বা শরতাড়িত হইয়া, আকাশ হইতে সত্বরে সাগরসলিলে গিয়া নিপতিত হইল। সবিদ্যুৎ মহামেঘ যেমন বজ্র দ্বারা, নারায়ণও তেমনি শরাশনমুক্ত শরবররূপ অশনি দ্বারা মুক্ত ও বিধুতকেশবিশিষ্ট নিশাচরদিগকে বিদীর্ণ করিতে লাগিলেন। শরসমূহের আঘাতে আতপত্র সকল ছিন্ন ভিন্ন, শস্ত্র সকল পতমান, মনোহর পরিচ্ছদ সকল অপধ্বস্ত, অন্ত্র সকল বিনিঃসৃত ও ভয়বশতঃ নেত্র সকল লোল হওয়াতে, সেই রাক্ষসবল নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নৃসিংহ কর্ত্তৃক নিমর্দ্দিত হইয়া, সিংহার্দ্দিত কুঞ্জরগণের ন্যায়, কুঞ্জরসহিত রাক্ষসগণের রব ও বেগ উভয়ই সমভাব ধারণ করিল। অনন্তর ঐ নিশাচররূপ কালমেঘ সকল হরির বাণজালে বার্য্যমাণ হইয়া, স্বকীয় শরজাল বিসর্জ্জন পুরঃসর পবনপরিচালিত কালমেঘমালার ন্যায় ধাবমান হইল। তাহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক চক্রপ্রহারে বিনিকৃত্ত, কাহারও শরীর গদাপ্রহারে সংচূর্ণিত, এবং কেহ বা অসিপ্রহারে দ্বিবিধাবিভিন্ন হইয়া, পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইল। বিলম্বমান মণিহার ও কুণ্ডল বিশিষ্ট, নীলমেঘ সদৃশ নিশাচরগণ, নীলপর্ব্বতরাজির ন্যায়, নিপতিত হওয়াতে, দেখিতে পাওয়া গেল, পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

— ঃ•ঃ —

অষ্টম সর্গ।

পদ্মনাভ পৃষ্ঠে থাকিয়া, রাক্ষসসৈন্যদিগকে নিহত করিতে আরম্ভ করিলে, মাল্যবান, বেলাপ্রতিহত অর্ণবের ন্যায়, প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, ক্রোধভরে লোহিত লোচনে মৌলি চালিত করিয়া,

সেই পুরুষোত্তমকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিল, হে নারায়ণ! পুরাতন ক্ষাত্রধর্ম্ম তোমার জানা নাই। সেই জন্যই, যুদ্ধে অকৃত-চিত্ত ও ভয়াক্রান্ত হইলেও আমাদিগকে তুমি, ইতরের ন্যায়, প্রহার করিতেছ। হে সুরেশ্বর! যে ব্যক্তি পরাঙ্মুখবধরূপ পাপ করে, সেই হন্তা পুরুষ পুণ্যকর্ম্মাদিগের অধ্যুষিত স্বর্গলাভে সমর্থ হয় না। হে শঙ্খচক্রগদাধর! তোমার যদি নিতান্তই যুদ্ধে শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে, আমি এই অবস্থিতি করিলাম, তোমার যে বল আছে, প্রদর্শন কর, দেখিব।

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ মাল্যবান্, মাল্যবান্ পর্ব্বতের ন্যায়, অবস্থিতি করিল, দেখিয়া, মহাবল দেবরাজানুজ পদ্মনাভ তাহাকে কহিলেন, দেবগণ তোমাদের ভয়ে ভীত হইয়াছেন। আমি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভয় দিয়াছি, যে, রাক্ষসদিগকে উৎসাদিত করিব। এক্ষণে, সেই প্রতিশ্রুত পরিপালন করি-তেছি। সর্ব্বদা প্রাণ দিয়াও দেবগণের প্রিয় করা আমার কর্ত্তব্য পক্ষে পরিগণিত হইয়াছে। অতএব তোমরা পাতালে প্রবেশ করিলেও, তোমাদিগকে আমি সংহার করিব।

রক্তপদ্মাক্ষ দেবদেব বাসুদেব এই প্রকার কহিলে, রাক্ষস-রাজ মাল্যবান্ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শক্তির আঘাতে তদীয় ভুজা-ন্তর ভেদ করিল। রাক্ষসরাজের ভুজনির্ম্মুক্তা ঘণ্টাকৃতস্বনা উল্লি-খিতা শক্তি বাসুদেবের রক্ষস্থলে বিদ্ধ হইয়া, মেঘমধ্যস্থ সৌদা-মিনীর ন্যায় শোভমান হইল। তখন শক্তিধরপ্রিয় পদ্মলোচন হরি সেই শক্তিই উৎকর্ষণ পূর্ব্বক মাল্যবান্‌কে বিশিষ্টরূপে লক্ষ্য করিয়া, নিক্ষেপ করিলেন। উহা গোবিন্দের করান্মুক্ত হইয়া, কার্ত্তিকেয়ের উৎসৃষ্ট শক্তির ন্যায়, রাক্ষসদিগকে কামনা করিয়া, অঞ্জনপর্ব্বতে উল্কার ন্যায়, প্রস্থান করিল। এবং রাক্ষসরাজের হারভারবিভাসিত সুবিশাল হৃদয়ে, গিরিকূটে বজ্রের ন্যায়, পতিত হইল। তাহাতে তনুত্রাণ ছিন্ন হইলে, রাক্ষস বিপুল মোহে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। অনন্তর সে পুনরায় আশ্বস্ত হইয়া,

পর্ব্বতের ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিল। এবং কালায়-সনির্ম্মিত, বহুকণ্টকপরিব্যাপ্ত শূল গ্রহণ করিয়া, নারায়ণের স্তনান্তরে দৃঢ়রূপে আঘাত করিল। অনন্তর রণরাগভরে বাম-বানুজ বাসুদেবকে তাড়না করিয়া এক ধনু অপক্রান্ত হইল। তখন আকাশে সাধু সাধু বলিয়া, মহাশব্দ সমুত্থিত হইল। সে বিষ্ণুকে আঘাত করিয়া, গরুড়কেও প্রহার করিতে লাগিল। বিনতাতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বলবান্ বায়ু যেমন শুষ্কতৃণরাশিকে, তেমনি রাক্ষসকে পক্ষপবনে দূরে অপসারিত করিলেন।

সুমালী স্বীয় পূর্ব্বজকে গরুড়ের পক্ষপবনে বিদ্রাবিত নিরীক্ষণ করিয়া, আপনার সৈন্য সহিত লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। রাক্ষস মাল্যবান্ পক্ষপবনের প্রভাবে উদ্ধূত হইয়া, স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে একান্ত লজ্জাভরে লঙ্কায় গমন করিল। হে কমলেক্ষণ রাম! এই রূপে ভগবান্ হরি অনেকবার যুদ্ধে সেই রাক্ষসদিগকে ভগ্ন ও তাহাদের মধ্যে প্রধান ও নায়কদিগকে সংহার করিলেন। তাহারা বিষ্ণুর প্রতি যুদ্ধে অশক্ত ও তদীয় প্রভাবে নিপীড়িত হইয়া,লঙ্কা ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব পত্নীর সহিত পাতালে বাস করিতে গমন করিল। হে রঘুসত্তম! সালকটংকটার বংশোৎপন্ন প্রখ্যাতবীর্য্য নিশাচরগণ তথায় সুমালীর আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। তুমি যে সকল রাক্ষসকে নিধন করিয়াছ, তাহারা পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ। সুমালী, মালী, মাল্যবান্ এবং তাহাদের পুরঃসরগণ, ইহারা সকলেই মহাভাগ এবং সকলেই রাবণ ও কুম্ভকর্ণাদি অপেক্ষা বলবত্তর। শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ভিন্ন আর কেহই দেবকণ্টক সুরশত্রু রাক্ষসদিগকে বধ করিতে পারে না। তুমিই সেই চতুর্ব্বাহু সনাতন দেব নারায়ণ, রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার ক্ষয় নাই ও পরাজয় নাই। তুমি সকলেরর প্রভু ও সৃষ্টিকর্ত্তা এবং শরণাগত বাৎসল্যগুণে ভূষিত। কালে কালে ধর্ম্মমর্য্যাদা নষ্ট হইলে, তুমি দস্যুগণের সংহার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাক।

হে নরাধিপ! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি বৃত্তান্ত যথাযথ আদ্যোপান্ত অদ্য কীর্ত্তন করিলাম। হে রঘুসত্তম! পুনরায় সপুত্র রাবণের অতুল জন্ম ও প্রভাব সবিশেষ শ্রবণ কর। নিশাচর সুমালী তৎকালে বিষ্ণুভয়ে অভিভূত হইয়া, পুত্রপৌত্রসমভিব্যাহারে,বহুকাল রসাতলে বিচরণ করিতে লাগিল। এদিকে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় বাস করিলেন।

—[:]—

নবম সর্গ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, নীলজীমূতসঙ্কাশ তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলবিশিষ্ট সুমালী নামে সেই নিশাচর পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায়, স্বীয় অবিবাহিত দুহিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রসাতল হইতে মর্ত্ত্যলোকের সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। এইরূপে মহীতলে বিচরণ করিতে করিতে অবলোকন করিল, পুলস্ত্যের পুত্র পরম বিভবসম্পন্ন ধনেশ্বর কুবের পিতাকে দেখিবার জন্য পুষ্পক রথারোহণে গমন করিতেছেন। রাক্ষসগণের মধ্যে মহামতি সুমালী পর্ব্বতপ্রতিম দেবসঙ্কাশ কুবেরকে দর্শন করিয়া, মর্ত্ত্যলোক হইতে রসাতলে প্রবেশ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিলে, আমাদের শ্রেয়োলাভ ও সমৃদ্ধি হইতে পারে।

নীলনীরদসন্নিভ, তপ্তকাঞ্চননির্ম্মিত, কুণ্ডলমণ্ডিত সুমহামতি সুমালী তৎকালে এই প্রকার চিন্তা করিয়া,আপনার কন্যা কৈকসীকে কহিল, পুত্রি! তোমার এই প্রদান কাল,যৌবন ব্যতিক্রান্ত হইতেছে। কিন্তু প্রত্যাখ্যানভয়ে পাত্রগণ তোমায় পরিগ্রহ করিতেছে না। কিরূপে তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে আমরা সকলেই কৃতবুদ্ধি হইয়া, তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্রান্বেষণে প্রয়াস পাইতেছি। বৎসে! তুমিও সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায়, সর্ব্বগুণশালিনী। জানি না, কোন্ ব্যক্তি আমার কন্যার

পাণিগ্রহণ করিবে মানাকাঙ্ক্ষী পিতামাত্রকেই ; এই প্রকার কন্যাপিতৃত্ব দুঃখ ভোগ করিতে হয়। মাতৃকুল, পিতৃকুল, আর যে কুলে দেওয়া যায় সেই কুল, এই তিন কুলকে কন্যা সর্ব্বদা সংশয়ে পাতিত করিয়া থাকে। অতএব পুত্রি! তুমি এক্ষণে স্বয়ং পুলস্ত্যের পুত্র, প্রজাপতির বংশোদ্ভব, মুনিগণের প্রধান, শ্রেষ্ঠগুণবিশিষ্ট বিশ্রবাকে ভজনা কর। বৎসে! তাঁহাকে ভজনা করিলে, তেজে সূর্য্যের সমান এই ধনেশ্বর যাদৃশ, তোমার তাদৃশ পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। কন্যা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতৃগৌরবপ্রযুক্ত বিশ্রবা যেখানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া, দণ্ডায়মান হইল।

রাম! এই সময়ে পুলস্ত্যতনয় বিশ্রবা, চতুর্থ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের উপাসনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কৈকসী পিতৃগৌরব-প্রযুক্ত সেই দারুণ বেলা চিন্তা না করিয়া, ঋষির অগ্রে গিয়া, চরণাধোমুখে দণ্ডায়মান হইল। এবং বারংবার অঙ্গুষ্ঠাগ্র দ্বারা ভূমি বিলেখন করিতে লাগিল। পরম উদারস্বভাব ঋষি স্বীয় তেজে দীপ্যমানা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, সুশ্রোণী কৈকসীকে দর্শন করিয়া, কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে কি জন্য বা কোন কার্য্যানুরোধে এখানে আসিলে, শোভনে! যথার্থ বল। সেই কন্যা এই প্রকার অভিহিত হইয়া, কৃতাঞ্জলি-পুটে কহিল, ভগবন্! আপনি স্বীয় প্রভাবেই আমার অভিপ্রায় জানিতে পারেন। হে ব্রহ্মর্ষে! আমি পিতার আজ্ঞায় আসিয়াছি, জানিবেন। আমার নাম কৈকসী, স্বয়ং জানিতে আজ্ঞা হউক।

তখন ঋষি ধ্যানবলে অবগত হইয়া, এই প্রকার কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত কারণ আমার বিশেষ রূপে বিদিত হইয়াছে। অয়ি মত্তমাতঙ্গগামিনি! তুমি আমা হইতে পুত্র প্রার্থনা করিতেছ। কিন্তু তুমি দারুণ বেলায় আমার সকাশে সমাগত হইয়াছ। অতএব যাদৃশ পুত্র প্রসব করিবে, শ্রবণ কর।

অয়ি সুশ্রোণি! তুমি দারুণ প্রকৃতি, দারুণাকৃতি ও দারুণাভিজনপ্রিয় ক্রূরকর্ম্মা রাক্ষসগণের জননী হইবে।

কৈকসী এই কথা শুনিয়া, প্রণাম করিয়া কহিল, ভগবন্! আপনি ব্রহ্মবাদী ঋষি, আপনা হইতে ঈদৃশ সুদুরাচার পুত্র লাভের ইচ্ছা করি না। অতএব অনুগ্রহ বিতরণে আজ্ঞা হউক।

কন্যা এই প্রকার কহিলে, মুনিপুঙ্গব বিশ্রবা, পূর্ণচন্দ্র রোহিণীর ন্যায়, পুনরায় তাহাকে কহিলেন, অয়ি শুভাননে! তোমার কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশানুরূপ ও ধর্ম্মাত্মা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। রাম! সেই কন্যা এই প্রকার অভিহিত হইয়া, কোন সময়ে অতীব দারুণ ও বীভৎসাকৃতি এক রাক্ষস প্রসব করিল। ঐ রাক্ষসের গ্রীবা দশ, দংষ্ট্রা বিশাল, ওষ্ঠ তাম্রবর্ণ, ভুজ বিংশতি, আস্য বৃহৎ ও কেশকলাপ প্রদীপ্ত। নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ ঐ পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, উল্কামুখী ও ক্রব্যাদ সকল অপসব্যমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। দেবতা রুধির বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। মেঘ সকল খরনিস্বনে প্রাদুর্ভূত হইল। সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল। মহোল্কা সকল পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। পৃথিবী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন। সুদারুণ বাতাবর্ত্ত প্রবাহিত হইল। অক্ষোভ্য সরিৎপতি সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর পিতামহসম পিতা এই বলিয়া পুত্রের নাম করণ করিলেন, যে, এই পুত্র দশগ্রীব হইয়াছে, অতএব ইহার নাম দশগ্রীব হইল। দশগ্রীবের পর মহাবল কুম্ভকর্ণ জন্মগ্রহণ করিল। যাহার দেহ অপেক্ষা বিপুলদেহ দ্বিতীয় নাই। কুম্ভকর্ণের পর বিকৃতাননা শূর্পণখা সমুৎপন্ন হইল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৈকসীর শেষ বা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। হে মহাসত্ত্ব! বিভীষণ জন্ম গ্রহণ করিলে, আকাশে দেবগণের দুন্দুভিনাদসহকৃত পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল; এবং অন্তরীক্ষে বারংবার সাধুবাদ হইতে

লাগিল। কুম্ভকর্ণ ও রাবণ উভয়েই প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন। উভয়ে কালে তাঁহারা উভয়লোকের উদ্বেগসমুৎপাদন পূর্ব্বক সেই মহারণ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কুম্ভকর্ণ নিত্য অসন্তুষ্ট ও প্রমত্ত হইয়া, ধর্ম্মবৎসল ঋষিদিগকে ভক্ষণ করত ত্রৈলোক্য বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মে ব্যবস্থিত, স্বাধ্যায়নিরত, সংযতাহার ও বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া, বাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ধনেশ্বর দেব বৈশ্রবণ পিতাকে দেখিবার জন্য পুষ্পকারোহণে সমাগত হইলেন। তিনি তেজে যেন জ্বলিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৈকসী রাক্ষসী রাবণের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল, পুত্র! অবলোকন কর, তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণ তেজে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। আর, তুমি নিজে এই প্রকার হীন দশা ভোগ করিতেছ, দেখ। কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃভাব সমান, অর্থাৎ তোমরা উভয়েই এক পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। বৎস দশগ্রীব! তোমার পরাক্রমের সীমা নাই। অতএব যাহাতে তুমিও বৈশ্রবণের সমান হইতে পার, তদ্বিষয়ে যত্ন কর। প্রতাপবান্ দশগ্রীব জননীর এই কথা শুনিয়া, অমর্ষ বলে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি আপনার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, তেজোবলে ভ্রাতার সমান বা অধিক হইব; আপনি হৃদ্‌গত সন্তাপ ত্যাগ করুন। অনন্তর দশগ্রীব সেই ক্রোধে অনুজের সহিত দুষ্কর-কার্য্যানুষ্ঠানে অভিলাষী ও তপশ্চরণে কৃতচিত্ত হইয়া, আমি তপস্যাসহকারে অভিলষিত লাভ করিব, এই প্রকার সংকল্প ও স্থির নিশ্চয় করিয়া, আত্মসিদ্ধির জন্য পরম পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে আগমন করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, সেই উগ্রবিক্রম নিশাচর কুম্ভকর্ণের সহিত অতুল তপশ্চর্য্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবং বিভু পিতামহের সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। পিতামহও তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে জয়াবহ বর সকল প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ।

অনন্তর রামচন্দ্র মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! সেই তিন মহাবল ভ্রাতা কি প্রকারে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন!

তখন অগস্ত্য মুনি সুপ্রীতমনা রামকে কহিলেন, বনমধ্যে ভ্রাতৃগণ যথোক্ত বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। কুম্ভকর্ণ নিয়মাচরণ ও ধর্ম্মপথে অবস্থান পূর্ব্বক গ্রীষ্মকালে পঞ্চাগ্নি পরিবেষ্টিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বর্ষাকালে বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া মেঘের জলে সিক্ত হইতে থাকিলেন, এবং শিশির কালে নিরন্তর জলমধ্যে অবগাহন করিয়া রহিলেন। এই প্রকারে তাঁহার দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল; এই দশ সহস্র বৎসর কাল তিনি ধর্ম্মপথে অবস্থিত হইয়া তপস্যাচরণ করিলেন। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্রচারী হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর একপাদে দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার এই নিয়ম সমাপ্ত হইলে পর অপ্সরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল, পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতে থাকিল; এবং দেবগণ তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তদনন্তর বিভীষণ ঊর্দ্ধবাহু ও ঊর্দ্ধশিরা হইয়া ধ্যাননিমগ্নচিত্তে পঞ্চসহস্র বৎসর সূর্য্যের আরাধনা করিলেন। এই রূপে নিয়মাচারী হইয়া বিভীষণ নন্দনবনস্থিত দেবতার ন্যায় পরমানন্দে দশসহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন। দশানন নিরাহারে দশসহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন। এই দশসহস্র বৎসরের মধ্যে প্রত্যেক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলেই এক এক মুণ্ড অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। এই রূপে তাঁহার নবসহস্র বৎসর অতীত এবং একে একে তাঁহার নয় মুণ্ডও অগ্নিগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর দশমসহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে দশগ্রীব যেমন দশম মুণ্ড ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ব্রহ্মা তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। পিতামহ অতীব তুষ্ট হইয়া দেবগণের সমভিব্যাহারে তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহি-

লেন, দশগ্রীব! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। ধর্ম্মজ্ঞ! তোমার যে বর অভিলষিত হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর। আমি তোমার কোন্ কামনা সিদ্ধ করিব? তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল না হউক।

তখন দশগ্রীব প্রহৃষ্টচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে দেব ব্রহ্মাকে কহিলেন, ভগবন্! চিরকালই জীবের মরণ ভিন্ন আর কিছুতেই ভয় নাই; সুতরাং মৃত্যুর সমান শত্রুও আর নাই; অতএব আমি অমর বর প্রার্থনা করি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা দশগ্রীবকে কহিলেন, তুমি সর্ব্ব প্রাণীর অবধ্য হইতে পারিবে না, অতএব অন্যবর প্রার্থনা কর।

রাম! লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই কথা কহিলে পর দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে লোকপতে! হে নিত্যস্বরূপ! আমি যেন সুপর্ণ, নাগ, যক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং দেবগণের অবধ্য হই। হে দেবপূজ্য! এতদ্ভিন্ন মানুষাদি অন্যান্য প্রাণীকে আমি কোন ভয়ই করি না। আমি তাহাদিগকে তৃণবৎ জ্ঞান করি।

রাক্ষস দশগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবগণ সহিত ধর্ম্মাত্মা দেব পিতামহ কহিলেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। রাম! পিতামহ দশগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনর্ব্বার বলিলেন, অনঘ! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আরও যে বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর। তুমি যে কয় মুণ্ড অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিয়াছ, ঐ সকল মুণ্ড যেমন ছিল পুনর্ব্বার তেমনই হইবে। সৌম্য! তোমাকে আরও এক দুষ্প্রাপ্য বর দিতেছি যে তুমি স্বেচ্ছানুসারে মনঃকল্পিত যে কোন রূপই ধারণ করিতে পারিবে। পিতামহ এই কথা বলিলে পর দশগ্রীবের আহুত মুণ্ড সকল তৎক্ষণমাত্রে পুনর্ব্বার উৎথিত হইল।

রাম! লোকপিতামহ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা কহিয়া পরে বিভীষণকে কহিলেন, বৎস বিভীষণ! তুমি যে রূপ সংযতচিত্তে

ধর্ম্মাচরণ করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। অতএব হে সুব্রত। হে ধর্ম্মাত্মা! বর প্রার্থনা কর।

তখন রশ্মিজালপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় নিয়ত সর্ব্বসদ্গুণ-পরিশোভিত ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, ভগবন্! সাক্ষাৎ লোকগুরু আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন, তাহাতেই আমার সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন তখন আমি যে বর প্রার্থনা করি শ্রবণ করুন। হে সুব্রত! মহাপদে পতিত হইলেও, আমার যেন ধর্ম্মতেই মতি থাকে। আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করি নাই, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার মনোমধ্যে আবির্ভূত হয়। আর যে কোন আশ্রমে আমার যে কোন বুদ্ধি উপস্থিত হইবে, সমস্তই যেন ধর্ম্মবুদ্ধিই হয়; এবং যেন আমি ধর্ম্মই পালন করি। হে পরমদাতা। এই আমার পরম অভীষ্ট বর। ধর্ম্মাভিরত ব্যক্তিদিগের সংসারে দুষ্প্রাপ্য কিছুই নাই।

তখন প্রজাপতি অধিকতর পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্ব্বার বিভীষণকে কহিলেন, বৎস! তুমি যখন স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল, তখন তুমি যাহা বলিলে, তাহা ত অবশ্যই হইবে। হে শত্রুনাশন! আমি আরও বলিতেছি, যেহেতু রাক্ষসকুলে উৎপন্ন হইয়াও, তোমার কখনই অধর্ম্মে মতি হয় না, এই জন্য আমি তোমাকে অমর বর দান করিলাম।

বিভীষণকে এই কথা বলিয়া প্রজাপতি কুম্ভকর্ণকে বরদান করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে দেবগণ সকলেই কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, প্রভো! আপনি কুম্ভকর্ণকে বরদান করিবেন না। আপনি অবগতই আছেন, এই দুষ্টাত্মা ত্রিলোক ত্রাসিত করিয়াছে, নন্দনবনে মহেন্দ্রানুচর সপ্ত অপ্সরোদিগকে ভক্ষণ করিয়াছে, তদ্ভিন্ন কত শত ঋষি ও মানুষকে আহার করিয়াছে। ব্রহ্মন্। এই রাক্ষস যখন বর প্রাপ্ত না হইয়াই এই

সকল কার্য্য করিয়াছে, তখন বর পাইলে নিশ্চয়ই ত্রিভুবন ভক্ষণ করিবে। অতএব হে অমিতদ্যুতে! বরব্যাজে ইহাকে অচৈতন্য প্রদান করুন; তাহা হইলেই ত্রিলোকের মঙ্গল, এবং ইহারও সম্মান রক্ষা করা হইবে।

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিবামাত্র দেবী সরস্বতী আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন; এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব! আমি এই আগমন করিয়াছি; আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। দেবী সরস্বতীকে সমাগত দর্শন করিয়া প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, সরস্বতি! দেবতারা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তুমি এই রাক্ষসের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়া সেইরূপ বাক্য বল।

তখন বাগ্‌দেবী যে আজ্ঞা বলিয়া কুম্ভকর্ণের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি কুম্ভকর্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহো কুম্ভকর্ণ! তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

কুম্ভকর্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেবদেব! আমার ইচ্ছা, আমি বহু বর্ষ নিদ্রা যাই। ব্রহ্মা বলিলেন, তথাস্তু! এই কথা বলিয়াই তিনি দেবগণের সমভিব্যাহারে অন্তর্হিত হইলেন। দেবী সরস্বতীও কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মা সমভিব্যাহারে দেবগণ আকাশে উত্থিত হইলে পর যখন সরস্বতী কুম্ভকর্ণকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন দুর্ম্মতি কুম্ভকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ আমার মুখ হইতে ঈদৃশ বাক্য নিঃসৃত হইল কেন! আমি বোধ করি, তৎকালে আগত দেবগণই আমাকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

রাম! ভ্রাতৃত্রয় এইরূপ বর লাভ করিয়া প্রদীপ্ত তেজ ধারণ পূর্ব্বক শ্লেষ্মাতক বনে যাইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

——

একাদশ সর্গ।

এদিকে নিশাচরত্রয় বর লাভ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া সুমালী ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনুজীবীবর্গের সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে উত্থিত হইল। মারীচ, প্রহস্ত, বিরূপাক্ষ ও মহোদর প্রভৃতি সুমালীর সচিবগণ সত্বর হইয়া উত্থিত হইল। সুমালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সচিবগণে পরিবৃত হইয়া দশগ্রীবের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিল, বৎস! ভাগ্যক্রমে আজ তোমার চিরাভিলষিত মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। আজ তুমি ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মার নিকট অত্যুত্তম বর লাভ করিলে। মহাবাহো! যাহার জন্য আমরা লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ আমাদিগের সেই নারায়ণজনিত ভয় বিদূরিত হইল। আমরা বার বার বিষ্ণুর নিকট পরাজিত হইয়া অবশেষে লঙ্কা ত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্ব্বক সকলে একত্র রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। লঙ্কা আমাদিগেরই; রাক্ষসেরাই লঙ্কার অধিবাসী ছিল; কিন্তু এক্ষণে তোমার ভ্রাতা ধীমান্ ধনাধিপতি কুবের হইয়া অধিকার করিয়াছে। অনঘ! সাম, কি দান, কি বল দ্বারাই হউক্, যদি পারা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই লঙ্কা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে। তাত! তুমিই লঙ্কার রাজা হইবে, সন্দেহ নাই। রাক্ষসবংশ নিমগ্ন হইয়াছিল; মহাবাহো! তুমিই ইহাকে উদ্ধার করিলে। হে মহাবল! সুতরাং তুমিই আমাদিগের সকলের প্রভু হইবে। তখন দশানন সমাগত মাতামহকে কহিলেন, ধনেশ আমার গুরু, অতএব আপনি এরূপ বলিবেন না।

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে, একদা প্রহস্ত রাবণকে বিনীত বাক্যে কহিলেন, হে মহাবাহো দশগ্রীব! আপনার এরূপ বাক্য বলা উচিত হয় না। বীরগণের সৌভ্রাত্র নাই; তাহার প্রমাণ দিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রজাপতি কশ্যপের

ভার্য্যা দুই রূপবতী ভগিনী অদিতি ও দিতি উভয়ে পরস্পর অনুরক্তা ছিলেন। অদিতি কশ্যপের ঔরসে ত্রিভুবনেশ্বর দেবতাদিগকে, আর দিতি দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! প্রথমে পূর্ব্বপর্ব্বতসহিত এই পৃথিবী দৈত্যদিগেরই অধিকার ছিল এবং দৈত্যেরাই প্রভু ছিল। পশ্চাৎ প্রভাবশালী বিষ্ণু ঐ সকল দৈত্যদিগকে সমরে সংহার করিয়া এই অব্যয় ত্রিলোককে দেবতাদিগের অধিকারভুক্ত করেন। আপনিই যে কেবল বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এরূপ নহে, সুর ও অসুরেরাও ইহা করিয়াছিল। অতএব আমি যাহা বলিতেছি, আপনি তাহা করুন।

এই কথা শুনিয়া দশানন প্রহৃষ্টান্তঃকরণে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি স্বীকার করিলাম। এই কথা বলিয়া দশগ্রীব সেই আনন্দেই সেই দিনেই রাক্ষসগণের সহিত লঙ্কার সমীপবর্ত্তী কাননে গমন করত ত্রিকূট পর্ব্বতে অবস্থিতি করিয়া বাক্পণ্ডিত প্রহস্তকে দূত প্রেরণ করিলেন। বলিয়া দিলেন, প্রহস্ত! তুমি শীঘ্র যাইয়া আমার নাম করিয়া যক্ষরাজ কুবেরকে সৌহার্দ্দপুরঃসর বলিবে, রাজন্! এই লঙ্কা মহাবল রাক্ষসদিগেরই পুরী, কিন্তু আপনি ইহা অধিকার করিয়াছেন; সৌম্য! এই কার্য্য আপনার উচিত হয় নাই। অতএব হে অতুলবিক্রমশালিন্! আজ যদি আপনি আমাদিগকে লঙ্কা প্রত্যর্পণ করেন, তাহা হইলে আমি তুষ্ট হইব, আপনারও ধর্ম্ম পালন করা হইবে।

অনন্তর প্রহস্ত ধনেশ্বর কুবের কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া পরমোদার বিত্তপতি কুবেরকে কহিল, হে সুব্রত! হে মহাবাহো! হে সর্ব্বশস্ত্রভৃচ্ছ্রেষ্ঠ! আপনার ভ্রাতা আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন! তিনি আমাকে যাহা বলিয়া দিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। হে বিশালাক্ষ! পূর্ব্বে সুমালী প্রভৃতি ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ এই রম্যা লঙ্কানগরী

ভোগ করিতেন। হে বিশ্রবাত্মজ! সেই জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি এক্ষণে এই পুরী যাচ্ঞা করিতেছেন; আপনি সৌহার্দ্দসহকারে তাঁহাকে উহা প্রত্যর্পণ করুন।

প্রহস্তের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিৎশ্রেষ্ঠ দেব কুবের প্রহস্তকে কহিলেন, হে নিশাচর! রাক্ষসগণ পরিত্যাগ করিলে পর, পিতা আমাকে এই রাক্ষসশূন্যা লঙ্কা অর্পণ করিয়াছেন; আমি দান মানাদি বিবিধ উপায়ে ইহাতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছি। তুমি যাইয়া দশাননকে বল, যে এই নগরী ও রাজ্য যেমন আমার তোমারও তেমনি; হে মহাবাহো! তুমিও স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কর। আমার রাজ্য ও সম্পত্তিতে আমার সহিত তোমারও সমান অধিকার আছে।

প্রহস্তকে এই কথা বলিয়া ধনপতি কুবের পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, রাবণের অভিপ্রায় নিবেদন করিলেন। কহিলেন, পিতঃ! দশানন এইমাত্র আমার নিকট দূত পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছে, লঙ্কাপুরী প্রত্যর্পণ করুন; পূর্ব্বে রাক্ষসেরাই লঙ্কার অধিবাসী ছিল। হে সুব্রত! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যাহা কর্ত্তব্য, উপদেশ করুন।

এই কথা শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বিশ্রবা কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান কুবেরকে কহিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর। মহাবাহু দুর্ম্মতি দশগ্রীব আমার সমীপেও এই কথা কহিয়াছিল; আমি তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম এবং অনেক বলিয়াও ছিলাম। আমি ক্রোধ করিয়া আরও বলিয়াছিলাম যে তুমি উচ্ছিন্ন হইতে যাইতেছ। যাহা হউক্ পুত্র! এক্ষণে তোমাকে মঙ্গল ও ধর্ম্মসংযুক্ত উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। অতি দুর্ম্মতি দশানন বর প্রদান হেতু গর্ব্বিত হইয়া আর মান্যামান্য বিবেচনা করে না, আমার শাপে সে অতি দারুণ প্রকৃতিও প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব মহাবাহো! তুমি লঙ্কা ত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজন ও অনুজীবিগণ সমভিব্যাহারে কৈলাস পর্ব্বতে

গমন পূর্ব্বক বাসার্থ তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন কর। তথায় সকল নদীর প্রধানা মনোহারিণী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে; সূর্য্যসঙ্কাশ কাঞ্চনময় পদ্ম এবং কুমুদ, উৎপল ও অন্যান্য নানাবিধ জলজপুষ্পে মন্দাকিনীর জল আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ পর্ব্বতবাসী বিহারশীল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, উরগ ও কিন্নরগণ মন্দাকিনীর জলে বিহার করিতেছে। কুবের! রাক্ষস দশাননের সহিত বিরোধ করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। জানিতেই ত পারিতেছ, সে কিরূপ পরম বর লাভ করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া কুবের গুরু বোধে সেই পিতৃবাক্য গ্রাহ্য করিয়া, পুত্র ও অমাত্যগণ এবং সমস্ত বাহন ও ধন লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন।

অনন্তর প্রহস্ত হৃষ্টচিত্তে অনুজ ও অমাত্যগণবেষ্টিত মহাবল দশাননের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, লঙ্কাপুরী এক্ষণে শূন্য হইয়াছে; ধনেশ্বর লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদিগের সহিত প্রবেশ করিয়া তথায় নিজ ধর্ম্ম পালন করুন।

প্রহস্তের এই কথা শুনিয়া, মহাবল দশগ্রীব ভ্রাতৃগণ এবং সৈন্য ও অনুজীবিগণের সহিত লঙ্কানগরী প্রবেশ করিলেন। দেবারি দশানন কুবেরপরিত্যক্ত সুবিভক্তমহাপথা লঙ্কাপুরীতে স্বর্গে দেবরাজের ন্যায়, প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাক্ষসেরা তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিল। অভিষিক্ত হইয়া দশানন লঙ্কায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। লঙ্কা নীলমেঘসঙ্কাশ রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ও দিকে ধনেশ্বর কুবেরও পিতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া শশিশুভ্র পুরন্দরের অমরাবতীর ন্যায় সুচারুসমলঙ্কৃত প্রাসাদপরম্পরায় বিভূষিত নগরী স্থাপন করিলেন।

—:০:—

দ্বাদশ সর্গ।

রাক্ষসেন্দ্র দশানন অভিষিক্ত হইয়া, ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভগিনীর সম্প্রদানবিষয়ে পরামর্শ করিয়া ভগিনী রাক্ষসী শূর্পণখাকে কালকেয়বংশসম্ভূত দানবরাজ বিদ্যুজ্জিহ্বকে সম্প্রদান করিলেন।

রাম এইরূপে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া দশগ্রীব পরে মৃগয়ায় গমন করিলেন। মৃগয়ায় ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে দিতির পুত্র ময়কে দেখিতে পাইলেন। তাহার সমভিব্যাহারে এক কন্যা ছিল। দেখিয়া নিশাচর দশগ্রীব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে, এই মৃগমনুষ্যশূন্য বনমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন? এই মৃগশাবাক্ষীই বা আপনার সঙ্গে কেন?

রাম! তখন ময় প্রশ্নকারী নিশাচর রাবণকে কহিলেন, যাহা যাহা ঘটিয়াছে সমস্ত তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি শুনিয়াছ কি না বলিতে পারি না, হেমা নামে এক অপ্সরা আছে। দেবগণ দেবরাজের শচীর ন্যায় সেই হেমাকে আমায় দান করিয়াছিলেন। আমি তাহাতে আসক্ত হইয়া দশ শত বৎসর অতিবাহন করিলাম। অনন্তর সে দেবকার্য্যের অনুরোধে ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য দেবলোকে গমন করিল। কিন্তু আমি তাহার বিরহে কাতর হইয়া চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার বজ্রবৈদূর্য্যবিচিত্রিত সুবর্ণময় পুরীতে বাস করিলাম, ঐ পুরী আমি মায়াবলে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমি আমার কন্যাকে লইয়া ঐ পুরী হইতে এই বনে আগমন করিয়াছি।

রাজন্! ইনি আমার ঔরসে হেমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইঁহার বর অন্বেষণার্থ আগমন করিয়াছি। মানলিপ্সু পিতৃগণের পক্ষে কন্যা দুঃখস্বরূপ; অবিবাহিতা কন্যা দুই কুল সংশয়িত করিয়া থাকে। তাত! ভার্য্যা হেমার গর্ভে আমার দুই পুত্রও জন্মিয়াছিল। প্রথম মায়াবী, তদনন্তর দুন্দুভি। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে,

তোমাকে এই সমস্তই কহিলাম। বৎস! এক্ষণে কি তোমার পরিচয় পাইতে পারি?

এই কথা শুনিয়া নিশাচর দশানন উত্তর করিলেন, আমি পৌলস্ত্য বংশে উৎপন্ন হইয়াছি, যে বিশ্রবা মুনি ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র, আমি তাঁহার পুত্র।

রাম! রাক্ষসরাজ রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া দানবশ্রেষ্ঠ ময় তাঁহাকে মহর্ষির পুত্র জানিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর দানবরাজ ময় রাক্ষসরাজকে কর দ্বারা কন্যার কর ধারণ করাইয়া সহাস্যবদনে কহিলেন, রাজন্! ইনি হেমার গর্ভসম্ভূতা আমার ঔরসজাতা কন্যা; ইঁহার নাম মন্দোদরী, তুমি ইহাকে ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ কর। রাম! দশগ্রীব বলিলেন, বাঢ়ম্। এবং সেই স্থানেই অগ্নি জ্বালিয়া মন্দোদরীর পাণি গ্রহণ করিলেন। রাম! রাবণ যে ঋষির নিকট অভিশপ্ত হইয়াছিলেন, ময় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ব্রহ্মবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরমতপস্যালব্ধ পরমাদ্ভুত শক্তিও দান করিলেন। রাবণ লক্ষ্মণকে সেই শক্তিই প্রহার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, লঙ্কার অধীশ্বর প্রভাবশালী দশানন এইরূপে দার পরিগ্রহ করিয়া লঙ্কায় প্রতিগমন পূর্ব্বক ভ্রাতৃদ্বয়েরও বিবাহ দিলেন। বৈরোচনের বজ্রজ্বালা নামে এক দৌহিত্রী ছিল; রাবণ তাহাকে কুম্ভকর্ণের ভার্য্যা করিয়া দিলেন। বিভীষণ গন্ধর্ব্বরাজ মহাত্মা শৈলূষের দুহিতা ধর্ম্মজ্ঞা সরমাকে পত্নী লাভ করিলেন। সরমা মানসসরোবরের তীরে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ সময় বর্ষারম্ভবশতঃ মানস সরোবর কন্যার নিকট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। তদ্দর্শনে কন্যার মাতা স্নেহভরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহেন, "সরঃ মা বর্দ্ধস্ব" (সরোবর! তুমি বর্দ্ধিত হইও না।) তাহা হইতেই কন্যার নাম সরমা হয়।

যাহা হউক্, এই প্রকারে কৃতদার হইয়া নিশাচর দশানন, কুম্ভকর্ণ ও বিভীষণ স্ব স্ব ভার্য্যা লইয়া নন্দনবনে গন্ধর্ব্বদিগের ন্যায়, লঙ্কামধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন। কিছুকাল পরে মন্দোদরী মেঘনাদনামক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহাকেই তোমরা ইন্দ্রজিৎ বলিয়া থাক। রাবণনন্দন ভূমিষ্ঠ হইয়া জলদের ন্যায় গভীররবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল। রাঘব! তাহার সেই ক্রন্দন-শব্দে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ সকলেই স্তম্ভিত হইল। তাহাতেই পিতা তাহার মেঘনাদ নাম রাখিলেন। রাম! রাবণনন্দন মেঘনাদ উৎকৃষ্ট স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া অরণিনিহিত পাবকের ন্যায়, রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকিল এবং মাতাপিতার পরম আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ সর্গ।

এদিকে প্রগাঢ় নিদ্রা কিছুকালের পর ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জৃম্ভাদিরূপে আত্মপ্রকাশ পূর্ব্বক কুম্ভকর্ণকে আশ্রয় করিল। তখন কুম্ভকর্ণ আসনোপবিষ্ট ভ্রাতার নিকট গমন পূর্ব্বক নিবেদন করিল, রাজন্! আমি নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি; আপনি আমার গৃহ নির্ম্মাণার্থ আদেশ করুন।

অনন্তর রাজার আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বকর্ম্মা সদৃশ শিল্পী সকল কুম্ভকর্ণের জন্য একযোজন বিস্তৃত, দুইযোজনদীর্ঘ, স্ফটিকময় ও সুবর্ণময় বিচিত্র স্তম্ভ সকলে সুশোভিত আলয় নির্ম্মাণ করিল। উহার সোপান বৈদূর্য্য, তোরণ হস্তিদন্ত ও বেদি স্ফটিক দ্বারা বিনির্ম্মিত হইল এবং কিঙ্কিণীজাল দ্বারা আলয় বেষ্টন করা হইল। ফলতঃ, রাবণ সর্ব্বসুখময় অতি মনোহর ভবনই নির্ম্মাণ করাইলেন। পবিত্র সুমেরুগুহার ন্যায় উহার সর্ব্বত্রই সুখে বাস করা যাইতে পারে। মহাবল কুম্ভকর্ণ ঐ ভবনমধ্যে শয়ান হইয়া

বহুসহস্রবৎসর নিদ্রা যাইতে লাগিল, একবারও জাগরিত হইল না।

কুম্ভকর্ণ এইরূপে নিদ্রায় অভিভূত রহিল। এদিকে দশানন অবাধে দেব, ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্ব্বদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। নন্দনাদি যে কোন বিচিত্র উদ্যান আছে, দশগ্রীব ক্রোধভরে গমন করিয়া সমস্তই ভগ্ন করিতে লাগিলেন। গজের ন্যায় নদীতে ক্রীড়া, বায়ুর ন্যায় বৃক্ষ সকল ভগ্ন এবং উৎসৃষ্ট বজ্রের ন্যায় পর্ব্বত সকল চূর্ণ করিতে থাকিলেন।

দশগ্রীব ঈদৃশ ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন অবগত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর কুবের স্বীয় কুলোচিত আচরণ পর্য্যালোচন পূর্ব্বক সৌভ্রাত্র প্রদর্শনার্থ রাবণকে হিতোপদেশ দান করিবার জন্য লঙ্কায় দূত প্রেরণ করিলেন। দূত লঙ্কায় গমন করিয়া প্রথমত বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। এবং রাজা কুবেরও আত্মীয়বর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দূতকে দেখাইয়া দিলেন, দশানন সভায় উপবেশন করিয়া আছেন। তখন দূত স্বীয়তেজে জাজ্বল্যমান সভাস্থিত রাবণকে দেখিতে পাইয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে সমীপস্থ হইল। তদনন্তর উৎকৃষ্ট আস্তরণশোভিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দশগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্! আপনার ভ্রাতা আপনাদিগের উভয়ের সমুচিত ও বংশের সমুচিত যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন। যাহা করিয়াছ, যথেষ্টই হইয়াছে; এক্ষণে সচ্চরিত্র সংগ্রহ করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে; যদি পার, এক্ষণে অবিচলিতভাবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। আমি দেখিয়াছি, নন্দন ভগ্ন হইয়াছে; আমি দেখিয়াছি, অনেক ঋষি নিহত হইয়াছেন। দেবতারা যে তোমার বিনাশের সম্যক্ উদ্যোগ করিতেছেন, আমি তাহাও শ্রবণ করিয়াছি। রাক্ষসরাজ! যদিও তুমি অনেকবার আমাকে

অগ্রাহ্য করিয়াছ, তথাপি বালক অবাধ্য হইলেও তাহাকে বিনাশ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করা আত্মীয় স্বজনের অবশ্যই কর্ত্তব্য। আমি নিয়মধারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অতি কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়শিখরে গমন করিয়াছিলাম। সেই স্থানে আমি উমার সহিত দেব মহাদেবকে দেখিতে পাইলাম। রুদ্রাণী তথায় অনুপম রূপ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন, সুতরাং ইনি কে, এইমাত্র মনে করিয়াই আমি তাঁহার প্রতি বাম চক্ষু নিক্ষেপ করিলাম, আমার অন্য কোন অভিপ্রায়ই ছিল না। কিন্তু দেবীর দিব্য প্রভাবে তৎক্ষণমাত্রে আমার বামচক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল, এবং ধূলিধ্বস্ত তেজের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল। তদনন্তর আমি হিমালয়ের অপর এক সুবিস্তীর্ণ প্রস্থে গমন করিয়া বাক্ সংযমন পূর্ব্বক অষ্টশতবৎসর মহাব্রত ধারণ করিলাম। এই নিয়ম সমাপ্ত হইলে পর দেব মহেশ্বর প্রসন্নচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া আমাকে কহিলেন, হে সুব্রত! হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার এই ব্রতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি। হে ধনাধিপ! এক আমি এই ব্রতাচরণ করিয়াছিলাম, আর এক তুমি করিলে। এই দুইজন ভিন্ন আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই, যে ঈদৃশ ব্রত ধারণ করিতে সমর্থ হয়। আমিই এই সুদুষ্কর ব্রতের প্রথমাবতারণ করিয়াছিলাম। অতএব হে সৌম্য ধনেশ্বর! তুমি আমার সখা হও। অনঘ! তুমি তপস্যা দ্বারা আমাকে জিতিয়া লইয়াছ, এক্ষণে আমার সখা হও। তোমার বাম লোচন দেবীর প্রভাবে দগ্ধ এবং দেবীর রূপ দর্শন জন্য পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে। এই জন্য তোমার আর একটী নাম হইল একাক্ষিপিঙ্গল।

দশানন এই রূপে শঙ্করের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করত তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আমি তোমার দুষ্ট বুদ্ধির কথা শুনিতে পাইলাম। সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি, তুমি কুলের কলঙ্কজনক অধর্ম্ম সংসর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও,

নিশ্চয় জানিও, দেব ও দেবর্ষিগণ একত্রিত হইয়া তোমার বধোপায় চিন্তা করিতেছেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশগ্রীবের লোচন কোপে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি হস্তে হস্ত ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া কহিলেন, দূত! তুমি যাহা কহিলে, আমি সমস্তই অবগত হইলাম। তোমার ত জীবন গিয়াছেই; আমার ভ্রাতা যিনি তোমাকে পাঠাইয়াছেন তিনিও থাকিতেছেন না। নিশ্চয়ই আমাকে হিতোপদেশ দান করা ধনাধিপতির অভিপ্রায় নহে; মূঢ়, আমাকে জানাইতেছেন যে তিনি শঙ্করের সখা হইয়াছেন। দূত! এতদিন আমি তাঁহার অনেক কথা সহ্য করিয়াছিলাম কিন্তু এক্ষণে তুমি যাহা কহিলে আমি আর তাহা সহ্য করিব না। এতদিন আমি মনে করিতাম যে তিনি গুরু জন, সুতরাং তাঁহাকে বিনাশ করা কর্ত্তব্য নহে, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার বাক্য শুনিয়া আমি স্থির করিলাম তাঁহাকে বিনাশ করাই উচিত। আমি বাহুবল অবলম্বন করিয়া আজ ত্রিলোকই জয় করিব, আজ আমি এক তাঁহারই বিনাশ প্রসঙ্গে চারি লোকপালকেই যমালয়ে প্রেরণ করিব।

এই কথা বলিয়া দশানন খড়্গ দ্বারা দূতকে বিনাশ করিলেন, এবং উহার মৃতদেহ দুরাত্মা রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিবার জন্য অর্পণ করিলেন।

তদনন্তর রাবণ স্বস্ত্যয়ন করিয়া রথারোহণ পূর্ব্বক বিজয়াকাঙ্ক্ষায় যক্ষেশ্বরের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

—(:)—

চতুর্দ্দশ সর্গ।

অনন্তর নিত্যবলদর্পিত দশানন অমাত্যগণে পরিবৃত হইয়া ক্রোধে যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে মহোদর, প্রহস্ত, মারীচ, শুক, সারণ এবং নিয়ত সমরগৃধ্নু বীর ধূম্রাক্ষের সমভি-

ব্যাহারে যাত্রা করিলেন। বিবিধ নগর, নদী, শৈল, বন, উপবন সকল মুহূর্ত্তমধ্যে অতিক্রম করিয়া কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হই-লেন। দুরাত্মা রাক্ষসরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া পরম উদ্যোগ সহকারে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে আগমন পূর্ব্বক কৈলাসে শিবির স্থাপন করিলে পর, তাঁহাকে রাজার ভ্রাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, যক্ষগণ যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখীন হইতে পারিল না। তাহারা রাজাকে তাঁহার ভ্রাতার কার্য্য নিবেদন করিল এবং তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল।

অনন্তর সাগরের ন্যায় সৈন্যসমূহ যেন কৈলাসপর্ব্বত বিচ-লিত করিয়া সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। পরেই যক্ষ ও রাক্ষসদিগের সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অবিলম্বেই রাক্ষসমন্ত্রিগণ সকলেই ব্যথিত হইয়া পড়িল। সৈন্য ঈদৃশ ব্যথিত হইয়া উঠিল, দর্শন করিয়া নিশাচর দশানন বারম্বার হর্ষনাদ করিয়া ক্রোধভরে ধাবিত হইলেন। রাবণের এক এক মন্ত্রী এক এক সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল। তাহারা কাতর হইলে পর দশগ্রীব সহস্র সহস্র গদা মুষল খড়্গ পট্টিশ ও তোমরের প্রহার সহ্য করিতে করিতে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে এত প্রহার সহ্য করিতে হইল যে তাঁহার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার অবকাশ রহিল না। তিনি মেঘবিগলিত জলধারার ন্যায়, শস্ত্রধারা দ্বারা প্রতিহত হইতে লাগিলেন। মেঘসিক্ত ভূধরের ন্যায় তিনি রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইলেন। কিন্তু যক্ষদিগের অসংখ্য শস্ত্র দ্বারা আহত হইয়াও দশগ্রীব ব্যথা বোধ করিলেন না। মহাবল দশগ্রীব কালদণ্ডোপম গদা উদ্যত করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক অনেক যক্ষকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন। বাতপ্রদীপ্ত অগ্নি যেমন বিস্তীর্ণ শুষ্ক তৃণ ও বিশীর্ণ শুষ্ক ইন্ধনদাহ করে, দশানন তেমনি যক্ষসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন। বায়ু যেমন মেঘ অপসারণ করে, মহোদর এবং শুকাদি সচিব-গণও তেমনি যক্ষদিগকে স্বল্পাবশিষ্ট করিয়া ফেলিল। আহত

হইয়া কত শত যক্ষ ভগ্নাঙ্গ অবস্থায় ভূতলে পতিত হইল, ক্রোধে যেরূপ দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, রণস্থলে ভূপতিত হইয়াও সেই রূপে দন্ত দ্বারা অধর দংশন করিয়া রহিল। কত শত যক্ষ পরিশ্রান্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিতে লাগিল। তাহাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র পড়িয়া গেল, এই ভাবে তাহারা প্রবাহভগ্ন নদীকূলের ন্যায় অবসন্ন হইয়া পড়িল। যক্ষযোদ্ধাগণ ধাবন পূর্ব্বক শত্রু হস্তে নিহত হইয়া আকাশপথে দলে দলে স্বর্গে গমন করিতে-লাগিল; ঋষিগণও আকাশে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিতে ছিলেন, অতএব তৎকালে আকাশতলে যক্ষ ও ঋষিদিগের স্থান সন্নিবেশ হইল না।

মহাবল প্রধান প্রধান যক্ষ সকল এই রূপে ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া ধনাধিপতি মহাবাহু কুবের অপরাপর যক্ষদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। রাম! এই সময় সংযোধকণ্টকনামক যক্ষ কুবের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রভূত বলবাহন সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। ঐ যক্ষ বিষ্ণুর ন্যায় চক্র দ্বারা রণস্থলে মারীচকে প্রহার করিল। মারীচ ক্ষীণপুণ্য গ্রহের ন্যায়,পর্ব্বত-পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার চৈতন্য লাভ করিয়া নিশাচর মারীচ যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। অনতিবিলম্বেই যক্ষ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর রাবণ কুবেরপুরীর বৈদূর্য্যরজতমণ্ডিত তোরণের মধ্যে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও অধিকার নাই। নিশাচর দশগ্রীব উহার মধ্যে প্রবেশ করি-লেন দেখিয়া সূর্য্যভানুনামক দ্বারপাল তাঁহাকে নিবারণ করিল। কিন্তু যক্ষ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়াও তিনি প্রবেশ করিলেন। রাম! যখন নিবারিত হইয়াও দশানন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তখন যক্ষ তোরণ উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহাকে প্রহার করিল। আহত হইয়া দশাননের গাত্র হইতে রুধির ক্ষরণ হইতে

লাগিল, বোধ হইল যেন শৈল হইতে ধাতুনিস্রাব হইতেছে। শৈলশিখরোপম তোরণ দ্বারা আহত হইয়াও বীর দশগ্রীব ব্রহ্মার বরদানপ্রভাবে ভূতলে পতিত হইলেন না। প্রত্যুত সেই তোরণ দ্বারা যক্ষকে প্রহার করিলেন; আহত হইয়া যক্ষ আর দৃষ্ট হইল না; তাহার শরীর চূর্ণ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসের পরাক্রম দর্শনে যুদ্ধপরিশ্রান্ত যক্ষগণ সকলেই অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবর্ণ মুখে পলায়ন করিয়া কতক গুহামধ্যে, কতক বা নদীগর্ভে প্রবেশ করিল।

—:•:—

পঞ্চদশ সর্গ।

সহস্র সহস্র মহাবল যক্ষ সকল বিধ্বস্ত হইয়াছে দর্শন করিয়া ধনাধিপতি কুবের মাণিভদ্র নামক মহাযক্ষকে কহিলেন, যক্ষেন্দ্র! তুমি দুর্বৃত্ত পাপচেতা রাবণকে রণে সংহার কর এবং যুধ্যমান বীর যক্ষদিগের অধিনেতা হও। এই কথা শ্রবণ করিয়া সুদুর্জ্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র চারি সহস্র যক্ষসৈন্যে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। যক্ষগণ রাক্ষসদিগকে আক্রমণ করিয়া গদা, মুসল, প্রাস, শক্তি, তোমর ও মুদ্গর সকল প্রহার করিতে লাগিল। তৎকালে অগ্রে প্রহার কর; না, আমি ইচ্ছা করি না, তুই অগ্রে প্রহার কর; এইরূপ বলিতে বলিতে যক্ষ ও রাক্ষসগণ শ্যেনের ন্যায় লঘুবিক্রম সহকারে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব ও ব্রহ্মর্ষি সকল ঐ তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। একাকী প্রহস্ত রণে সহস্র যক্ষকে নিপাত করিল; মহোদরও আর এক সহস্র বিনাশ করিল। রাজন্! যুদ্ধপ্রবৃত্ত মারীচও নিমেষমধ্যে দুই সহস্র নিপাত করিল। হে পুরুষব্যাঘ্র! যক্ষগণ সরলযোধী, আর রাক্ষসগণ মায়াযোধী; সুতরাং উভয়ের সমকক্ষতা হইবে কেন? অগত্যা রাক্ষসেরাই রণে প্রাধান্য লাভ করিল। মাণিভদ্র

ধূম্রাক্ষের সহিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গদা দ্বারা মস্তকে আহত হইল, কিন্তু বিচলিত হইল না। প্রত্যুত গদা ভ্রমণ করাইয়া ধূম্রাক্ষের মস্তকে প্রহার করিল; ধূম্রাক্ষও বিহ্বল হইয়া পতিত হইল। উহাকে আহত ও রুধিরসিক্ত কলেবরে পতিত হইতে দর্শন করিয়া দশানন মাণিভদ্রের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন। দশানন ক্রোধভরে দৌড়িয়া আসিলেন দর্শন করিয়া যক্ষশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্র তাঁহাকে তিন শক্তি প্রহার করিলেন। প্রহৃত হইয়া দশগ্রীব মাণিভদ্রের মুকুটে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে তাহার মুকুট এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল; সেই পর্য্যন্ত মাণিভদ্র যক্ষের পার্শ্বমৌলি নাম হইল।

এইরূপে মহাবল মাণিভদ্র পরাভূত হইলে পর, ঐ পর্ব্বতে রাক্ষসদিগের তুমুল জয়শব্দ স্ফীত হইয়া উঠিল। অনন্তর শুক্র ও প্রৌষ্ঠপদনামক মন্ত্রিদ্বয় এবং শঙ্খ ও পদ্মনামক নিধিদ্বয় সমভি-ব্যাহারে ধনাধ্যক্ষ যক্ষরাজ কুবের দূরে দৃষ্ট হইলেন। বিশ্রবার অভিসম্পাতনিবন্ধন উগ্রস্বভাববশতঃ রাবণ প্রণামাদি করিয়া গুরু-মর্য্যাদা রক্ষা করিলেন না; ঈদৃশ ভ্রষ্টমর্য্যাদ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে দর্শন করিয়া ধীমান্ কুবের ব্রহ্মবংশের সমুচিত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, দুর্ম্মতে! আমি বারম্বার তোমাকে নিষেধ করিলাম; কিন্তু তুমি যখন কিছুতেই শুনিলে না, তখন ইহার পর দুষ্কর্ম্মের সমুচিত ফলপ্রাপ্তিপূর্ব্বক নরকস্থ হইয়া আমার হিতোপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে। যে দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ বিষপান করিয়া তৎকালে জানিতে না পারে যে বিষপান করি-য়াছি, সে পরিণামে নিজ দুষ্কর্ম্মের ফল অবগত হইয়া থাকে। কোন প্রাকৃত কারণবশতঃ এক্ষণে দেবতারা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, সেই জন্যই অভিসম্পাতনিবন্ধন উগ্রস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, তোমার হিতাহিত বোধ হইতেছে না। যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, বিপ্র ও আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনের অবমাননা করে, সে যমরাজের আয়ত্ত হইয়া পরে সেই কর্ম্মের ফল জানিতে

পারে। শরীর অস্থির ; অতএব শরীর লাভ করিয়া যে মূঢ় ব্যক্তি ধর্ম্মাচরণ না করে, মৃত্যুর পর যথোচিত অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয়। অথবা হে দুর্ব্বুদ্ধে! নিজ ইচ্ছায় কাহারও কোন প্রবৃত্তিই হয় না ; যে যেরূপ কর্ম্ম করে সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে। সংসারে লোক পুণ্যকর্ম্মপ্রভাবেই সমৃদ্ধি, রূপ, বল, পুত্র,বিত্ত ও বীর্য্য প্রাপ্ত হয়। অতএব, তোমার যখন এরূপ বুদ্ধি হইয়াছে,তখন তোমাকে অবশ্যই নিরয়গামী হইতে হইবে। আমি তোমার সহিত বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করি না ; সাধুদিগের কর্ত্তব্যও এই।

যক্ষরাজ কুবের অমাত্যদিগকেও এই কথা বলিয়া রাবণের অমাত্য মারীচ প্রভৃতিকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে পরাঙ্মুখ হইয়া মারীচাদি সকলেই পলায়ন করিল। অনন্তর মহাবল যক্ষাধিপতি দশগ্রীবের মস্তকে গদাঘাত করিলেন ; কিন্তু দশানন স্বস্থান হইতে বিচলিত হইলেন না। রাম! তাহার পর যক্ষাধিপতি কুবের ও রাক্ষসাধিপতি দশানন উভয়ে বিহ্বল ও পরিশ্রান্ত না হইয়া মহারণে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কুবের রাবণের প্রতি আগ্নেয়াস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন ; রাক্ষসরাজ বারুণাস্ত্র দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন। তদনন্তর রাক্ষসেশ্বর রাক্ষসী মায়া অবলম্বন করিয়া কুবেরের বিনাশজন্য শত সহস্র রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। দশানন কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন মেঘ, কখন পর্ব্বত, কখন সাগর, কখন বৃক্ষ, কখন যক্ষ, কখন বা দৈত্যরূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। প্রভূত শরধারা বর্ষণ করিতে থাকিলেন, কিন্তু স্বয়ং একবারেই দৃষ্ট হইলেন না।

রাম! অনন্তর দশানন মহাস্ত্র মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়া কুবেরের মস্তকে প্রহার করিলেন। সেই আঘাতে ধনাধিপতি শোণিতাক্তকলেবর ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল অশোক বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইলেন। তৎক্ষণমাত্রে পদ্মাদি নিধিগণ

তাঁহাকে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নন্দনবনে আনয়ন করিয়া, তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

এইরূপে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ আনন্দিতচিত্তে জয়চিহ্ন স্বরূপে তাঁহার পুষ্পক বিমান গ্রহণ করিলেন। ঐ বিমানের স্তম্ভ সকল কাঞ্চননির্ম্মিত ও তোরণ মণি দ্বারা বিনির্ম্মিত। উহা মুক্তাজালে সমাচ্ছন্ন; কামগামী, কামরূপী, মেঘের ন্যায় বেগসম্পন্ন এবং আকাশ বিচরণে সমর্থ। উহাতে সর্ব্বকামফলপ্রদ বিবিধ পাদপ সকল বিরাজমান। উহার সোপানশ্রেণী মণি ও কাঞ্চন এবং বেদি তপ্ত কাঞ্চন দ্বারা বিনির্ম্মিত। উহাকে যখন দর্শন করা যায় তখনই চক্ষু ও মনের পরিতৃপ্তি জন্মে। বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় বাসনার উপযোগী করিয়া বহুআশ্চর্য্যসমন্বিত বিবিধ কারুকার্য্য সুশোভিত ঐ অক্ষয় অনুত্তম সুমনোহর বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি সকল ঋতুতেই ঐ বিমান সুখপ্রদ ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক।

সুদুর্ম্মতি রাক্ষসরাজ দশানন ঐ বীর্য্যনির্জ্জিত কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া, অহঙ্কারবুদ্ধিবশতঃ মনে করিলেন, ত্রিভুবন জয় করিয়াছি। যাহা হউক, এই রূপে দেব কুবেরকে জয় করিয়া রাবণ কৈলাস পর্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলেন।

কিরীটহারধারী প্রতাপশালী নিশাচর দশগ্রীব স্বীয় তেজঃপ্রভাবে বিপুল বিজয় লাভ করত পরম বিমানে উপবিষ্ট হইয়া বেদিস্থিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

ষোড়শ সর্গ।

রাম! রাক্ষসরাজ রাবণ ভ্রাতা ধনাধিপতিকে জয় করিয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্মস্থান মহৎ শরবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিতে পাইলেন, সুবর্ণময় মহৎ শরবন চতুর্দ্দিকে কিরণজাল বিস্তার করত দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। রাম!

দশগ্রীব ঐ পর্ব্বতে আরোহণ পূর্ব্বক কোন এক মনোরম বন-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, বিমানের গতি রোধ হইয়া গেল। তখন রাক্ষসরাজ মন্ত্রিগণের সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন, এই বিমান স্বভাবতঃ কামগামী; তথাপি ইহার গতি রোধ হইবার কারণ কি? পর্ব্বতের উপর আসিয়া পুষ্পক আমার ইচ্ছামত গমন করিতেছে না কেন? ইহা কাহার কার্য্য? অনন্তর নিপুণ বুদ্ধিমান মারীচ বলিল, পুষ্পক যে আর গমন করিতেছে না, ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে। অথবা এই বিমান কুবের ভিন্ন অপর কাহাকেও বহন করে না, এই জন্যই কুবেরের অধিকারচ্যুত হইয়া নিশ্চল হইয়াছে।

মারীচ এইরূপ বলিতেছে, ইতিমধ্যে দেব শঙ্করের অনুচর করালরূপী কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বামনাকৃতি বিকটমূর্ত্তি মুণ্ডকেশ খর্ব্ববাহু বলবান্ নন্দিকেশ্বর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে রাক্ষসরাজকে কহিলেন, দশগ্রীব! প্রতিনিবৃত্ত হও; শঙ্কর এই শৈলে বিহার করিতেছেন। কি সুপর্ণ, কি নাগ, কি যক্ষ, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কি রাক্ষস সকল প্রাণীকেই এই পর্ব্বতে আগমন করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

নন্দীর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রাবণের কুণ্ডল কম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্কর কে, এই বলিয়া তিনি বিমান হইতে অবরোহণ পূর্ব্বক শূন্য হইতে শৈলপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, নন্দী সমুজ্জ্বল শূলে ভর দিয়া দেব শংকরের অবিদূরে অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার মুখ বানরের মুখের সদৃশ। দেখিয়াই নিশাচর দশানন অবজ্ঞা করিয়া তোয়পূর্ণ তোয়দের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাহাতে নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া শংকরের আজ্ঞায় নন্দী সমাগত রাক্ষস দশগ্রীবকে কহিলেন, দশানন! তুমি আমায় বানররূপী দর্শন করিয়া অবজ্ঞা করত অশনিপাত সদৃশ উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিলে; এই জন্য আমার ন্যায় বীর্য্যবান্ এবং

আমারই ন্যায় আকৃতি ও তেজঃসম্পন্ন, নখদংষ্ট্রায়ুধ, ক্রূরস্বভাব, মনের ন্যায় বেগগামী, যুদ্ধোন্মত্ত, বলদর্পিত, জঙ্গম পর্ব্বত সদৃশ বানরগণ তোমার বংশ বিনাশার্থ জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা একত্রিত হইয়া অমাত্য ও পুত্রগণ সহিত তোমার প্রবল দর্প ও অহংকার দূর করিবে। নিশাচর! আমিই এখনি তোমাকে বিনাশ করিতে পারি, কিন্তু তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য আয়াস করা অনর্থক, তুমি নিজকর্ম্মনিবন্ধনই বিনষ্ট হইয়া আছ!

সেই মহাত্মা দেব নন্দী এই কথা বলিলে পর, দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। কিন্তু পর্ব্বতপৃষ্ঠসমাগত মহাবল দশানন নন্দীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, আমি যাইতেছিলাম; পর্ব্বত! তোমার জন্যই আজ আমার পুষ্পকের গতিরোধ হইয়াছে, অতএব আমি তোমার মূলোৎপাটন করিব। শংকরের এত কি প্রভাব যে তিনি নিত্য রাজার ন্যায় বিহার করিবেন? মহা বিপদ্ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কি তাহা জানিতে পারিতেছেন না।

রাম! এই কথা বলিয়া দশানন বাহুবিস্তার পূর্ব্বক সবেগে পর্ব্বত উৎপাটন করিলেন; পর্ব্বত কম্পিত হইতে থাকিল। পর্ব্বতের কম্পনে মহাদেবের অনুচরগণও বিচলিত হইল, দেবী পার্ব্বতীও মহেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া বিচলিত হইতে থাকিলেন। অনন্তর সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ মহাদেব পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা ঐ পর্ব্বতকে ঈষৎ চাপিয়া ধরিলেন, তাহাতে দশাননের স্তম্ভসদৃশ প্রকাণ্ড বাহু সকল নিষ্পিষ্ট হইয়া অতীব ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে দশগ্রীবের অমাত্য সকল বিস্মিত হইল। রাক্ষস দশগ্রীব রোষ ও বাহুর বেদনা নিবন্ধন সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাহাতে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অমাত্যগণ মনে করিল, যেন যুগান্তকালে বজ্রনিষ্পেষের

শব্দ হইল। ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবগণ পথে গমনাগমন করিতে- ছিলেন, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও স্খলিতপদ হইয়া পতিত হইলেন। সমুদ্র সকল সংক্ষুব্ধ ও পর্ব্বত সকল কম্পিত হইয়া উঠিল; এবং যক্ষ, বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ পরস্পর বলিতে লাগি- লেন, এ কি?

অনন্তর দশগ্রীবের মন্ত্রিগণ বলিলেন, দশানন! আপনি উমাপতি নীলকণ্ঠ মহাদেবকে তুষ্ট করুন; এ বিপদে তিনি ভিন্ন আর পরিত্রাণ দেখি না। আপনি প্রণত হইয়া অশেষ স্তুতি সহকারে তাঁহারই শরণাগত হউন, দেব শংকর আশু- তোষ; তিনি অবশ্যই আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

অমাত্যদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া দশানন প্রণতি পূর্ব্বক বিবিধ বিনীত বাক্য ও স্তুতি দ্বারা বৃষধ্বজের তুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। এই রূপে তিনি এক সহস্র বৎসর ক্রন্দন করিলেন। অনন্তর রাম। বিভু মহাদেব তুষ্ট হইয়া শৈলাগ্রে অবস্থিতি পূর্ব্বক দশাননের বাহু সকল মুক্ত করিয়া কহিলেন, আমি তোমার বীর্য্য, সাহস ও স্তবে তুষ্ট হইয়াছি। পর্ব্বত দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তুমি যে সুদারুণ চীৎকার করিয়াছ, তাহাতে বিদ্রাবিত হইয়া ত্রিলোক ভীত হইয়াছে; রাজন্! এই জন্য তুমি রাবণ নামে বিখ্যাত হইবে। সংসারে দেবতা, মানুষ, যক্ষ ও অন্যান্য সকলেই তোমাকে লোকরাবণ রাবণ বলিয়া ডাকিবে। হে পুলস্ত্যনন্দন! এক্ষণে তোমার যে পথে ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে গমন কর; হে রাক্ষসাধি- পতে! আমি অনুমতি করিতেছি তুমি গমন কর।

শম্ভুর এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্কেশ্বর দশানন কহিলেন, হে মহাদেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে বর দান করুন। আমি যে বর লাভ করিয়াছি তাহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, দানব, রাক্ষস, গুহ্যক, নাগ কি অন্য কোন মহাবল প্রাণীর হস্তেই আমার মৃত্যু হইবে না। দেব! আমি মানুষ- দিগকে গ্রাহ্যই করি না, আমার মতে তাহারা অতি ক্ষুদ্র। হে

ত্রিপুরান্তক! ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘ পরমায়ুও প্রদান করিয়াছেন; তাহার কিছুকাল গত হইয়াছে; এক্ষণে আমার প্রার্থনা যে, অবশিষ্ট ভাগও এইরূপ অপ্রতিহত ও অপরাজিতভাবে যথেচ্ছাচার করিয়াই অতিবাহন করিতে পারি; আপনি আমাকে এই বর দান করুন; এবং যাহাতে এইরূপ করিতে পারি, তজ্জন্য আপনি আমাকে কোন অস্ত্রও প্রদান করুন।

রাবণের এই কথা শুনিয়া, শংকর তাঁহাকে চন্দ্রহাসনামক বিখ্যাত সমুজ্জ্বল খড়্‌গ দান করিলেন; তাঁহার অবশিষ্ট পরমায়ুভাগও অজেয় করিয়া দিলেন। এইরূপ খড়্‌গ ও বরদান করিয়া বলিলেন, রাবণ! তুমি কখনও খড়্‌গকে অবজ্ঞা করিও না, যদি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে সন্দেহ নাই।

মহেশ্বরের নিকট এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া, রাবণ মহেশ্বরকে প্রণাম করত পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন। রাম! তদনন্তর রাবণ ইতস্ততঃ গমন পূর্ব্বক মহাবীর্য্যশালী ক্ষত্রিয়দিগের উপর উৎপাত করিয়া পৃথিবীপর্য্যটন করিতে লাগিলেন। কতক তেজস্বী শূর ও যুদ্ধদুর্ম্মদ ক্ষত্রিয় তাঁহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া সবলে বিনষ্ট হইলেন। আর কতক বিজ্ঞ বিবেচক ক্ষত্রিয় বলদর্পিত রাবণকে অজেয় জানিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম।

সপ্তদশ সর্গ।

রাম! মহাবাহু রাবণ পৃথিবীতলে পর্য্যটন করিতে করিতে একদা হিমালয়ের কাননে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। এই সময় তিনি ঐ কানন মধ্যে কৃষ্ণাজিনপরিধানা জটাধারিণী তপোনুষ্ঠাননিরতা সাক্ষাৎ দেবকামিনীর ন্যায় দীপ্যমানা এক কন্যাকে দেখিতে পাইলেন। কঠোরব্রতচারিণী

কন্যাকে অনুপমরূপবতী দর্শন করিয়াই রাবণ কামমোহে আক্রান্ত হইয়া হাস্য পূর্ব্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে! তোমার এই যৌবন কাল, কি কারণে তুমি যৌবনের বিপরীত আচরণ করিতেছ? ঈদৃশ আচরণ তোমার রূপেরও সমুচিত নহে। ভীরু! লোকের কামোন্মাদ জন্য তোমার সেই অনুপম রূপ। অতএব তপশ্চরণ করা তোমার উচিত হয় না; বিবেচক ব্যক্তিদিগের সিদ্ধান্তই এই। ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা; কি ব্রত আচরণ করিতেছ? হে চারুবদনে! তোমার স্বামী কে? ভীরু! তোমাকে যে ব্যক্তি ভোগ করে, পৃথিবীতে সেই পুণ্যবান্। আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি আমাকে সমস্তই বল; কি ফল প্রত্যাশায় ঈদৃশ ক্লেশ করিতেছ।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই যশস্বিনী তপোধনা কন্যা তাঁহার যথাবিধি আতিথ্যসৎকার করিয়া উত্তর করিলেন, বৃহস্পতির পুত্র বৃহস্পতিরই তুল্য বুদ্ধিমান্ অমিতদ্যুতি কুশধ্বজনামক ব্রহ্মর্ষি আমার জনক। সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাস করিতেন, আমি তাঁহার বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম; আমার নাম বেদবতী। আমার উৎপত্তির পর দেব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ যাইয়া নিয়ত পিতার নিকট আমার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাক্ষসেশ্বর! তাহাদিগকে আমায় সংপ্রদান করিতে পিতার অভিরুচি হইল না, হে মহাবাহো! তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুরেশ্বর ত্রিলোকাধিপতি বিষ্ণুকে জামাতা করাই আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল, সুতরাং তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমায় দান করিতে ইচ্ছা করিলেন না। এই কথা শ্রবণ করিয়া বলদর্পিত দৈত্যরাজ শম্ভু ক্রুদ্ধ হইল এবং একদিন রাত্রিকালে নিদ্রিত অবস্থায় সেই পাপাত্মা, পিতাকে সংহার করিল। আমার মহাভাগা জননীও কাতর হইয়া আমার পিতার শব দেহ আলিঙ্গন পূর্ব্বক হুতাশনে প্রবেশ করিলেন। নারায়ণের

প্রতি পিতার যে মনোভিলাষ ছিল, সেই অভিলাষ সফল করিবার নিমিত্তই আমি এই ব্রতাচরণ করিতেছি; আমি মনে করিয়াছি নারায়ণকেই বিবাহ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করিয়াই আমি এই কঠোর তপস্যা করিতেছি। হে রাক্ষসপুঙ্গব! আমি তোমাকে এই সমস্তই বলিলাম। নারায়ণই স্বামী; পুরুষোত্তম নারায়ণ ভিন্ন আমি আর কাহাকেও বরণ করিব না। নারায়ণকে পাইবার জন্যই আমি এই ঘোর ব্রতাচরণ করিতেছি। পৌলস্ত্যনন্দন! তুমি যে কে, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি; ত্রিলোকমধ্যে যাহা কিছু ঘটিয়া থাকে, আমি তপোবলে সমস্তই জানিতে পারি।

রাম! কন্দর্পশরপীড়িত রাবণ বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই সুমহাব্রতচারিণী কন্যাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, হে চারুনিতম্বিনি! তুমি আত্মাভিমানিনী; সেই জন্যই তোমার তপস্যায় এতাদৃশী প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে। হে মৃগশাবলোচনে! পুণ্যসঞ্চয় বৃদ্ধদিগের পক্ষেই শোভা পায়। তুমি সর্ব্বগুণসম্পন্না; তোমার মুখে ঈদৃশ বাক্য ভাল শুনায় না। ভীরু! তুমি ত্রিলোকের সুন্দরী; তোমার যৌবন বৃথা অতিবাহিত হইতেছে। ভদ্রে! আমি লঙ্কার অধিপতি; আমার নাম দশানন; তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া যথাসুখে অশেষ ভোগ উপভোগ কর। তুমি যে বিষ্ণুর নাম করিতেছ, সে কে? ভদ্রে! তুমি যাহাকে কামনা করিতেছ, সে কখনই বীর্য্য, কি তপস্যা, কি ভোগ, কি বল, কিছুতেই আমার সমান হইবে না।

নিশাচর রাবণ এই কথা বলিলে পর কন্যা বেদবতী উত্তর করিলেন, এরূপ কথা মুখেও আনিও না। বিষ্ণু ত্রিলোকের অধিপতি এবং সকলেরই পূজিত; এক তুমি ভিন্ন রাক্ষসরাজ! কোন্ বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে?

বেদবতী কন্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর রাবণ হস্ত দ্বারা তাঁহার কেশ ধারণ করিলেন। তখন বেদবতী ক্রুদ্ধ

হইয়া হস্ত দ্বারাই নিজ কেশ ছেদন করিলেন ; তাঁহার হস্তই অসি হইয়া তাঁহার কেশ ছেদন করিল। অনন্তর বেদবতী সত্বর অগ্নিপ্রবেশ পূর্ব্বক মরণার্থ উদ্যত হইয়া ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া নিশাচরকে যেন দগ্ধ করিতে করিতে কহিলেন, রে অনার্য্য! তুমি আমার ধর্ষণা করিলে, সুতরাং আমি আর জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করি না। অতএব নিশাচর! তোমার সমক্ষেই আমি হুতাশনে প্রবেশ করিব। তুমি পাপাত্মা, বনমধ্যে আমার ধর্ষণা করিলে। এই জন্য তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমি পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিব। স্ত্রীলোক পাপমতি পুরুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না। আমি তোমার প্রতি অভিসম্পাত করিলেও, অনর্থক আমার তপস্যার অপচয় হইবে। আমি যদি অল্পমাত্রও দান, পুণ্যাচরণ বা হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই বলেই আমি অযোনিজা ও পতিব্রতা হইয়া পুনর্ব্বার উৎপন্ন হইব ; এই কথা বলিয়া বেদবতী কন্যা প্রজ্বলিত হুতাশন মধ্যে প্রবেশ করিলেন অমনি আকাশ হইতে চতুর্দ্দিকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। রাম! তোমার এই ভার্য্যাই সেই বেদবতী. জনকের কন্যা রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাবাহো! তুমিও সনাতন বিষ্ণু। তুমি যে শৈলপ্রমাণ শত্রুকে মারিয়াছ, তোমার এই ভার্য্যাই পূর্ব্বে তাঁহাকে ক্রোধে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; এক্ষণে আবার তোমার বলবীর্য্য উপলক্ষ করিয়া ইনিই তাহাকে বিনাশ করিয়াছেন। বেদি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায়, এই মহাভাগা এই মর্ত্ত্যলোকে পুনর্ব্বার ক্ষেত্র হইতে হলমুখে উৎপন্ন হইয়াছে। সত্যযুগে ইনি বেদবতী ছিলেন ; এক্ষণে বর্ত্তমান ত্রেতাযুগে ইনি মহাত্মা জনকের মিথিলবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন।

— [:] —

অষ্টাদশ সর্গ।

বেদবতী হুতাশনে প্রবেশ করিলে পর রাবণ পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার পৃথিবী পর্য্যটন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনন্তর উশীরবীজনামক প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মরুত্ত রাজা দেবগণে পরিবৃত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন। বৃহস্পতির সাক্ষাৎ ভ্রাতা সংবর্ত্তনামক ব্রহ্মর্ষি তাঁহাকে যাজন করাইতেছেন। দেবগণ হবির্ভাগ প্রত্যাশায় তথায় অপরোক্ষ ভাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। বরদানপ্রযুক্ত অজেয় সেই নিশাচর রাবণকে দর্শন করিয়া দেবগণ তৎকৃত ধর্ষণাভয়ে পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন। ইন্দ্র ময়ূর হইলেন, ধর্ম্মরাজ কাক হইলেন, কুবের কৃকলাস হইলেন এবং বরুণ হংস হইলেন। হে অরিনিসূদন! অন্যান্য দেবগণও অন্যান্য জীবজন্তুর রূপ ধারণ করিলেন। অনন্তর রাবণ অশুচি সারমেয়ের ন্যায় যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসাধিপতি রাবণ রাজা মরুত্তের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে কহিলেন, হয় আমায় যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে পরাজিত হইয়াছি। তখন মরুত্ত নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? তচ্ছ্রবণে উচ্চৈ হাস্য করিয়া রাবণ বলিলেন, রাজন্! আমায় দেখিয়াও যে তোমার ভয় হইল না, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি। আমি কুবেরের অনুজ; তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না। ত্রিলোকে এরূপ ব্যক্তি কে আছে যে, আমার বল অবগত নহে; আমি আমার ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া এই বিমান কাড়িয়া লইয়াছি।

অনন্তর মরুত্ত নৃপতি রাবণকে কহিলেন, তুমি অগ্রজ ভ্রাতাকে পর জয় করিয়াছ; ধন্য তুমি! ত্রিলোকে তোমার ন্যায় প্রশংসনীয় ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই। মূঢ়! অধর্ম্মসহিত কর্ম্ম বা লোকের হিংসারূপ কর্ম্ম কখনই প্রশংসনীয় হইতে পারে না। তুমি অগ্রজ ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া দুষ্কর্ম্মই করিয়াছ;

তাহাতে তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না। তুমি বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি যে কি পুণ্য আচরণ করিয়া বরলাভ করিয়াছ, তাহাতে আমি শ্রবণ করি নাই। যাহা হউক, দাঁড়াও, আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া ফিরিতে পারিবে না। দুর্ব্বুদ্ধে! আজ নিশিত বাণ সমূহ দ্বারা তোমাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব।

অনন্তর রাজা মরুত্ত শর ও শরাসন গ্রহণ করত যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে বহির্গত হইলেন, কিন্তু সংবর্ত্ত তাঁহার পথ রোধ করিলেন। মহর্ষি সংবর্ত্ত স্নেহসংযুক্ত বাক্যে রাজা মরুত্তকে কহিলেন, যদি আমার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার উচিত হইতেছে না। এই মাহেশ্বর যজ্ঞ যদি অসংপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে কুল দগ্ধ করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তি কি কখনও যুদ্ধ করে; না দীক্ষিত ব্যক্তি কখন ক্রুদ্ধ হয়? জয় বিষয়ে নিত্য সন্দেহই আছে; এই রাক্ষসও অজেয়।

রাজা মরুত্ত গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞে মনোভিনিবেশ করিলেন। তখন মরুত্ত নির্জ্জিত হইয়াছেন বোধ করিয়া শুক উচ্চৈঃ হর্ষধ্বনি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ঘোষণা করিলেন, রাবণের জয় হইল। অনন্তর রাবণ যজ্ঞোপস্থিত মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের রক্তে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথিবী-পর্য্যটনার্থ যাত্রা করিলেন।

রাবণ গমন করিলে পর ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনর্ব্বার স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া সেই সেই প্রাণিদিগকে কহিলেন, ইন্দ্র হর্ষ সহকারে নীলপুচ্ছসম্পন্ন ময়ূরকে কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; সর্প হইতে তোমার ভয় থাকিবে না। আমার এই যে সহস্র নেত্র, তোমার পুচ্ছে এইরূপ সহস্র নেত্র হইবে, আর আমি বারি বর্ষণ করিলেই তোমার আনন্দ জন্মিবে; আমার প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপে তোমায় এই বর দান করিলাম। দেবরাজ ইন্দ্র ময়ূরকে এইরূপ বর দান করিলেন।

রাজন্! পূর্ব্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল। দেবরাজের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া ময়ূরেরা সকলেই চলিয়া গেল। রাম! অনন্তর ধর্ম্মরাজ প্রাগ্‌বংশোপবিষ্ট বায়সকে কহিলেন, পক্ষিন্! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুষ্ট হইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বিবিধ পীড়াদ্বারা আপরাপর প্রাণীকে পীড়িত করিয়া থাকি, আমার প্রসন্নতাহেতু ঐ সকল রোগ তোমাকে আক্রমণ করিবে না; ইহাতে সংশয় নাই। হে বিহঙ্গম! আমি বর দান করিতেছি, তোমার মৃত্যুভয় থাকিবে না; মনুষ্যেরা তোমায় না মারিলে, তুমি মরিবে না। মানবগণ আমার আমার আলয়ে গমন করিয়া ক্ষুধা ও পিপাসায় যাতনা ভোগ করে, তুমি ভোজন করিলেই তাহারা আত্মীয় স্বজনের সহিত পরিতৃপ্ত হইবে।

বরুণদেব গঙ্গাজলবিহারী পক্ষিপ্রবর হংসকে প্রীতি সহকৃত বাক্যে কহিলেন, সৌম্য! শ্রবণ কর, তোমার বর্ণ বিশুদ্ধফেণ ও চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সমুজ্জ্বল শুভ্র হইবে। তুমি অমর শরীরভূত সলিল প্রাপ্ত হইলেই নিত্য সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং অতুল আনন্দ লাভ করিবে। আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে এই বর দান করিলাম। রাম! পূর্ব্বে হংসেরা সংপূর্ণ শুভ্রবর্ণ ছিল না। তাহাদিগের পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং বক্ষঃস্থল স্নিগ্ধ ও শ্যাম বর্ণ ছিল।

অনন্তর কুবের গিরিস্থিত কৃকলাসকে কহিলেন, আমিও প্রসন্ন হইয়া তোমাকে সুবর্ণ বর্ণ দান করিতেছি। আমার প্রসন্নতানিবন্ধন তোমার মস্তক নিত্য স্বর্ণবর্ণ এবং তোমার দেহও কাঞ্চনবর্ণ হইবে।

এই রূপে বর দান করিয়া দেবগণ নরুত্ত রাজার যজ্ঞাবসানে যজ্ঞ সমাপন করত স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।

—:•:—

ঊনবিংশ সর্গ।

মরুত্ত রাজাকে জয় করিয়া রাক্ষসাধিপতি দশানন যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় বিবিধ রাজার নগরীতে গমন করিলেন। মহেন্দ্র-বরুণোপম রাজাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাক্ষসরাজ বলিতে লাগিলেন, হয় আমাকে যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে আমরা পরাজিত হইয়াছি; নতুবা আমি কিছুতেই ছাড়িব না। স্বভাবতঃ নির্ভীক ও মহাবলশালী হইলেও ধর্ম্মবুদ্ধি প্রাজ্ঞ রাজগণ শত্রুর বরবল বিবেচনা করত পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া সকলেই বলিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম। রাজা দুষ্মন্ত, সুরথ, গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি রাজগণ সকলেই বলিলেন, আমরা পরাজিত হইয়াছি।

অনন্তর রাক্ষসাধিপতি রাবণ ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর ন্যায় অনরণ্যপালিতা অযোধ্যায় গমন করিলেন এবং ইন্দ্রের ন্যায় বলশালী পুরুষশার্দ্দূল রাজা অনরণ্যের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ দান কর, অথবা বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি। অযোধ্যাধিপতি অনরণ্য পাপাত্মা রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করত অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন, রাক্ষসাধিপতে! দাঁড়াও, আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ দান করিব; তুমি প্রস্তুত হও, আমিও প্রস্তুত হইতেছি। অনন্তর রাজা অনরণ্যের সুমহাসৈন্য রাক্ষসের বধোদ্যত হইয়া বহির্গত হইল; কিন্তু তাহারা ঐ রাক্ষসের নাম শ্রবণেই মৃতকল্প হইয়াছিল। দশসহস্র হস্তী, নিযুত অশ্ব, বহু সহস্র রথ ও বহু সহস্র পদাতি মেদিনী আচ্ছাদন করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। হে যুদ্ধবিশারদ! হে নরোত্তম! তাহার পর রাজা অনরণ্য ও রাক্ষসরাজ রাবণের তুমুলযুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাজার সৈন্য রাবণের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, হুতাশনে আহুত হব্যের ন্যায় ধ্বংস পাইতে লাগিল। প্রজ্বলিত পাব-

কের ন্যায়, তাহারা সেই রাক্ষসসৈন্যমধ্যে সংকুলভাবে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যুত্তম বিক্রমসহকারে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইল। রাজা অনরণ্য দেখিলেন, মহাসাগরপ্রবিষ্ট বননদী সকলের ন্যায়, তাঁহার সমস্ত সৈন্যই লোপ পাইল। তখন তিনি ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রশরাসন সদৃশ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক বিস্ফারিত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মারীচ, শুক, সারণ ও প্রহস্ত প্রভৃতি রাবণের অমাত্যগণ রাজা অনরণ্যের নিকট পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর ইক্ষ্বাকুকুলনন্দন অনরণ্য রাক্ষসরাজের মস্তকে অষ্টশত বাণ পাতিত করিলেন। কিন্তু গিরিশিখরপতিত বারিধারার ন্যায় ঐ সকল বাণ পতিত হইয়া রাবণের অঙ্গের কোন স্থানেই বিদ্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা অনরণ্যের মস্তকে চপেটা ঘাত করিলেন, অমনি রাজা রথ হইতে ভূতলে পতিত হইলেন। অরণ্য মধ্যে বজ্রাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া শালবৃক্ষ যেমন পতিত হয়, রাজা অনরণ্য তেমনি বিহ্বল ও কম্পিত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া ইক্ষ্বাকুনন্দন ভূপতিকে কহিলেন, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার কেমন ফল পাইলে। রাজন্! আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে, ত্রিলোকে এরূপ ব্যক্তি নাই, বোধ হয়, তুমি বিষয়ভোগে আসক্ত থাকিয়া আমার বলের কথা শ্রবণ কর নাই।

তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বল্পপ্রাণ অনরণ্য উত্তর করিলেন, আমার ক্ষমতা কি? কালকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য, নিশাচর! তুমি আত্মপ্রশংসা করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে বিনাশ করিতে পার নাই, কালই আমাকে বিনাশ করিয়াছে; তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র হইয়াছ। এক্ষণে আমার প্রাণ অল্প উপস্থিত; অতএব আমি এখন আর কি করিতে পারি? কিন্তু নিশাচর! আমি বিমুখ হই নাই, তোমার সহিত সমর করি

জন্যই বিনষ্ট হইলাম। যাহা হউক, তুমি ইক্ষ্বাকুকুলের অবজ্ঞা করিলে; এই জন্যই বলিতেছি, যদি দান, হোম বা পুণ্যাচরণ ও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য সত্য হউক। নিশাচর! মহাত্মা ইক্ষ্বাকুর বংশে রাম নামে দশরথের পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোমার প্রাণ হরণ করিবেন। রাজা অনরণ্য এই অভিসম্পাত উচ্চারণ করিবামাত্র দেবদুন্দুভি সকল মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে বাজিয়া উঠিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। হে রাজেন্দ্র! অনন্তর রাজা অনরণ্য স্বর্গে গমন করিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের পর রাক্ষসরাজও চলিয়া যাইলেন।

(:)—

বিংশ সর্গ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পুনর্ব্বার মানবমণ্ডলী বিত্রাসিত করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং একদা এক বন মধ্যে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে দেখিতে পাইলেন। তখন নিশাচর দশগ্রীব তাঁহাকে অভিবাদন ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমিতপ্রভ মহাতেজা দেবর্ষি নারদ মেঘপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া পুষ্পকপৃষ্ঠস্থ রাবণকে কহিতে লাগিলেন, হে বিশ্রবানন্দন সৌম্য রাক্ষসাধিপতে! হে সৎকুলসম্ভূত! আমি তোমার প্রবৃত্ত পরাক্রম দর্শনে পরিতুষ্ট হইয়াছি। বিষ্ণু বহুতর দানবাদি বিনাশ করিয়া অনেক বার আমার তৃপ্তি সাধন করিয়াছেন; তুমিও অনেকানেক গন্ধর্ব্ব ও উরগদিগকে পরাজয় করিয়া অনেকানেক ঘোরতর সমর করিবে; তদ্দর্শনে আমি অতুল আনন্দ লাভ করিব। এক্ষণে আমি তোমায় কিছু বলিব, যদি ইচ্ছা হয় ত শ্রবণ কর। বৎস! আমি বলিতেছি, তুমি মনোযোগ কর। তুমি দেবলোকের অবধ্য হইয়া মানুষদিগকে বিনাশ করিতেছ কেন? মানুষেরা মৃত্যুর অধীন;

অতএব স্বভাবতই তাহারা মরিয়া আছে। দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও রাক্ষসের অবধ্য হইয়া তোমার মানুষ বিনাশ করা কর্ত্তব্য হয় না। কিসে মঙ্গল হইবে, মানুষের সে জ্ঞান নাই; আর শত শত জরা ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বিপদ ও দুঃখ নিত্যই তাহাদিগের অনুবর্ত্তন করিতেছে; তাদৃশ মানুষ বিনাশে আয়াস করিতে কাহার প্রবৃত্তি হইতে পারে? মানুষ সর্ব্ব বিষয়েই নানাবিধ অনিষ্ট দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে, অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মানুষের সহিত রণ করিতে প্রয়াস স্বীকার করেন না। মানুষ ক্ষুৎপিপাসা ও জরাদি দ্বারা দৈব কর্ত্তৃক নিহত হইয়াই ক্ষয় পাইতেছে এবং শোক দুঃখে নিরন্তরই কাতর হইয়া আছে, অতএব তুমি আর বৃথা মানুষ ক্ষয় করিও না। হে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর! দেখ মানুষ এতই মূঢ় যে কখন যে তাহার দুঃখ ও কখনই বা শোক উপস্থিত হইবে সে তাহা জ্ঞাত নহে, অথচ বিবিধ তুচ্ছ ভোগে আসক্ত হইয়া থাকে। মানুষ কেহ কোথাও আনন্দিত হইয়া নৃত্য বাদ্যাদি করিতেছে, আবার কোথাও আর কেহ কাতর হইয়া অশ্রুপ্লাবিত বদনে রোদন করিতেছে। মাতৃস্নেহ, পিতৃস্নেহ, পুত্রস্নেহ এবং ভার্য্যা বন্ধু ও বিবিধ মনোরম বস্তু দ্বারা বিমোহিত; সুতরাং অধঃপতিত হইয়া মানুষ আপনাকে জানিতে পারে না। অতএব এতাদৃশ মোহনিপীড়িত মানুষকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? হে সৌম্য! সমস্ত মানুষলোক তোমার জয় করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সকল মানুষকেই অবশ্য যমলোকে গমন করিতে হইবে, সুতরাং মানুষমাত্রেই যমের অধীন। অতএব হে পরপুরঞ্জয় পৌলস্ত্য! তাঁহাকে জয় করিলেই তোমার সকলকে জয় করা হইবে সন্দেহ নাই।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশানন স্বীয় তেজ দ্বারা প্রদীপ্যমান দেবর্ষি নারদকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে! হে দেবগন্ধর্ব্বলোকে বিহারশীল! হে সমরদর্শনপ্রিয়! আমি

ক্ষণে বিজয়ার্থ রসাতলে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি। রসাতলজয়ের পর ত্রিলোক জয় করত নাগদিগকে স্ববশে স্থাপন করিয়া অমৃতের জন্য সর্ব্বরত্নের আকর সমুদ্র মন্থন করিব।

তখন ভগবান্ নারদ ঋষি দশগ্রীবকে কহিলেন, তুমি যদি রসাতলেই গমন করিবে, তবে এ পথে কোথায় যাইতেছ? হে শত্রুকর্ষণ! এই সুদুর্গম দুষ্কর্ষ পথ যে প্রেতরাজ যমের পুরীতে গিয়াছে। তচ্ছ্রবণে দশানন শারদীয় মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করত, ভালই হইয়াছে বলিয়া, কহিলেন, হে মহাব্রহ্মন্! যদি তাহাই হইল, তবে এখন আমি যমেরই বিনাশার্থ উদ্যুক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকেই গমন করি, যে দিকে সূর্য্যনন্দন যমরাজ বাস করেন। আমি যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে, চারি লোকপালকেই জয় করিব। অতএব আমি এই প্রেতরাজ যমের প্রতি যাত্রা করিলাম; তিনি জীবদিগকে ক্লেশ দান করেন, আমি তাঁহাকে মৃত্যুমুখে নিপাতিত করিব।

এই কথা বলিয়া দশগ্রীব নারদ মুনিকে প্রণাম করত মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন। তখন মহাতেজা মহর্ষি নারদ নির্ধূম পাবকের ন্যায় হইয়া ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্নচিত্তে চিন্তা করিলেন, আয়ুর শেষ হইলে যিনি ইন্দ্রাদি ত্রিলোকের ক্লেশ দান করেন, দশানন সেই কালকে কিপ্রকারে জয় করিবে, যিনি প্রাণিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির সাক্ষী, এবং যিনি দ্বিতীয় অগ্নি স্বরূপ; যে মহাত্মার অনুগ্রহে জীবগণ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করে; যাঁহার ভয়ে ত্রিলোক বিত্রস্ত হইয়া পলায়ন করে, এই রাক্ষসেন্দ্র কি করিয়া স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট গমন করিবে, যিনি লোকের দাতা ও বিধাতা; যিনি সুকৃত দুষ্কৃতের ফলদাতা এবং যিনি ত্রিলোক জয় করিয়াছেন, রাবণ তাঁহাকে কি করিয়া জয় করিবে। কালই ত সর্ব্ব উপায়; দশানন অবশ্যই কালাতিরিক্ত কোন রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া কালকে জয় করিবে। সুতরাং

আমার নিতান্ত কৌতূহল হইয়েছে, অতএব আমি যম ও রাক্ষসের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দর্শনার্থ যমের আলয়ে গমন করি।

একবিংশ সর্গ।

দ্রুতগামী মহর্ষি নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া, যাহা ঘটিয়াছে, বলিবার নিমিত্ত যমের আলয়ে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন দেব বৈবস্বত সর্ব্বসাক্ষী স্বরূপে অগ্নিকে সম্মুখে করিয়া প্রাণিদিগের যাহার যেরূপ সংবিধান করিতেছেন।

যম মহর্ষি নারদকে সমাগত দর্শন করিয়া যথাসুখে উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মানুসারে পাদ্যার্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, দেবর্ষে! আপনার মঙ্গল ত? আপনার ধর্ম্মের ত অপচয় হইতেছে না। হে দেবগন্ধর্ব্বপূজিত! আপনার আগমনের কারণ কি? তখন ভগবান্ নারদ ঋষি উত্তর করিলেন, বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং যাহা কর্ত্তব্য হয় কর। হে পিতৃরাজ! তুমি সুদুর্জ্জেয়; কিন্তু দশগ্রীব নামে নিশাচর বিক্রম দ্বারা তোমাকে বশীভূত করিবার জন্য আগমন করিতেছে। প্রভো! এই কারণেই আমি সত্বর আগমন করিলাম। দেখিব, আজ তোমার দণ্ডাস্ত্রের কি অবস্থা হয়।

ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইল সেই নিশাচরের সমুজ্জ্বল বিমান নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় দূরে আগমন করিতেছে। অনতিবিলম্বেই মহাবল দশানন সেই পুষ্পক বিমানের প্রভায় তৎপ্রদেশ আলোকিত করিয়া সমীপবর্ত্তী হইলেন। অনন্তর দশগ্রীব দেখিলেন, তথায় প্রাণিগণ সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ করিতেছে। যমের সৈনিক এবং অনুচরদিগকেও দেখিতে পাইলেন। আরও দেখিলেন ঘোররূপী চণ্ডপ্রকৃতি ভয়ানক যমকিংকর সকল প্রাণিদিগকে আঘাত ও বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিতেছে। তাহারা নিরন্তর কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছে। কত শত দেহীকে দারুণ

কৃমি ও কতশত দেহীকে কুক্কুরগণ দংশন করিতেছে; তাহারা বিবিধ শ্রোত্রবিদারক ভয়ঙ্কর বাক্যে কাতরোক্তি করিতেছে। কত প্রাণীকে শোণিতজলা বৈতরণী পার করান হইতেছে, আর কত প্রাণী সুতপ্ত বালুকায় বারম্বার দগ্ধ হইতেছে। কত অধার্ম্মিকের দেহ অসিপত্রবনে বিদ্ধ হইতেছে; কত পাপী রৌরব, লবণনদী ও ক্ষুরধারে পতিত হইয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে। কত কঙ্কালাবশিষ্টদেহ কৃশ দীনচেতা বিবর্ণমুখ মুক্তকেশ নারকী ক্ষুধিত ও পিপাসিত হইয়া জল জল শব্দে চীৎকার করিতেছে। কত পাপী মলিন ধূলিধূষরিত রুক্ষ গাত্রে ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। রাবণ পথিমধ্যে ঈদৃশ শত শত সহস্র সহস্র দেহীকে দেখিতে পাইলেন। আবার অন্যত্র দর্শন করিলেন, কত শত দেহী নিজ নিজ সুকৃত প্রভাবে অত্যুৎকৃষ্ট ভবন সকলের মধ্যে গীত ও বাদ্যসহকারে আমোদ প্রমোদ করিতেছে। স্ব স্ব কার্য্যের ফল স্বরূপে গোদানকর্ত্তা বিবিধ গোরস, অন্নদাতা উৎকৃষ্ট অন্ন এবং গৃহদাতা উৎকৃষ্ট গৃহ সকল ভোগ করিতেছে। আর কত শত পুণ্যাত্মা স্ব স্ব দেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া সুবর্ণ ও মণি মুক্তায় অলঙ্কৃতা প্রমদাগণের সহিত বিহার করিতেছেন। মহাবাহু রাবণ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিলেন।

অনন্তর, যে সকল দেহী স্ব স্ব পাপকর্ম্ম জন্য যাতনা পাইতেছিল, বলবান্ রাবণ বলপ্রয়োগ পূর্ব্বক তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। প্রাণিগণ নিশাচর দশানন কর্ত্তৃক মুক্ত হইয়া, মুহূর্ত্তকালের জন্য অভাবনীয় অচিন্তিত সুখ অনুভব করিল।

বলবান্ রাক্ষস প্রেতদিগকে মুক্ত করিলে পর, প্রেতপ্রহরী সকল অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণকে আক্রমণ করিল। অনন্তর ধর্ম্মরাজের শূরবীর যোদ্ধাগণ হলহলা শব্দ করিয়া চতুর্দ্দিক হইতে ধাবিত হইল। শতসহস্র বীর পুষ্পকের উপর এককালে শত সহস্র প্রাস, পরিঘ, শূল, মুষল, শক্তি ও তোমর বর্ষণ করিল। তাহারা নিমেষমধ্যেই মধুচক্রের ন্যায়, পুষ্পক বিমানের আসন,

প্রাসাদ, বেদি ও তোরণ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু বিমান দেবতার বাহন; ব্রহ্মতেজ দ্বারা উহা অক্ষয়রূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, সুতরাং যতবার ভাঙ্গিতে লাগিল, ততবারই আবার পূর্ব্বের ন্যায় নূতন হইতে লাগিল। যমসৈন্যের কত বীর যে অগ্রসর হইয়া আসিল, তাহার ইয়ত্তা হইল না। অনন্তর দশানন এবং তাহার মহাবীর অমাত্যগণ সাধ্যমত বলপ্রয়োগ করিয়া শত শত বৃক্ষ, শৈল, ও প্রাসাদখণ্ড সকল নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সর্ব্বাস্ত্র দ্বারা সমাহত ও সর্ব্বাঙ্গে শোণিতসিক্ত হইয়া, মহাযুদ্ধ করিল। রাবণের ও যমের মহাবল অমাত্যগণ বিবিধ অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিল। অবশেষে যমের যোদ্ধাগণ রাবণের অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূল বর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকেই আক্রমণ করিলেন। অনন্তর রাবণ সর্ব্বাঙ্গে শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া পুষ্পক বিমানের উপর পুষ্পিত অশোক বৃক্ষের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবল রাবণও শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর ও বাণ এবং অস্ত্রবলে শিলা ও বৃক্ষ সকল পরিত্যাগ করিতে থাকিলেন। যমসৈন্যের মধ্যে বৃক্ষ, শিলা ও অস্ত্র সকলের ঘোরবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু যমযোধগণ বৃক্ষাদি ছেদন ও অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করিয়া একবারে শত সহস্র জন এক রাবণকে প্রহার করিতে থাকিল। পর্ব্বতকে মেঘের ন্যায়, সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিবিড়রূপে তাহার উপর সহস্র সহস্র ভিন্দিপাল ও শূল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণ ছিন্নকবচ ও শোণিতধারায় অভিষিক্ত হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং পুষ্পক পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই স্বস্থ হইয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন এবং দ্বিতীয় অন্তকের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সন্ধান করিয়া থাক, থাক, বলিয়া শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন-

অর ইন্দ্রশত্রু দশানন কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরবিজয়ে শঙ্করের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত বাণ ত্যাগ করিঃ করিলেন। ধূম ও জ্বালামণ্ডলসম্পন্ন ঐ বাণের রূপ গ্রীষ্মকালে বনদাহনার্থ পরিবর্দ্ধনশীল দাবাগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল। জ্বালামণ্ডলপরিবেষ্টিত ঐ শর পরিত্যক্ত হইয়া গুল্ম ও বৃক্ষ সকল ভস্মসাৎ করিতে করিতে রণস্থলে প্রধাবিত হইল; ক্রব্যাদ পশু পক্ষী সকল উহার অনুগমন করিতে লাগিল। যমের সৈন্য সকল ঐ রাবণের তেজে দগ্ধ হইয়া, ইন্দ্রধ্বজ সকলের ন্যায় রণমুখে নিপতিত হইল। তখন সচিবসংযুক্ত ভীমবিক্রম দশানন যেন পৃথিবী কম্পিত করিয়া উচ্চৈঃশব্দ করিলেন।

দ্বাবিংশ সর্গ।

তাঁহার সেই সুমহাশব্দ শ্রবণ করত মহাত্মা যমরাজ বুঝিতে পারিলেন, শত্রুর জয় ও নিজসৈন্যের ক্ষয় হইয়াছে। যোদ্ধা সকল নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে তাঁহার লোচন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি ব্যস্ত হইয়া সারথিকে আজ্ঞা করিলেন, আমার রথ আনয়ন কর। তাঁহার সারথিও ব্যগ্র হইয়া তাঁহার মহারথ আনয়ন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল। তখন মহাতেজা যমরাজ ঐ রথে আরোহণ করিলেন। যিনি এই চরাচর ত্রৈলোক্য নাশ করেন, সেই মৃত্যু প্রাস ও মুদ্গর হস্তে লইয়া তাঁহার সম্মুখে অবস্থিতি করিলেন। যমের অনলাগ্নির ন্যায় তেজঃসম্পন্ন অস্ত্র কালদণ্ডও মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার পার্শ্বে স্থিতি করিতে লাগিল। সর্ব্বলোকভয়াবহ কালকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দর্শন করিয়া তৎকালে ত্রিলোক বিচলিত হইয়া উঠিল; এবং দেবতাগণ কম্পিত হইতে লাগিলেন। অনন্তর সারথি রুচিরকান্তি অশ্বদিগকে চালনা করিল, রাক্ষসরাজ রাবণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন রথ ঘোর শব্দ করিয়া তথায় যাত্রা করিল। যথায় যুদ্ধ হইতে-

ছিল, ইন্দ্রের অশ্ব তুল্য মনোবেগ অশ্ব সকল মুহূর্ত্তমধ্যেই যমকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মৃত্যুসহিত তাদৃশ ভয়ংকর রথ দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সকলেই সহসা পলায়ন করিল। অল্পবলবশতঃ ভয়ে কাতর ও বিচেতন হইয়া, আমরা এস্থলে আর যুদ্ধ করিতে পারিব না বলিয়া দশ দিকে ধাবিত হইল। তাদৃশ সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর রথ দর্শন করিয়াও দশগ্রীব কিন্তু ব্যাকুল বা ভীত হইলেন না। যমরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়াই ক্রোধভরে শক্তি ও তোমর সকল নিক্ষেপ পূর্ব্বক তাঁহার মর্ম্মস্থান সকল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণও কিঞ্চিৎ স্বস্থ হইয়া, মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তেমনি যমের রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নিশাচর দশগ্রীবের বিশাল বক্ষস্থলে নিরন্তর শত শত মহাশক্তি পতিত হইতে লাগিল; তিনি কোন মতেই তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেন না; সুতরাং ঈষৎ ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ পূর্ব্বক দশদিন যুদ্ধ করিয়া শত্রুকর্ষণ যমরাজ সমরে শত্রুকে হতজ্ঞান ও ক্ষণ কালের জন্য বিমুখ করিয়া দিলেন। বীর! ঐ দশ দিন সমরে একবারও নিরস্ত না হইয়া পরস্পর জয় প্রত্যাশায় যম ও দশানন তুমুল সমর করিলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ ও প্রেতরাজ উভয়ে সমরে প্রবৃত্ত হইয়া যেন ত্রিলোকের প্রলয় উপস্থাপন করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ ইন্দ্রশরাসনসদৃশ শরাসন আকর্ষণ করিয়া আকাশকে অবকাশশূন্য করিয়া বাণ ত্যাগ করিতে লাগিলেন। তিনি চারি বাণে মৃত্যুকে ও সাত বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া লঘুহস্ততা সহকারে শত সহস্র বাণে যমের মর্ম্মস্থান সকলে আঘাত করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় যমের মুখবিবর হইতে জ্বালামণ্ডলপরিব্যাপ্ত নিশ্বাসসহকৃত ধূমোদ্গারী কোপাগ্নি বহির্গত হইল। দেবদানবদিগের সন্নিধানে সেই

আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া মৃত্যু ও কাল আনন্দিত এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। অনন্তর মৃত্যু অতীব কোপভরে যমরাজকে কহিলেন, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন; আমি এখনই এই পাপাত্মা রাবণকে বিনাশ করিব। এখনই এই রাক্ষস আর থাকিবে না; স্বভাবতঃ আমার প্রভাবই এইরূপ। মহারাজ! আমি হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শম্বর, নিসন্ধি, ধূম্রকেতু, বিরোচন-নন্দন বলি, মহারাজ বৃত্র ও বাণ দৈত্য, কত শত শাস্ত্রবিদ্ রাজর্ষি, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋষি, পন্নগ, দৈত্য, যক্ষ ও অপ্সরোগণকে সংহার করিয়াছি। অধিক কি, মহারাজ! যুগান্ত-পরিবর্ত্তনকালে আমি পর্ব্বত, নদী ও বৃক্ষ সকলের সহিত মহা-সাগরবেষ্টিত পৃথিবীকেই ধ্বংস করিয়াছি। এই সকল এবং অন্যান্য অনেকানেক দুর্দ্ধর্ষ মহাবল আমার হস্তে নিহত হইয়াছে; এই নিশাচর ত সামান্য। অতএব ধর্ম্মজ্ঞ! আমাকে আজ্ঞা করুন, আজ্ঞামাত্রেই আমি ইহাকে বিনাশ করিব। যেমন কেন বলবান্ হউক্ না, আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইলেই আর জীবিত থাকিবে না। আমি নিজের বল ব্যাখ্যা করিতেছি না; স্বভাবত আমার স্বরূপই এই। হে যমরাজ! অতএব আমি দৃষ্টি করিলেই এই নিশাচর আর থাকিবে না।

মৃত্যুর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ তৎকালে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, তুমি থাক, আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি। অনন্তর সূর্য্যনন্দন বিভু যমরাজ কুপিত ও রক্তনয়ন হইয়া হস্তে অমোঘ কালদণ্ড তুলিয়া লইলেন। যাহার পার্শ্বে কালপাশ সকল নিবদ্ধ পাবক ও অশনি-সঙ্কাশ সেই কাল মুদ্গর মূর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল। মুদ্গর দ্বারা স্পৃষ্ট ও আহত হইবার কথা দূরে থাকুক, ঐ মুদ্গর দর্শনমাত্রেই প্রাণিদিগের প্রাণ বিদূরিত হইয়া থাকে। মহাবল যমরাজ গ্রহণ করিলে পর ঐ মুদ্গর সর্ব্বতঃ অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া নিশাচর দশাননকে যেন দগ্ধ করত স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। তখন

রণস্থলস্থিত সকলেই বিত্রস্ত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল; দেবগণও উদ্যতদণ্ড যমকে দর্শন করিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। এইরূপে যমরাজ রাবণের উপর দণ্ড নিক্ষেপ করিতে উদ্যুক্ত হইলে পর, ব্রহ্মা যমের নিকট সাক্ষাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো! অমিতবিক্রম বৈবস্বত নিশাচরকে দণ্ড প্রহার করিও না, করিও না। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি ইহাকে বর দান করিয়াছি। অতএব আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা করা তোমার উচিত হইতেছে না। যে কোন দেবতা বা মনুষ্য আমাকে অমান্য করে, তাহার ত্রিলোক অমান্য করা হয়, সন্দেহ নাই আমার সৃষ্ট পদার্থ মধ্যে আমার প্রিয়ই হউক, বা অপ্রিয়ই হউক, যে কোন পদার্থের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া এই ত্রিলোকভয়ঙ্কর দণ্ড পরিত্যাগ করিবে, দণ্ড তাহাকেই বিনাশ করিবে, তদ্বিষয়ে ইতর বিশেষ নাই। আমিই সর্ব্বভূতের মৃত্যুসাধনার্থ এই অপরিমিততেজঃসম্পন্ন কালদণ্ডকে সর্ব্বভূতেরই পক্ষে অব্যর্থ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সৌম্য! রাবণের মস্তকে এই দণ্ড পাতিত করা তোমার কর্ত্তব্য হয় না। এই দণ্ড মস্তকে পতিত হইলে মুহূর্ত্ত মাত্রও জীবিত থাকে, এমন কেহও কিছুই নাই। এক্ষণে যদি এই দণ্ড পতিত হইলে এই রাক্ষস মরে, তাহা হইলে উভয়পক্ষেই আমার বাক্য মিথ্যা হয়। অতএব লঙ্কেশ্বরের প্রতি যে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছ, তাহা নিবর্ত্তন কর; যদি লোকস্থিতি রক্ষা করা তোমার উচিত হয়, তাহা হইলে আমার বাক্য মিথ্যা করিও না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা যম উত্তর করিলেন, এই আমি দণ্ড প্রতিসংহার করিলাম; আপনিই আমাদিগের প্রভু। কিন্তু বরপ্রদানহেতু যদি আমি আজ এই নিশাচরকে সংহার করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে এই যুদ্ধে কি প্রতিকারই বা করিতে পারি। অতএব এই রাক্ষসের দৃষ্টিপথ হইতে অন্তর্হিত হওয়াই কর্ত্তব্য। এই বলিয়া তিনি রথ ও অশ্বের সহিত

সেইস্থান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন। তখন দশানন যমকে জয় করিয়া আপনার নাম ঘোষণা করত পুষ্পকারোহণ পূর্ব্বক যম-ভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। ধর্ম্মরাজ এবং তাঁহার সমভি-ব্যাহারে দেবর্ষি নারদও ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত আনন্দিত-চিত্তে দেবলোকে গমন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

দেবশ্রেষ্ঠ যমকে জয় করিয়া রাবণ যুদ্ধের শ্লাঘা করিতে করিতে নিজ অনুচরবর্গকে দেখিতে পাইলেন। রাক্ষসগণ রুধিরসিক্তাঙ্গ ও বহুপ্রহারে জর্জ্জরীকৃত রাবণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইল। অনন্তর মারীচাদি অমাত্যগণ জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া সকলেই পুষ্পকে আরোহণ করিল, দশানন তাহাদিগের ভয় সান্ত্বনা করি-লেন।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বরুণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত, দৈত্য ও উরগ-দিগের বাসস্থান রসাতলে গমন করিবার নিমিত্ত সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বাসুকিপালিতা ভোগবতী নগরীতে গমন পূর্ব্বক নাগলোক বশীভূত করত আনন্দিত হইয়া মণিময়ী পুরীতে যাত্রা করিলেন। ঐ পুরীতে নিবাতকবচ নামে বরপ্রাপ্ত দৈত্যগণ বাস করে, রাক্ষসেরা তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল। তখন সেই সুবিক্রমশালী রণদুর্ম্মদ দৈত্যেরা সকলেই বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। অনন্তর দৈত্য ও রাক্ষসগণ শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পাটিশ, অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে উভয় পক্ষে কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল যুদ্ধ হইল। কোনপক্ষেই জয় পরাজয় হইল না। অনন্তর ত্রিলোকের গতি অব্যয় পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া

তথায় উপস্থিত হইলেন; এবং নিবাতকবচদিগের সমরব্যাপার নিবারণ করিয়া বৃদ্ধ পিতামহ বুঝাইয়া কহিলেন, সুরাসুর কেহই এই রাবণকে সমরে পরাজয় করিতে পারিবে না; দেবদানবগণ তোমাদিগকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। অতএব এই রাক্ষসের সহিত তোমাদিগের মিত্রতা করাই কর্ত্তব্য। মিত্রদিগের সকল বিষয়েই পরস্পর সমান অধিকার হইয়া থাকে সন্দেহ নাই।

অনন্তর রাবণ ঐ স্থানে অগ্নিসাক্ষী করত নিবাতকবচদিগের সহিত মিত্রতা করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন। তাহারাও তাঁহার সমুচিত সম্বর্দ্ধনা করিল। এইরূপ সমাদরে রাবণ তথায় নিজ-নগরীর ন্যায় পরম সুখে আরও এক বৎসর বাস করিলেন। ঐ সময় বন্ধুভাবে আনুগত্য করিয়া দশানন এক শত মায়া প্রাপ্ত হইলেন।

তথা হইতে বিদায় হইয়া লঙ্কেশ্বর বরুণরাজের নগরী অন্বেষণার্থ রসাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর কালকেয়দিগের বাসস্থান অশ্মনগরে উপস্থিত হইয়া বলদর্পিত কালকেয়দিগকে বিনাশ করিয়া সমরে লেলিহানজিহ্ব বলদর্পিত শূর্পণখার পতি শ্যালক বিদ্যুজ্জিহ্ব দানবকে অসি দ্বারা ছেদন করিলেন। তাহাকে বিনাশ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই চতুঃশত দানবকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

তদনন্তর রাক্ষসরাজ শুভ্রমেঘসঙ্কাশ কৈলাসসদৃশ সমুজ্জ্বল দিব্য বরুণালয় দেখিতে পাইলেন। সেই স্থানে সুরভি গাভী অবস্থিতি করিতেছেন, উঁহার স্তন হইতে নিরন্তর দুগ্ধ ধারা নিঃসৃত হইতেছে। ঐ দুগ্ধের ধারা হইতেই ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষীরোদ হইতেই আবার শীতরশ্মি চন্দ্রমা উত্থিত হইয়াছেন; ফেনপায়ী পরমর্ষিগণ এই ক্ষীরোদকেই অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। অমৃত ও সুধাভোজীদিগের স্বধাও ক্ষীরোদ হইতে উৎপন্ন। যাঁহার ক্ষীর ধারা

হইতে ঈদৃশ ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হইয়াছে; যিনি সকলের জননী; ত্রিলোক যাঁহাকে সুরভি বলিয়া জানে; রাবণ সেই পরম অদ্ভুত গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহুবিধ সৈন্যে সুরক্ষিত ভয়ংকর বরুণপুরে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, শারদাভ্র সদৃশ অপূর্ব্ব বরুণালয় শত শত জলধারায় সমাকীর্ণ, এবং উহার অধিবাসীবর্গ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট।

অনন্তর বরুণের বলাধ্যক্ষগণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে দশানন তাহাদিগকে সংহার করিয়া যোদ্ধাদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র তোমাদিগের রাজাকে যাইয়া বল গে, রাবণ সমরপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ দান কর; অথবা কৃতাঞ্জলিপুটে আসিয়া বল যে পরাজিত হইয়াছি। তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয়ই নাই।

রাম! ইতিমধ্যে মহাত্মা বরুণের নবোদিতভাস্করকান্তি সমরবিশারদ পুত্র ও পৌত্রগণ কুপিত হইয়া স্ব স্ব সৈন্যসমভিব্যাহারে কামগামী রথ সকল যোজনা করিয়া তাঁহাদিগের বলাধ্যক্ষ গো আর পুষ্করের সহিত সমরের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া আসিলেন।

অনন্তর জলাধিপতির পুত্রগণ ও ধীমান্ রাবণের লোমাঞ্চজনক দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। নিশাচর দশগ্রীবের মহাবীর্য্যশালী অমাত্যগণ ক্ষণকালমধ্যেই বরুণের তাদৃশ মহতী সেনা সংহার করিল। তখন নিজসৈন্যদিগকে বিনষ্ট দর্শন করিয়া এবং শরজালে নিপীড়িত হইয়া বরুণের পুত্রগণ ক্ষণকালের জন্য সংগ্রাম হইতে বিরত হইলেন। তাঁহারা এতক্ষণ ভূতলে থাকিয়াই সমর করিতেছিলেন, আর রাবণের অমাত্যগণ আকাশস্থিত পুষ্পকের উপর হইতে শর বর্ষণ করিতেছিল। অতএব বিবেচনা করিয়া এক্ষণে তাঁহারাও শীঘ্রগামী রথারোহণে আকাশে উত্থিত হইলেন। অনন্তর তুল্য স্থান পাইয়া দেব ও দানবের ন্যায় উভয় পক্ষের তুমুল আকাশযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরে বরুণপুত্রগণ পাবকসঙ্কাশ শরনিকর দ্বারা রাবণকে সংগ্রামে বিমুখ

করিয়া আনন্দে বিবিধ শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন রাজাকে বিমুখীকৃত দর্শন করত কুপিত হইয়া মহোদর মৃত্যুশঙ্কা পরিহার পূর্ব্বক রণাকাঙ্ক্ষায় দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে সে রণ-স্থলে বরুণপুত্রদিগের পবনোপম কামগামী রথসকলে গদা প্রহার করিল। গদাহত হইয়া রথ সকল ভূতলে পতিত হইল; মহাত্মা বরুণের বীরপুত্রগণ রথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আকাশতলেই দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; স্ব স্ব মাহাত্ম্য-বশতঃ পতিত হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা কুপিত হইয়া ধনুকে জ্যারোপণ পূর্ব্বক প্রথমতঃ মহোদরকে বিদ্ধ করিলেন, পশ্চাৎ সকলে একত্রিত হইয়া রাবণকে বেষ্টন করিলেন। মেঘ সকল যেমন ধারা সহস্র দ্বারা মহাগিরিকে বিদ্ধ করে, তাঁহারা তেমনি রোষভরে চাপবিনির্ম্মুক্ত বজ্রসংকল্প সুদারুণ বাণ সমূহ দ্বারা রাবণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দশানন অতি প্রবৃদ্ধ কালাগ্নির ন্যায় কুপিত হইয়া ঘোর শরবর্ষণ করত বরুণপুত্রদিগের মর্ম্মস্থান সকল ভেদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকের উপরিভাগে থাকিয়া দুর্দ্ধর্ষ রাক্ষসরাজ বিবিধ বিচিত্র মুষল, শত শত ভল্ল, পট্টিশ, শক্তি ও প্রকাণ্ড শতঘ্নী সকল নিক্ষেপ করিলেন। মহাপঙ্কপতিত পূর্ণ-বয়স্ক হস্তীর ন্যায় সেই শস্ত্রবর্ষণেই পাদযোধী বরুণপুত্রগণ সহসা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অবসন্ন ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছেন, দর্শন করিয়া মহাবল রাবণ আনন্দে মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উপর্য্যুপরি গর্জ্জন করিয়া নিশা-চর দশগ্রীব, ধারাপাত দ্বারা মেঘের ন্যায়, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র বর্ষণ দ্বারা বরুণপুত্রদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন। অব-শেষে তাঁহারা সকলেই পরাঙ্মুখ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন, অনুচরবর্গ সত্বর তাঁহাদিগকে লইয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। এই সময় দশানন তাহাদিগকে কহিলেন, বরুণকে যাইয়া সংবাদ দাও। তখন বরুণের প্রহাসনামক মন্ত্রী রাবণকে

কহিলেন, আপনি যাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন, সেই মহারাজ জলাধিপতি বরুণ সঙ্গীত শ্রবণার্থ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব বীর! যখন রাজা উপস্থিত নাই, তখন আর আপনার বৃথা শ্রম করিবার প্রয়োজন কি? যে বীর কুমার সকল উপস্থিত আছেন, তাঁহারা ত পরাজিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ নিজ নাম ঘোষণা করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বরুণালয় হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাবণ আকাশপথে লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

—[ঃ]—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর দশানন অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার অশ্মনগরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে দশগ্রীব তথায় এক পরম সমুজ্জ্বল ভবন দেখিতে পাইলেন। উহা মুক্তাজালে বিভূষিত; উহার শত শত তোরণ বৈদূর্য্য ও শুদ্ধ স্বুবর্ণে বিনির্ম্মিত এবং সর্ব্বত্রেই বেদিকা। ঐ মহেন্দ্রভবনসদৃশ ভবনের কিঙ্কিণীজালবেষ্টিত সোপানশ্রেণী বজ্র ও স্ফটিক নির্ম্মিত; এবং উহার মধ্যে বিস্তর উৎকৃষ্ট আসন সকল স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ মনোহর উৎকৃষ্ট ভবন দর্শন করিয়া প্রতাপশালী দশানন ভাবিলেন, মেরুমন্দর সদৃশ এই ভবন কাহার? এবং কহিলেন, প্রহস্ত! যাও জানিয়া আইস এই ভবন কাহার। এই কথা শুনিয়া প্রহস্ত ঐ উৎকৃষ্ট ভবনমধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু দেখিল, তথায় জনপ্রাণীও নাই। তৎপর দ্বিতীয় কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে একে একে সপ্তম কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সে এক পাবকশিখা দেখিতে পাইল। তাহার পর এক পুরুষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র ঐ পুরুষ হৃষ্ট হইয়া উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রহস্তের দেহ

লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে আরও দেখিল, পাবকজ্বালামধ্যে এক হেমপদ্মের মাল্যধারী পুরুষ সাক্ষাৎ যমের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন; সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য; এই পুরুষকে দর্শন করিয়া প্রহস্ত হতজ্ঞান হইল।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া নিশাচর প্রহস্ত সত্বর ভবন মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া আসিল এবং রাবণকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিল। রাম! অনন্তর ভিন্নাঞ্জনরাশিসঙ্কাশ দশগ্রীব পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভবন মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন; অমনি এক চন্দ্রমৌলি প্রকাণ্ডকায় ভয়ানক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দ্বার রোধ করত দণ্ডায়মান হইলেন; তাঁহার জিহ্বা অগ্নিশিখাময়, চক্ষু রক্তবর্ণ, দশনপংক্তি সুন্দর; ওষ্ঠ বিম্বসদৃশ; গঠন মনোহর, নাসিকা ভীষণ; গ্রীবা কম্বুসদৃশ, হনুপ্রদেশ অত্যুন্নত; শ্মশ্রু নিবিড়; অস্থি সকল মাংস-নিহিত, এবং দংষ্ট্রা বৃহৎ, তাঁহাকে দর্শন করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তিনি লৌহ মুদ্গর হস্তে লইয়া দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণের কলেবর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল; এবং সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকিল। রাম! এইরূপ অনভীষ্ট দুর্নিমিত্ত সকল প্রত্যক্ষ করিয়া দশগ্রীব ভাবিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিতে থাকিলে, ঐ পুরুষই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নিশাচর! কি ভাবিতেছ বল; তোমার কোন শঙ্কা নাই। হে বীর রজনীচর! আমি তোমাকে যুদ্ধাতিথ্য প্রদান করিব। রাক্ষসকে এই কথা বলিয়া সেই পুরুষ পুনর্ব্বার কহিলেন, তুমি কি বলির সহিত যুদ্ধ করিবে, না তোমার আর কোন অভিপ্রায় আছে? পুরুষের এই কথা শুনিয়া রাবণের লোম সকল ঊর্দ্ধগত হইয়া উঠিল। অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রাবণ উত্তর করিলেন, হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ! এই গৃহে কোন্ ব্যক্তি বাস করেন, বল; আমি তাঁহারই সহিত যুদ্ধ করিব; অথবা তোমার যেরূপ অভিরুচি

হয়। তখন সেই পুরুষ তাঁহাকে পুনর্ব্বার বলিলেন, এই ভবন মধ্যে দানবরাজ বাস করেন। তিনি পরম উদারচিত্ত; শূর, অব্যর্থপরাক্রম, বীর, বহুগুণসম্পন্ন, পাশহস্ত যমের সদৃশ, নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, রণে অপরাঙ্মুখ, চণ্ডকোপ, দুর্জ্জয়, শত্রুবিজয়ী, গুণের সাগর, প্রিয়বাদী, আশ্রিতপ্রতিপালক নিয়ত গুরু ও বিপ্রপ্রিয়, কালবিৎ, মহাবলবান্, সত্যবাদী, সৌম্যমূর্ত্তি, দক্ষ, সর্ব্বগুণশালী, শূর ও বেদাধ্যয়নতৎপর। তিনি পাদচারে বিচরণ করেন, আবার বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হন, অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া থাকেন, সূর্য্যের ন্যায় তাপ দান করেন। দেব, পন্নগ, কি পতত্রী, কি অন্যান্য প্রাণী; তিনি স্বপ্নেও কাহাকে কখনও ভয় করেন না, তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে মহাবল রাক্ষসরাজ! যদি বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিরুচি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আসিয়া প্রবেশ কর, এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, আর বিলম্ব করিও না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশগ্রীব প্রবেশ পূর্ব্বক বলির সমীপে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ পাবকসদৃশ ও দিবাকরের ন্যায় দুঃপ্রেক্ষ্য বিশ্বরূপী দানবরাজ বলি লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখিয়াই উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাবাহো দশগ্রীব! আমি তোমার কোন কামনা পূর্ণ করিব বল। রাক্ষসরাজ! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি যথার্থ করিয়া বল।

বলির এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বদ্ধ করিয়াছেন; আমি আপনাকে মুক্ত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাবণ! তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ নিত্য দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই পুরাকালের সমস্ত দানবেন্দ্র ও অন্যান্য মহাবলশালী ব্যক্তিদিগকে পরাজয় করিয়া

ছিলেন। তিনিই আমাকেও বদ্ধ করিয়াছেন। তিনি দুরন্ত, তাঁহাকে অতিক্রম করা অসাধ্য। লোকে এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে? যিনি দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব ভূতের সংহার ও সৃষ্টিকর্ত্তা; তাঁহারই বশবর্ত্তী হইয়া সর্ব্বভূত স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি বিধাতা ও ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তুমি তাঁহাকে জান না, আমিও তাঁহাকে জানি না। তিনি ভূতভবিষ্যবর্ত্তমানস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান। তিনি কলি, এবং তিনিই সর্ব্বভূত সংহারকর্ত্তা কাল। তিনিই ত্রিলোকের সংহার ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনিই স্থাবর অস্থাবর সর্ব্বভূত সংহার, আবার তিনিই অনাদি অনন্ত জগৎ সংসার সৃষ্টি করেন। তিনি মহেশ্বর। নিশাচর! সেই লোকেশ্বরই যজ্ঞ, দান ও হোম সমস্ত বিধান ও পালন করিতেছেন। এতাদৃশ মহাভূতকে ত্রিভুবনে কেহই অবগত নহে। হে পৌলস্ত্য। তাঁহারে তুমিও জান না, আমিও জানি না, প্রাচীনেরাও কেহই জানিতেন না। রজ্জু দ্বারা পশুর ন্যায়, সেই মহাভূতই সকল ভূতকে চালন করিতেছেন। বৃত্র, দনু, শুক, শম্ভু নিশুম্ভ, শুম্ভ, কালনেমি প্রহ্লাদি, কুট বৈরোচন, মৃদু, যমল, অর্জ্জুন, কংশ, কৈটভ, ও মধু ইহারা সূর্য্যস্বরূপে তাপ দান করিতেন, জ্যোতিঃস্বরূপে দীপ্তি পাইতেন, বায়ু স্বরূপে প্রবাহিত হইতেন এবং ইন্দ্রস্বরূপে বর্ষণ করিতেন। সকলেই শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান ও সুকঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন। সকলেই অতি মহাত্মা ও যোগধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও যথান্যায়ে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সকলেই স্বপক্ষীয়দিগের প্রতিপালক ও বিপক্ষদিগের নাশকর্ত্তা ছিলেন। যুদ্ধকার্য্যে ত্রিলোকে তাঁহাদিগের সমান কেহই ছিলেন না। সকলেই শূর, আভিজাত্যসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ, সর্ব্ববিদ্যাবিৎ এবং সময়ে অপরাঙ্মুখ ছিলেন। সকল মহাত্মাই স্বর্গের রাজত্ব এবং যুদ্ধে সহস্র সহস্র বার সকল দেবতাকেই জয়

করিয়াছিলেন। সকলেই দেবগণের অপকারে সতত প্রবৃত্ত হইয়া স্বপক্ষীয়দিগকে পালন করিতেন। সকলেই দর্পে উন্মত্ত, সকলেই দাম্ভিক এবং সকলেই নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন। যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করে, কি উপায়ে তাহার বিনাশ হইবে, দেবতাদিগের অধীশ্বর ভগবান্ হরিই তাহা জানেন। হরিই এই জগৎপ্রপঞ্চপ্রকাশ, আবার হরিই ইহাকে সংহার করিয়া আপনি আপনাতেই অবস্থিতি করেন। উক্তবিধ কামরূপী মহাবল মহাত্মা দানবেন্দ্রগণ সকলেই সেই হরির হস্তেই নিহত হইয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, যে অপরাপর রণদুর্দ্ধর্ষ অজেয় মহাপ্রাণিদিগের কথা শ্রবণ করা যায়, সেই কৃতান্তরূপী হরিই তাহাদিগের ও সকলকেই সংহার করিয়াছেন।

এই কথা কহিয়া দানবরাজ রাক্ষসরাজকে কহিলেন, বীর! ঐ যে প্রদীপ্তপাবকসঙ্কাশ কুণ্ডল দেখিতেছ, অগ্রে তুমি ঐ কুণ্ডল আমার নিকট লইয়া আইস। হে মহাবলশালিন্! পশ্চাৎ আমায় কিসে মুক্তি হইতে পারিবে আমি তোমায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব। হে মহাবাহো! আমি তোমাকে যাহা বলিলাম কর; রাবণ! বিলম্ব করিও না। হে রঘুনন্দন! মহাবল নিশাচর রাবণ এই কথা শ্রবণ পূর্ব্বক হাস্য করিয়া গমন করিলেন, এবং যেস্থানে ঐ মহৎ দিব্য কুণ্ডল ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলদর্পিত রাবণ অনাস্থা প্রদর্শন পূর্ব্বক কুণ্ডল আকর্ষণ করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারে উহা চালিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাহাতে লজ্জিত হইয়া মহাবল দশগ্রীব পুনর্ব্বার যত্নসহকারে আকর্ষণ করিয়া যেমন উৎপাটন করিলেন, অমনি ছিন্নমূল সাল বৃক্ষের ন্যায় পতিত ও রুধিরপ্রবাহে প্লাবিত হইলেন। এই সময়ে পুষ্পকে রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন। অনন্তর নিশাচর রাবণ মুহূর্ত্তমধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া উত্থান পূর্ব্বক লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তখন বলি তাঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! নিকটে

আসিয়া আমি যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বীর! তুমি যে মণিভূষিত কুণ্ডল উত্তোলন করিলে, উহা আমার পূর্ব্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুর কর্ণভূষণ ছিল। তিনি যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎকালে এই কুণ্ডল এই স্থানে পতিত হইয়াছিল; আর এক মণি এই পর্ব্বতসানুতে নিপতিত হইয়াছিল। কুণ্ডলের পশ্চাৎ তাঁহার মুকুটও বেদীসমীপে ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার যম, কি মৃত্যু, কি ব্যাধি, কি প্রাণহানিজনক অন্য কোন পদার্থই ছিল না। দিবা, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, কি প্রত্যূষ, কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু ছিল না; আর্দ্র, কি শুষ্ক পদার্থ, কি কোনরূপ শস্ত্রেও তাঁহার প্রাণনাশ সাধিত হইত না। রাক্ষসেশ্বর! তিনি অবশেষে প্রহ্লাদের সহিত দারুণ বিবাদ করিলেন। পুরুষপ্রধান মহাত্মা বীর প্রহ্লাদের সহিত তাঁহার বিবাদ হইলে পর, নৃসিংহাকৃতি এক সর্ব্বলোকভয়ংকর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই গম্ভীরমূর্ত্তি দারুণ নৃসিংহ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে সর্ব্ব জগৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে দুই বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া নখাঘাতে তাঁহার জীবন বিনাশ করিলেন। সেই পুরুষই দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনিই নিরঞ্জন বাসুদেব। আমি সেই দেবাদিদেবের কথা বলিতেছি, যদি তোমার চিত্তে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে পরম ভক্তিসহকারে শ্রবণ কর। যে পুরুষ দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সহস্র সহস্র বৎসরে সহস্র ইন্দ্র, অযুত দেবতা, ও শত শত পরমর্ষিকে বশবর্ত্তী করিয়াছেন।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, সর্প ও বৃশ্চিক সকল যাঁহার লোম, যাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ ও বেগ অতি প্রচণ্ড, যিনি সর্ব্বপ্রাণীর ভয়ংকর ও আদিত্যের ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য। যিনি কখনই সমরে পরাঙ্মুখ হন না; এবং যিনি সকল পাপীর শাসনকর্ত্তা, আমি সেই ভীষণদংষ্ট্র উর্দ্ধরোমা স্থূল অগ্নিশিখোদ্-

ধারী ভয়ানকমূর্ত্তি পাশহস্ত মৃত্যুসহচর প্রেতাধিপতি যমকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে যুদ্ধে-পরাজয়ও করিয়াছি। হে দানবরাজ! তৎকালে আমার কোন ভয় বা ব্যথাই হয় নাই। আপনি যে পুরুষের কথা কহিতেছেন, কই আমি ত তাহাকে জানি না; অতএব আপনি বিশেষ করিয়া বলুন।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচননন্দন বলি কহিলেন, এই পুরুষ ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্ত্তা প্রভু নারায়ণ হরি। ইনি অনন্ত, কপিল, জিষ্ণু ও মহাদ্যুতি নরসিংহ। ইনি ক্রতুধামা, সুধামা ও ভয়ঙ্কর পাশহস্ত। ইনি দ্বাদশ আদিত্য সদৃশ পুরাণ পুরুষোত্তম। ইনি নীলমেঘসঙ্কাশ সুরশ্রেষ্ঠ সুরাধিপতি। হে মহাবাহো! ইনি জ্বালামালী, যোগী ও ভক্তজনপ্রিয়। এই প্রভুই সর্ব্বলোক সৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন; আবার ইনিই কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন। ইনিই যজ্ঞ, ইনিই যাজ্য এবং ইনিই চক্রায়ুধধর হরি। ইনি সর্ব্বদেবময়, সর্ব্বভূতময়, সর্ব্বলোকময়, সর্ব্বজ্ঞানময়, সর্ব্বরূপী, মহাভুজ, বলদেব, বীরহা, বীরচক্ষুষ্মান্, ত্রৈলোক্যগুরু এবং অব্যয়। মোক্ষাকাঙ্ক্ষী মুনিগণ সকলে ইঁহাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি এই পুরুষকে জানিয়াছেন, তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না। ইঁহাকে স্মরণ, ইঁহাকে শ্রবণ এবং ইঁহার আরাধনা করিলে, ইঁহা হইতে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

বলির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রাবণের লোচন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। অনন্তর মহাবল রাবণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া সেই মহাপুরুষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন। তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া মুষলধারী প্রভু নারায়ণ মনে ভাবিলেন, ব্রহ্মার প্রিয়সাধনার্থ এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না। রাম! এইরূপ ভাবিয়া তিনি স্বীয় রূপ প্রকাশ করত অন্তর্দ্ধান হইলেন। রজনীচর রাবণ আর সে স্থানে সে পুরুষকে দেখিতে পাইলেন না। তখন তিনি উচ্চৈ আনন্দধ্বনি করিয়া পাতাল হইতে বহি-

গত হইলেন। যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথেই নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

পঞ্চবিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর চিন্তা করিয়া সূর্য্যালোকে গমন করিলেন। সুমেরুর মনোরম প্রধান শৃঙ্গে রাত্রি যাপন করিয়া অবাধ আকাশে অবস্থিত সূর্য্যাশ্বসদৃশ দ্রুতগামী দিব্য পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ গতিতে সূর্য্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় দিব্যকাঞ্চনকেয়ূরধারী, রক্তাম্বরবিভূষিত সর্ব্বপাবন সর্ব্বতেজোময় দেব দিবাকর অবস্থিতি করিতেছেন। দিব্যকুণ্ডলযুগলে তাঁহার বদনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত। তিনি কেয়ূর ও নিষ্কাভরণ এবং রক্ত পদ্মের মালা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তচন্দনে অনুলিপ্ত। তিনি সহস্র কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন। রাক্ষসরাজ সেই অনাদি, অনন্ত, অমধ্য, উচ্চৈঃশ্রবাবাহন, দেবশ্রেষ্ঠ আদিদেব, লোকসাক্ষী, জগৎপতি আদিত্যকে দর্শন করিয়া তাঁহার তেজোবলে নিপীড়িত হইয়া প্রহস্তকে কহিলেন, হে অমাত্য! তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে যাইয়া সূর্য্যকে আমার এই আদেশ জ্ঞাপন কর, যে রাবণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ দান কর, না হয়, বল যে আমি পরাজিত; এই উভয় পক্ষের এক পক্ষ অবলম্বন কর।

রাবণের বাক্যক্রমে রাক্ষস প্রহস্ত সূর্য্যের সমীপে গমন করিল; দেখিল পিঙ্গল ও দণ্ডীনামে দুই দ্বারপাল দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছে। প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া তেজঃপ্রভায় প্রদীপিত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর দণ্ডী রবির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক সম্বাদ প্রদান করিল। ধীমান্ সূর্য্যদেব দণ্ডীর মুখে রাবণের

বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া বিবেচনা পূর্ব্বক কহিলেন, দণ্ডিন্! তুমি যাইয়া হয় রাবণকে জয় কর, না হয় বল যে আমি পরাজিত হই-য়াছি। কালোচিত বোধে তোমার ঐ নিশাচরসম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ হইবে, তাহাই করিবে।

সূর্য্যের আদেশক্রমে দণ্ডী মহাবল লঙ্কেশ্বরের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে সূর্য্যের বাক্য জ্ঞাপন করিল। রাক্ষসরাজ দশানন দণ্ডীর মুখে সূর্য্যের বাক্য শ্রবণ করত নিজ বিজয় ঘোষণা করিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হইলেন।

— (:) —

ষড়বিংশ সর্গ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর মনোরম মেরুশৃঙ্গে রজনীযাপন করিয়া চিন্তা পূর্ব্বক সোমলোকে যাত্রা করিলেন। যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, এক দিব্যমাল্যধারী দিব্যানুলেপনমণ্ডিত দিব্যপুরুষ-প্রধান প্রধান অপ্সরোগণে পরিসেবিত হইয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন। তিনি রতিশ্রমে অপ্সরোদিগের ক্রোড়ে তন্দ্রিত হইয়া তাহাদিগের চুম্বনে প্রবোধিত হইতেছেন। অনন্তর রাবণ ঐ স্থানে দেবর্ষি পর্ব্বতকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, দেবর্ষে! আপনকার মঙ্গল ত? যাহা হউক্ আপনি আবশ্যক সময়েই উপস্থিত হইয়াছেন। এই যে ব্যক্তি অপ্সরোগণে পরিবৃত হইয়া নির্লজ্জের ন্যায় গমন করিতেছে, এবং উপস্থিত ভয় বুঝিতে পারিতেছে না, এই ব্যক্তি কে? রাবণের এই কথা শুনিয়া পর্ব্বত উত্তর করিলেন, হে বৎস মহামতে! প্রকৃত কথা বলি-তেছি শ্রবণ কর। এই ব্যক্তি ব্রহ্মাকে তুষ্ট ও সর্ব্বলোক উপা-র্জ্জন করিয়াছেন। এক্ষণে ইনি সুখময় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতেছেন। রাক্ষসরাজ! তুমি যেমন তপোবলে বিবিধ পুণ্যলোক উপার্জ্জন করিয়াছ, এই পুণ্যকৃৎ ব্যক্তিও সেইরূপ সোমপান করিয়া কর্ম্মোপার্জ্জিত পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন।

রাক্ষসশার্দ্দূল! তুমি বীর এবং তোমার পরাক্রম অব্যর্থ; বলবান্ ব্যক্তিগণ ঈদৃশ পুণ্যাত্মাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। অনন্তর রাবণ এক মহাকায় মহাবেগসম্পন্ন রথ দেখিতে পাইলেন। ঐ রথ স্বীয় প্রভায় যেন জ্বলিতেছিল, এবং ভিতরে গভীর বাদিত্রের শব্দ হইতেছিল। তখন দশানন ঋষিকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেবর্ষে! কে ঐ সমুজ্জ্বল কান্তি মহাদ্যুতি পুরুষ সুমধুর গান ও নৃত্যকারী কিন্নরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেছেন। তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম পর্ব্বত কহিলেন, এই ব্যক্তি শূর ও যোদ্ধা; সংগ্রামে ইনি কখনই পরাঙ্মুখ হন নাই। এই রণবিজয়ী কৃতী শূর পুরুষশ্রেষ্ঠ এক্ষণে প্রভুর জন্য সমরে প্রবৃত্ত ও বিবিধ প্রহারে জর্জ্জরীকৃত হইয়া যুদ্ধে অনেকের প্রাণ সংহার করিয়াছেন; অবশেষে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত যুদ্ধে জীবন বিসর্জ্জন পূর্ব্বক ইন্দ্রালয়ে বা অন্য কোন পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন; কিন্নরাদিগণ সকল নৃত্যগীতাদি দ্বারা এই নরশ্রেষ্ঠের পরিচর্য্যা করিতেছে। রাবণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, সূর্য্যসন্নিভ আবার কোন্ ব্যক্তি গমন করিতেছেন? রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত উত্তর করিলেন, রাজন্! ঐ যে সর্ব্বসুবর্ণময় বিমানে বিচিত্রবাসা বিচিত্রভূষণধারী চন্দ্রানন পুরুষ দৃষ্ট হইতেছেন, মহারাজ! উনি সুবর্ণদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে অসীমকান্তি ধারণ পূর্ব্বক শীঘ্রগামী বিমানযোগে গমন করিতেছেন। পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে ঋষিসত্তম! এই যে সকল রাজা গমন করিতেছেন, আপনি বলুন, আমি আজ যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছি, ইহার মধ্যে কোন্ রাজা আমাকে যুদ্ধ দান করিতে পারিবেন। হে ধর্ম্মজ্ঞ! আপনি ধর্ম্মানুসারে আমার পিতৃস্বরূপ, অতএব আপনি তাদৃশ ব্যক্তিকে বলিয়া দিউন। রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পর্ব্বত উত্তর করিলেন, মহারাজ! এই সকল রাজা স্বর্গার্থী, যুদ্ধার্থী নহেন। যে ব্যক্তি আপনাকে যুদ্ধদান করিতে পারিবেন বলিতেছি শ্রবণ

কর। মান্ধাতা নামে বিখ্যাত যে সপ্তদ্বীপেশ্বর মহাবল মহারাজ, তিনিই তোমায় যুদ্ধ দান করিবেন। পর্ব্বতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে সুব্রত! আপনি আমাকে বলুন, সেই রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ যেখানে, আমি এখনি সেই খানেই যাইব। রাবণের বাক্য শুনিয়া পর্ব্বত মুনি উত্তর করিলেন, যুবনাশ্বের পুত্র আসমুদ্র পৃথিবীর জেতা রাজশ্রেষ্ঠ মান্ধাতাও এখনি এই স্থানে আগমন করিবেন। বলিতে বলিতেই ত্রিলোকমধ্যে বরলাভদর্পিত মহাবাহু রাবণ দেখিতে পাইলেন, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর মহাবীর নরোত্তম অযোধ্যাধিপতি দিব্যগন্ধ ও মাল্যানুলেপন ধারণ পূর্ব্বক অনুপম রূপে দীপ্তিমান্ হইয়া ইন্দ্রের বিমান সদৃশ ভাস্বর বিচিত্র কাঞ্চনবিমানারোহণে গমন করিতেছেন। দেখিয়াই দশগ্রীব তাঁহাকে কহিলেন, আমাকে যুদ্ধ দান কর। এই কথা শুনিয়া রাজা মান্ধাতা হাস্য পূর্ব্বক দশাননকে কহিলেন, নিশাচর! যদি জীবন তোমার অভীষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ কর। মান্ধাতার কথা শুনিয়া রাবণ কহিলেন, তুমি ত মানুষ; যে রাবণ বরুণ, কুবের ও যমের সহিত সমর করিয়া ব্যথিত হয় নাই, সে তোমাকে ভয় করিবে কেন? এই কথা কহিয়া রাক্ষসরাজ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া রণদুর্ম্মদ রাক্ষসদিগকে সংগ্রামার্থ আদেশ করিলেন। অনন্তর দুরাত্মা রাবণের রণবিশারদ অমাত্যগণ কুপিত হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন বলশালী রাজা মান্ধাতা শিলাশাণিত কঙ্কপত্র বাণগণ দ্বারা প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন প্রভৃতিকে আঘাত করিলেন। অনন্তর প্রহস্ত বাণবর্ষণ করিয়া নৃপতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; কিন্তু বাণ সকল নিকটে না আসিতে আসিতেই রাজসত্তম মান্ধাতা সমস্ত ছেদন করিলেন। অগ্নি কর্ত্তৃক তৃণরাশির ন্যায়, মান্ধাতা কর্ত্তৃক রাক্ষসসৈন্য শত শত ভুষুণ্ডী, ভল্ল ভিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর নৃপবর অধিকতর কুপিত হইয়া, কার্ত্তিকেয় যেমন ক্রৌঞ্চপর্ব্বতকে, প্রহস্তকে তেমনি পঞ্চ মহাবেগসম্পন্ন তোমর দ্বারা বিদ্ধ করিলেন। তাহার পর সাক্ষাৎ যমোপম এক মুদ্গর বারম্বার ঘূর্ণন করিয়া তিনি রাবণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন; মুদ্গর মহাবেগে যাইয়া বজ্রের ন্যায় রাবণের রথোপরি পতিত হইল এবং ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় রাবণকে রথ হইতে নিপাতিত করিল। তখন পূর্ণচন্দ্রসঙ্গমে লবণসাগরের জলপ্রবাহের ন্যায় রাজা মান্ধাতার হর্ষ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। অনন্তর সমস্ত রাক্ষসসৈন্য হতজ্ঞান হইয়া হাহাকার করিয়া উঠিল। এবং রাক্ষসরাজের চতুর্দ্দিক বেষ্টন পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণের পর চেতনা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া লঙ্কেশ্বর লোকরাবণ রাবণ মান্ধাতার কলেবর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাহাতে রাজা মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মূর্চ্ছাপন্ন দর্শন করিয়া মহাবল রাক্ষসগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বিবিধ বাক্য ও ভাবভঙ্গিতে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল। এদিকে মুহূর্ত্ত মধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া নৃপতি মান্ধাতা দেখিলেন, অমাত্য বর্গ ও নিশাচরগণ শত্রুর পূজা করিতেছে। দেখিয়াই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং চন্দ্রার্কসদৃশ কান্তি ধারণ পূর্ব্বক মহাশরজাল বর্ষণ করিয়া রাক্ষসসৈন্য ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার শরাসনের ও বাণের শব্দে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য সাগরের ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল। এইরূপে নররাক্ষসের তুমুল সমর হইতে লাগিল। অনন্তর নররাজ ও রাক্ষসরাজ বীরাসনে অবস্থিত হইয়া শরাসন ও খড়্গ হস্তে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন। মান্ধাতা রাবণকে ও রাবণ মান্ধাতাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়েই মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন। পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া উভয়েই প্রহারে ক্ষতবিক্ষত হইয়া পড়িলেন। রাবণ কার্ম্মুকে রৌদ্রাস্ত্র সন্ধান করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। রাজা মান্ধাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ঐ অস্ত্র নিবারণ করি-

লেন। দশগ্রীব গান্ধর্ব্বাস্ত্র নিক্ষেপ এবং মান্ধাতা বারুণাস্ত্র দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন। অবশেষে মান্ধাতা সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর ব্রহ্মাস্ত্র গ্রহণ করিলেন। রাবণও তপস্যা দ্বারা আরাধিত রুদ্র-দেবের বরলব্ধ ত্রিলোকভয়ংকর দিব্য পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। ত্রিলোকের ভয়জনক ঐ ঘোররূপ মহাস্ত্র দর্শন করিয়া, চরাচর সমস্ত ভূত ত্রস্ত হইয়া উঠিল। সচরাচর ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতে লাগিল; দেবতারাও সকলে কম্পিত হইতে থাকিলেন। নাগলোক সমস্ত লুক্কায়িত হইল।

অনন্তর ধ্যানযোগে দেখিতে পাইয়া মুনিশার্দ্দূল পুলস্ত্য ও গালব উভয়ে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া তিরস্কার পূর্ব্বক রাজসত্তম মান্ধাতা ও রাক্ষসরাজ রাবণকে নিবারণ করিলেন। তখন মান্ধাতা ও রাবণ পরস্পর মিত্রতা সংস্থাপন পূর্ব্বক আনন্দিত হইয়া, যিনি যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সেই পথেই প্রস্থান করিলেন।

—:০:—

সপ্তবিংশ সর্গ।

মহর্ষিদ্বয় প্রস্থান করিলে পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ বায়ু-মার্গের প্রথম অংশ দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিলেন। এই স্থানে সর্ব্বগুণান্বিত হংসগণ বাস করে। তাহার পর তিনি দ্বিতীয় অংশে আরোহণ করিলেন; উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই স্থানে ত্রিবিধ মেঘ এবং ত্রিবিধ আগ্নেয় ও ব্রাহ্ম পক্ষী সকল একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করে। অনন্তর দশানন দ্বিতীয় হইতে তৃতীয় অংশে আরোহণ করিলেন, উহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন, মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণ এই স্থানে বাস করেন। সত্বর তৃতীয় কক্ষা অতিক্রম পূর্ব্বক রাক্ষসরাজ চতুর্থ কক্ষায় আরোহণ করিলেন; ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় বসতি করে। অনন্তর দশানন সত্বর পঞ্চম কক্ষায় আরোহণ

করিলেন, উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই কক্ষায় সরিদ্বরা গঙ্গা প্রবাহিত হইতেছেন; এবং কুমুদাদি কুঞ্জরগণও এই কক্ষায় বাস করে। এই সকল কুঞ্জরই জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা গঙ্গাতোয়ে ক্রীড়াশীকর সকল পরিত্যাগ করে। তদনন্তর ঐ সকল শীকর রবিকিরণযোগে পরিভ্রষ্ট ও বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধীকৃত হইয়া পুণ্যজলরূপে পতিত হয় এবং হিমও বর্ষণ করে। রাঘব! রাবণ এই পঞ্চম বায়ুকক্ষা অতিক্রম পূর্ব্বক ষষ্ঠ কক্ষায় আরোহণ করিলেন। উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। গরুড় জ্ঞাতি ও বান্ধবগণে পূজিত হইয়া ঐ কক্ষায় বাস করে। এই দশ সহস্র যোজনের ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া দশানন সপ্তম কক্ষায় আরোহণ করিলেন; ঐ স্থানে সপ্তর্ষিগণ বাস করেন। তদনন্তর পুনর্ব্বার দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া দশগ্রীব অষ্টম কক্ষায় উপস্থিত হইলেন। আকাশগঙ্গানামে বিখ্যাতা গঙ্গা এই কক্ষায় মহাশব্দে মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। বায়ু আদিত্যপথে এই আকাশগঙ্গাকে ধারণ করিয়া আছেন। অষ্টম কক্ষার পর চন্দ্রমাঃ অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ স্থানের পরিমাণ অশীতি সহস্র যোজন। ভগবান্ চন্দ্রমা গ্রহনক্ষত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া শত সহস্র কিরণ লোক সকল আলোকিত করিয়া সর্ব্বভূতের সুখসাধন করিতেছে।

দশাননকে দেখিয়াই চন্দ্রমা যেন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ শীতাগ্নি দ্বারা রাবণকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অমাত্যগণ শীতাগ্নিভয়ে পীড়িত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। তখন জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া প্রহস্ত রাবণকে কহিল, রাজন্! আমরা শীতে নিহত হইলাম; অতএব এস্থান হইতে আমাদিগকে নিবৃত্ত হইতে হইল। রাজন্! চন্দ্রের রশ্মিপ্রভাবে রাক্ষসেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছে, শীতাংশুর স্বভাবই এই যে তিনি দহনাত্মক। প্রহস্তের এই বাক্য

শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন। এবং শরাসন উদ্যত করিয়া বিস্ফারণ পূর্ব্বক নারাচসমূহ দ্বারা চন্দ্রমাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই সময় ব্রহ্মা সত্বর চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইয়া রাবণকে কহিলেন, সাক্ষাৎ বিশ্রবার পুত্র মহাবাহো দশগ্রীব! তুমি সত্বর এই স্থান হইতে গমন কর, সৌম্য! চন্দ্রমাকে পীড়ন করিও না। মহাদ্যুতি দ্বিজরাজ নিয়ত লোকের হিতার্থী আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি; প্রাণত্যাগ উপস্থিত হইলে, এই মন্ত্র তোমার অবলম্বন হইবে। যে ব্যক্তি নিত্য এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না। এই কথা শুনিয়া দশানন কৃতাঞ্জলিপুটে দেব কমলযোনিকে কহিলেন, হে লোকনাথ! হে মহাব্রত! হে দেব! হে ধার্ম্মিক! যদি আপনি আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে মন্ত্র প্রদান করুন। মহাভাগ। আমি ঐ মন্ত্র জপ করিয়া সকল দেবতারই ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব। হে দেবেশ। আমি আপনার প্রসাদে সমস্ত অসুর, দানব এবং পতত্রিদিগেরও অজেয় হইব, সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দশাননকে কহিলেন, রাক্ষসাধিপতে! তোমার প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলেই এই মন্ত্র জপ করিবে, নিত্য জপ করিবে না। রাক্ষসরাজ! অক্ষসূত্র গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিবে; জপ করিলেই তুমি অজেয় হইবে। কিন্তু জপ না করিলে তোমার সিদ্ধি হইবে না। মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর, মন্ত্র জপ করিলেই তুমি সমরে বিজয়লাভ করিতে পারিবে।—হে দেবদেবেশ! হে সুরাসুরনমস্কৃত! তোমাকে নমস্কার। হে ভূতভব্য! হে মহাদেব! হে হরিপিঙ্গললোচন! তুমি বালক অথচ বৃদ্ধরূপী; ব্যাঘ্রচর্ম্ম তোমার পরিধেয় ও উত্তরীয়। তুমি অর্চ্চনীয় দেবতা, তুমি ত্রৈলোক্যের প্রভু ও ঈশ্বর। তুমি হর, হরিতনেমী, যুগান্তাগ্নি ও বলদেব। তুমি গণেশ, তুমি লোকশম্ভু, তুমি লোকপাল, তুমি মহাভুজ।

তুমি মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্রী, মহেশ্বর। তুমি কাল, বলরূপী, নীলকণ্ঠ, মহোদর। তুমি দেবান্তক, তপোন্ত, পশুপতি ও অব্যয়। তুমি শূলপাণি, বৃষকেতু, নেতা, গোপ্তা, হর ও হরি। তুমি জটী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, কুলটী, মহাযশা, ভূতেশ্বর, গণাধ্যক্ষ, সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বভাবন, সর্ব্বগত, সর্ব্বহারী, স্রষ্টা ও অব্যয়গুরু। তুমি দেব, কমণ্ডলুধর, পিণাকী, ধূর্জ্জটির মাননীয়, চণ্ড, ওঁকার, বরিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, সামগাতা, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিযাত্র ও সুব্রত। তুমি ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণাবান্, পণববান্ ও তূণবান্। তুমি অমর ও বালসূর্য্যসদৃশ দর্শনীয়। তুমি শ্মশানবাসী ভগবান্ উমাপতি ও অনিন্দিত। তুমি ভগদেবের অক্ষিবিনিপাতক ও পূষার দশননাশন। তুমি জ্বরহর্ত্তা, পাশহস্ত, প্রলয় ও কাল। তুমি উল্কামুখ, অগ্নিকেতু, মুনি, দীপ্ত ও বিশাম্পতি। তুমি উন্মাদকারী ও বেপনকারী; তুমি চতুর্থ ও লোকসত্তম। তুমি বামন, বামনদেব ও প্রাক্‌প্রদক্ষিণ গমন। তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী, ত্রিজটী ও স্বয়ংকুটিল। তুমি ইন্দ্রের হস্তস্তম্ভনকর্ত্তা ও বসুদিগের স্তম্ভনকারী। তুমি ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধু ও মধুকর। তুমি বানস্পত্য, বাজসন ও নিয়ত সর্ব্বাশ্রমপূজিত। তুমি জগতের ধাতা ও কর্ত্তা। তুমি পুরুষ, শাশ্বত ও সত্য। তুমি ধর্ম্মাধ্যক্ষ, বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, ত্রিনেত্র, বহুরূপ ও অযুত সূর্য্যাভ। তুমি দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রচিহ্নিতজটাধারী। তুমি নর্ত্তক, লাসক, পূর্ণেন্দুসদৃশবক্ত্র, ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, সর্ব্বজীবময়, সর্ব্বভূতনিনাদী ও সর্ব্ববন্ধবিমোক্ষক। তুমি মোহন, বন্ধন ও সর্ব্বদা মহানিধন স্বরূপ। তুমি পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্ব্বহর, হরিশ্মশ্রু, ধনুর্দ্ধারী, ভীম ও ভীমপরাক্রম।

দশানন! আমি এই একশত অষ্টসংখ্যক পবিত্র পুণ্যনাম কীর্ত্তন করিলাম। ইহা সর্ব্বপাপহর, পুণ্যজনক ও রক্ষার্থীদিগের রক্ষাবিধাতা। জপ করিলে এই সকল নাম শত্রুবিনাশ করে।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

লোকপিতামহ কমলযোনি রাবণকে উক্তরূপ বর প্রদান করিয়া সত্বর ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। রাবণও বরপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে লোকরাবণ রাবণ অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে পশ্চিমসাগরে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ঐ সাগরের দ্বীপে এক পাবকপ্রতিম জাম্বূনদসমপ্রভ মহাপুরুষ একাকী অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আকার প্রলয়াগ্নির ন্যায় ভয়ংকর। দেবগণের মধ্যে যেমন মহাদেব, গ্রহদিগের মধ্যে যেমন দিবাকর, শরভদিগের মধ্যে যেমন সিংহ, হস্তিদিগের মধ্যে যেমন ঐরাবত, পর্ব্বত সকলের মধ্যে যেমন সুমেরু এবং বৃক্ষের মধ্যে যেমন পারিজাত, পুরুষের মধ্যে তেমনি সেই মহাবল পুরুষকে দর্শন করিয়া মহাবল দশগ্রীব কহিলেন, আমায় যুদ্ধ দান কর। তাঁহার লোচন সকল গ্রহমালার ন্যায় ঘুরিতে লাগিল; এবং দন্তসংদশন জন্য বজ্রের ন্যায় শব্দ হইয়া উঠিল। তিনি অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বিবিধ শব্দে গর্জ্জন করিতে করিতে ঐ লম্বহস্ত, ভীষণমূর্ত্তি, করালদংষ্ট্রাসম্পন্ন, বিকটাকার, কম্বুগ্রীব, বিশালবক্ষা, ভেকোদর, সিংহবদন, কৈলাসশিখরসঙ্কাশ, পদ্মসদৃশ রক্তিমচরণ, রক্ততালু, রক্তহস্ত, মহানাদসম্পন্ন, মহাকায়, মন ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী, করালরূপী, বদ্ধতূণীর, ঘণ্টানিবদ্ধচামরধারী, শিখাজালপরিব্যাপ্ত, কিঙ্কিণীজালের শব্দসঙ্কুল, কণ্ঠে লম্বমান পদ্মমালাধারী, সাক্ষাৎ ঋগ্বেদের ন্যায় শোভাসম্পন্ন; পদ্মমালাবিভূষিত, অঞ্জনগিরিসঙ্কাশ, সুবর্ণগিরিসদৃশপ্রভাসম্পন্ন মহাপুরুষকে উপর্য্যুপরি শূল, শক্তি, ঋষ্টি ও পট্টিশ সকল প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন শরক্ষুর আক্রমণে সিংহ, বৃষের আক্রমণে হস্তী, নাগেন্দ্রদিগের আক্রমণে সুমেরু এবং নদীর বেগে মহাসাগর বিচলিত হয় না,

মহাপুরুষ তেমনি প্রহারে কম্পিত না হইয়া দশাননকে কহিলেন, দুর্ম্মতে নিশাচর! তোমার যুদ্ধস্পৃহা নিবারণ করিব। রাম! রাবণের যে প্রকার সর্ব্বলোকভয়ঙ্কর বেগ ছিল; তাদৃশ সহস্র সহস্র বেগ ঐ পুরুষে বর্ত্তমান। জগতের সর্ব্বসিদ্ধির হেতুভূত ধর্ম্ম ও তপস্যা তাঁহার ঊরুযুগল; মন্মথ তাঁহার শিশ্ন, বিশ্বদেবগণ তাঁহার কটিদেশ, মরুদ্‌গণ তাঁহার বস্তির উভয় পার্শ্বে, অষ্টবসু তাঁহার মধ্যভাগে, সমুদ্র সকল তাঁহার কুক্ষিদেশে, দিক্ সকল তাঁহার পার্শ্বাদিভাগে, মারুত সমুদায় তাঁহার সন্ধিস্থল সকলে, ভগবান্ রুদ্র তাঁহার পৃষ্ঠে ও ব্রহ্মা তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিতি করিতেছেন। পিতৃগণ তাঁহার পৃষ্ঠ এবং পিতামহগণ তাঁহার হৃদয় আশ্রয় করিয়া আছেন। গোদান, ভূমিদান, সুবর্ণদান ও বরদানাদি পুণ্যকর্ম্ম সকল তাঁহার কক্ষলোম; এবং হিমালয় হেমকূট, মন্দর ও মেরু তাঁহার অস্থি। বজ্র তাঁহার করতল; ও আকাশ তাঁহার দেহ। সন্ধ্যা ও জলবাহী মেঘ সকল তাঁহার গ্রীবায়, ধাতা ও বিধাতা তাঁহার দুই বাহুতে অবস্থিতি করিতেছেন। অনন্ত, বাসুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কম্বল, অশ্বতর, কর্কোটক, ধনঞ্জয়, ঘোরবিষ তক্ষক ও উপতক্ষক, এই সকল বিষবীর্য্য দর্পধারী নাগ হস্তের নখ আশ্রয় করিয়া আছে। অগ্নি তাঁহার মুখ, রুদ্রগণ তাঁহার স্কন্ধে এবং পক্ষ, মাস, বৎসর ও ঋতু সকল তাঁহার দংষ্ট্রায়, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তাঁহার নাসারন্ধ্রে, এবং বায়ু সকল তাঁহার রন্ধ্রসমূহে অবস্থিতি করিতেছেন। বীণাপাণি দেবী সরস্বতী তাঁহার গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার দুই কর্ণ এবং সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার দুই নেত্র। রাম! নিখিল বেদাঙ্গ, যজ্ঞ, তারকাপুঞ্জ, সাধুবাক্য, তেজ ও তপস্যা, এই সকলও ঐ পুরুষের শরীর আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

অনন্তর এই পুরুষ অবলীলাক্রমে রাবণকে বজ্রহস্ত প্রহার করিলেন। হস্তপ্রহারে নিপীড়িত হইয়া দশানন তৎক্ষণমাত্রে ধরাতলে পতিত হইলেন। রাবণ পতিত হইল দেখিয়া ঋগ্বেদ-

প্রদীপ্ত, পর্ব্বতসন্নিভ, পদ্মমালাবিভূষিত ঐ মহাপুরুষ অন্যান্য রাক্ষসদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নিজবাসভবন পাতালতলে প্রবেশ করিলেন। অবিলম্বেই গাত্রোত্থান করিয়া দশগ্রীব অমাত্যবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন, হে প্রহস্ত! হে শুক সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণ! সেই পুরুষ অকস্মাৎ কোথায় গমন করিল, বল। রাবণের এই কথা শুনিয়া নিশাচরগণ উত্তর করিল, দেবদানবের দর্পহারী সেই নর পাতালতলে প্রবেশ করিয়াছে। এই কথা শ্রবণ করিয়াই দুর্ম্মতি দশানন বিক্রম-সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্পের প্রতি গরুড়ের ন্যায়, বেগে সত্বর বিলদ্বারে উপস্থিত হইলেন এবং নির্ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি নীলাঞ্জনচয়োপম, কেয়ূরধারী, শূর, রক্তমাল্য বিভূষিত, রক্তানুলেপনে অনুলিপ্ত, বিবিধ স্বর্ণ ও রত্নালঙ্কারে অলংকৃত পুরুষদিগকে দেখিতে পাইলেন। দেখিলেন, এইরূপ তিনকোটি মহাত্মা তথায় নৃত্য করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই নির্ভীকচিত্ত ও সুন্দরমূর্ত্তি, যেন পাবকের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন। ভীম পরাক্রম দশানন ঈদৃশ তিনকোটি মহাত্মার মধ্যে পতিত হইয়াও ভীত হইলেন না, দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের নৃত্য দর্শন করিতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে যে নরকে দর্শন করিয়াছিলেন, চতুর্দ্দিকেই সেইরূপ পুরুষদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন, তাঁহাদিগের সকলেরই একই বর্ণ, একই বেশ ও একই রূপ। সকলেই মহাতেজস্বী, সকলেই চতুর্ভুজ এবং সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন। স্বয়ম্ভুর নিকট বর প্রাপ্ত হইলেও, এই সকল পুরুষকে দর্শন করিয়া দশাননের গাত্র লোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল, তিনি সত্বর ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইলেন। বহির্গত হইয়া আর এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, এক সুধাধবলিত ভবন মধ্যে মহার্হ পর্য্যঙ্কোপরি এক পরম পুরুষ শয়ন পূর্ব্বক পাবকে মুখমণ্ডল অবগুণ্ঠিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন।

দিব্যমাল্যধারিণী, দিব্যচন্দনলিপ্তা, দিব্যাভরণভূষিতা, দিব্যাম্বরধরা, ত্রৈলোক্যের ললামভূতা, পদ্মহস্তা ত্রিলোকসুন্দরী লক্ষ্মীদেবী বালব্যজন হস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শোভা পাইতেছিলেন। সচিবগণ কেহই সঙ্গে ছিল না, তথাপি দুর্ম্মতি দশানন ঐ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সিংহাসনোপবিষ্টা চারুহাসিনী সাধ্বীকে দর্শন করত মন্মথের বশীভূত হইয়া, কালপ্রেরিত ব্যক্তি যেমন সুপ্ত সর্পকে ধারণ করিতে যায়, তেমনি তাঁহার হস্ত ধারণ করিতে উদ্যুক্ত হইল। অমনি ঐ ব্যাপার অবগত হইয়া পাবকাবগুণ্ঠিত মহাবাহু পরম পুরুষ অবগুণ্ঠনবসন অপসারণ পূর্ব্বক নিশাচর রাবণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করত উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন। লোকরাবণ রাবণ অকস্মাৎ তাঁহার তেজে প্রদীপ্ত হইয়া ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় ভূমিতলে নিপতিত হইলেন। রাবণ পতিত হইলেন, দেখিয়া পরম পুরুষ কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! গাত্রোত্থান কর, আপাততঃ তোমার মৃত্যু হইতেছে না, প্রজাপতির বাক্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য; নিশাচর। সেই জন্যই এখন জীবিত রহিয়াছ। রাবণ। তুমি নির্ভয়ে গমন কর; এক্ষণে তোমার মরণ হইতেছে না। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া দেবকণ্টক রাবণ ভীত হইয়া পড়িলেন; এবং পরম পুরুষের বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিয়া লোমাঞ্চিতকলেবরে তাঁহাকে কহিলেন, হে বীর্য্যশালিন্! আপনি কে? দেখিতেছি, আপনি প্রলয়াগ্নিসদৃশ। দেব! বলুন আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন? দুরাত্মা রাবণ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, দেব হাস্য করিয়া জলদগম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, দশগ্রীব! আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি; অবিলম্বেই তুমি আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। এই কথা শুনিয়া দশগ্রীব কৃতাঞ্জলিপুটে পুনর্ব্বার কহিলেন, প্রজাপতির বর আছে, আমায় মৃত্যুর পথবর্ত্তী হইতে হইবে না। অন্যের কথা কি, দেবতাদিগের মধ্যেও আমার সমান কেহই উৎপন্ন হন নাই,

হইবেনও না। এমন কে আছে যে নিজবীর্য্যবলে প্রজাপতির বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারে? প্রজাপতির বাক্যের অন্যথা নাই, তদ্বিষয়ে চেষ্টা করা নিরর্থক। ত্রৈলোক্যে এরূপ ব্যক্তিকে দেখিতে পাই না যিনি আমার বর বিফল করিতে পারেন। হে দেবশ্রেষ্ঠ! আমি অমর; সেই জন্যই আমি আপনাকে ভয় করি নাই। যাহা হউক্, যদি আমার মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে যেন আপনার ভিন্ন অন্যের হস্তে না হয়। প্রভো! আপনার হস্তে মরণই আমার পক্ষে যশস্কর, সুতরাং শ্লাঘনীয়।

অনন্তর ভীমবিক্রমশালী দশানন ঐ পরম পুরুষের শরীর মধ্যে সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইলেন। আদিত্যগণ, মরুদ্গণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ, পিতৃগণ, যম, কুবের, সমুদ্র সকল, পর্ব্বত সকল, সমস্তবেদ, সমস্ত বিদ্যা, তিন অগ্নি, গ্রহগণ, তারাগণ, আকাশ, সিদ্ধগণ, গন্ধর্ব্বগণ, চারণগণ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ, গরুড়, ভুজঙ্গমগণ এবং অন্যান্য দেবতা, দৈত্য ও রাক্ষসগণ সমস্তই সেই শয়ান পরম পুরুষের দেহমধ্যে সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করিতেছে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম মুনিসত্তম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি যে দ্বীপস্থিত মহাপুরুষের কথা কহিলেন, তিনি কে? সেই তিন কোটি পুরুষই বা কে? দেবদানবদিগের দর্প-হারী শয়ান পুরুষই বা কে?

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য উত্তর করিলেন, হে সনাতন দেবদেব! বলিতেছি শ্রবণ কর। এই যে দ্বীপস্থিত মহাপুরুষের কথা কহিলাম, ইনি ভগবান্ কপিল দেব। আর নৃত্যকারী সেই তিন কোটি পুরুষ সকলেই দেবতা, এবং তেজ ও প্রভাবে নররূপী কপিল দেবেরই সমান। রাম! পরম পুরুষ পাপনিশ্চয় রাবণকে ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই, সেই জন্যই রাবণ তৎকালে ভস্মসাৎ হন নাই; অচলসঙ্কাশ রাবণ মর্ম্মাহত হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন মাত্র। খল ব্যক্তি যেমন রহস্য

ভেদ করে, পরম পুরুষ তেমনি রাবণকে কেবল বাক্যবাণ দ্বারা ভেদ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক মহাতেজা নিশাচর রাবণ অনেকক্ষণের পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মন্ত্রিগণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিল, সেই স্থানেই আগমন করিলেন।

—[:]—

ঊনবিংশ সর্গ।

অনন্তর নিরতিদুষ্টাত্মা রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে পথিমধ্যে রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, দেবকন্যা ও দানবকন্যা সকল হরণ করিতে লাগিলেন। বিবাহিতাই হউক, আর কুমারিকাই হউক, তিনি যে কামিনীকে কমনীয়া দেখিতে পাইলেন, বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া, তাহাকেই বিমানে তুলিয়া লইলেন। এই রূপে দশগ্রীব বিস্তর পন্নগকন্যা, দেবকন্যা, মানুষকন্যা, যক্ষকন্যা ও দানবকন্যাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইলেন। তাঁহারা সকলেই সমান দুঃখিনী হইয়া শোকাগ্নি ও ভয়জনিত অগ্নিশিখাসদৃশ অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই সকল অনিন্দিতা অনপরাধিনী কামিনীদিগের অশিব শোকাশ্রুধারা দ্বারা নদীপ্রবাহ সকলে সাগরের ন্যায়, বিমান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। বিমানমধ্যে শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, দৈত্যকন্যা ও দানবকন্যা সকল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল। ঐ সকল দীর্ঘকেশী, সুচারুসর্ব্বাঙ্গী, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, পীনস্তনী, ডমরুমধ্যা, রথকুবরসদৃশনিতম্বিনী, মনোহারিণী, দেবমূর্ত্তি, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, শোক দুঃখ ও ভয়ত্রস্তা, হতচেতনা, সুমধ্যমা কামিনীদিগের দীর্ঘনিশ্বাসে পুষ্পক বিমান যেন সর্ব্বত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। অগ্নিনিরুদ্ধ হইয়া পুষ্পক যেন অগ্নিহোত্র গৃহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল। রাবণের বশবর্ত্তিনী হইয়া, ঐ সকল শ্যামাঙ্গী কুলকামিনীদিগের মুখ ও নেত্র, সিংহা-

ক্রান্তা মৃগীর ন্যায়, কাতর ও ম্লান হইয়া উঠিল ; এই ভাবে তাঁহারা সকলেই শোক করিতে লাগিলেন । তন্মধ্যে কেহ কেহ চিন্তা করিতে লাগিল, নিশাচর কি আমাদিগকে ভক্ষণ করিবে ! কেহ কেহ বা ভাবিতে লাগিলেন, আমাদিগকে কি রাবণ বিনাশ করিবে ! এইরূপে মাতা, পিতা, ভর্ত্তা বা ভ্রাতাকে স্মরণ করিয়া কামিনীগণ সকলেই দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, হায় ! আমার বিরহে আমার পুত্রের কি দশা হইবে ; কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল হায় ! শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়া, আমার ভ্রাতার কি হইবে ! আর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমার কি হইবে । কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল, স্বামীর বিরহে আমার কি দশা হইবে । হে মৃত্যো ! আমি তোমার স্তব করিতেছি, তুমি দুঃখভাগিনী আমাকে গ্রহণ কর । হাঃ ! পূর্ব্ব জন্মে কি ঘোর পাতকই করিয়াছিলাম ; এই জন্যই আমরা এক্ষণে ঈদৃশ দুঃখ-সাগরে পতিত হইলাম ; এই দুঃখের যে অবসান হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না । অহো ! মানুষজাতিকে ধিক্ ; মানুষের ন্যায় অধম আর কেহই নাই ; কারণ মানুষ স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ; আহা ! সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন বিলুপ্ত হয়, নিশাচর রাবণ তেমনি আমাদিগের ভর্ত্তাদিগকে নিমেষমাত্রেই সংহার করিল ! অহো ! এই রাক্ষসের বল কি অসীম ; সেই জন্যই এ যথেচ্ছ শস্ত্রাঘাত করিয়া ভ্রমণ করিতেছে ! কি ভয়ানক ; দুষ্কর্ম্মে নিরত হইয়া নিশাচরের লজ্জা হইতেছে না ! এ যেমন দুর্ব্বৃত্ত, ইহার বিক্রমও সেইরূপ । যাহা হউক, রাক্ষসাধম যে পরদারে আসক্ত হইয়া পরদার হরণরূপ দুষ্কর্ম্ম করিতেছে, ইহা কখনই উচিত নহে । অতএব এই দুর্ম্মতি নিশাচর স্ত্রীর জন্যই মৃত্যুগ্রস্ত হইবে । সাধ্বী রমণীগণ এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র স্বর্গদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল ; এবং পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল । পতিব্রতা সাধ্বীদিগের অভিশাপ শ্রবণ করিয়া

দশানন নিহতভেজ নিষ্প্রভ ও উন্মনা হইলেন। যাহা হউক, ঐ সকল কামিনীর উক্তরূপ বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে দশানন নিজনগরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন; নগরবাসী রাক্ষসগণ তাঁহার সমুচিত সমাদর করিল।

এই সময় রাবণের ভগিনী ভীষণাকৃতি কামরূপিণী নিশাচরী শূর্পণখা সত্বরা সমীপবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে নিপতিত হইল। তখন রাবণ ভগিনীকে উত্থাপন পূর্ব্বক সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি ব্যক্ত কর। অনন্তর নিশাচরী বাষ্পরুদ্ধলোচনে উত্তর করিল, রাজন্! তুমি বলবান, বলপ্রকাশ করিয়াই আমাকে বিধবা করিয়াছ। রাজন্! তুমি বীর্য্যপ্রভাবে রণে কালকেয় নামক চতুর্দ্দশ সহস্র দানবকে সংহার করিয়াছ। তন্মধ্যে আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তর মহাবল স্বামী ছিল। রাজন্! তুমি তাহাকেও সংহার করিয়াছ; তুমি আমার নামমাত্রে ভ্রাতা; বাস্তবিক কিন্তু তুমি আমার পরম শত্রু। রাজন! তুমি ভ্রাতা হইয়া, স্বয়ং আমাকে বিনাশ করিলে। এক্ষণে তোমার জন্য আমায় চিরকাল বিধবা নাম সহ্য করিতে হইবে! রাজন্! ভগিনীপতিকে সমরে রক্ষা করা তোমার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু তুমি তাহাকেও বিনাশ করিয়াছ; তোমার লজ্জা হইতেছে না।

ভগিনী ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা কহিলে পর দশানন স্নিগ্ধবাক্যে তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভগিনি! তোমার রোদন করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কাহাকেও ভয় করিও না। আমি দান, মান ও বিবিধ অনুগ্রহ দ্বারা নিরন্তর তোমার তুষ্টি বর্দ্ধন করিব। ভদ্রে! আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া বিজয়াকাঙ্ক্ষায় নিয়ত শরজাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ করিতে করিতে, কে আত্মীয়, আর কে পর আমার কিছুই জ্ঞান ছিল না। আমি যুদ্ধে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, সুতরাং ভগিনীপতি বলিয়া আমার বোধ ছিল না। এই জন্যই আমি

তোমার স্বামী নিজ ভগিনীপতিকে সমরে সংহার করিয়াছি। যাহা হউক, উপস্থিত অবস্থানুসারে তোমার যে হিত করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে আমি তাহাই করিব। তুমি ঐশ্বর্য্যশালী ভ্রাতা খরের নিকট সতত বাস কর। মহাবল খর চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসের অধীশ্বর হইবেন; তিনিই তোমার যথাভিলষিত অন্নবস্ত্রাদি দান করিবেন। আমাদিগের মাতৃষ্বসেয় ভ্রাতা খর সর্ব্বদা তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন। এই বীর শীঘ্রই দণ্ডকারণ্যের শাসন কর্ত্তা হইয়া গমন করিতেছেন। মহাবল দূষণ ইঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন। দণ্ডকারণ্যে খর তোমার যে কোন বাক্য রক্ষা করিবেন, ইনি কামরূপী রাক্ষসদিগের অধিনায়ক হইবেন। এই কথা বলিয়া দশগ্রীব বীর্য্যশালী চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসকে খরের অনুগামী হইতে আদেশ করিলেন। খর ঐ সমস্ত ঘোরদর্শন রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত হইয়া অকুতোভয়ে সত্বর দণ্ডকারণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় নিষ্কণ্টকে রাজত্ব করিতে থাকিলেন। শূর্পণখাও ঐ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

—(:)—

ত্রিংশ সর্গ।

এইরূপে খরকে সুমহৎ সৈন্য প্রদান ও ভগিনীকে আশ্বস্ত করিয়া দশানন সুস্থ ও সন্তুষ্ট হইলেন। পরে বলবান্ রাক্ষসরাজ দশগ্রীব অনুচরবর্গের সমভিব্যাহারে নিকুম্ভিলানামক উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলেন, দেবায়তন শত শত যূপকাষ্ঠে সমাকীর্ণ, এবং যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে। তদনন্তর তিনি কৃষ্ণাজিনবাসা শিখা ও কমণ্ডলুধারী নিজপুত্র ভয়ঙ্কর মেঘনাদকে দেখিতে পাইলেন। পরে তাহার নিকটে উপস্থিত হইয়া বিংশতি বাহু দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, বৎস! এ কি আরম্ভ করিয়াছ আমাকে যথার্থ করিয়া

বল। তখন, মেঘনাদ মৌনব্রত ভঙ্গ করিলে পাছে যজ্ঞের হানি হয়, এই জন্য মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋত্বিক শুক্রাচার্য্য রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ দশাননকে কহিলেন, রাজন্! আমি বলিতেছি, তুমি যথা কথা শ্রবণ কর। তোমার পুত্র বহুবিস্তৃত শতকোটি যজ্ঞের ফল-প্রাপ্ত হইয়াছেন; তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাজসূয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত মাহেশ্বরযজ্ঞকেও তোমার পুত্র সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বিবিধ দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন। অন্তরীক্ষচারী কামগামী অন-পায়ী দিব্যরথ ও তামসীনামে মায়াও প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মায়া দ্বারা অন্ধকার সৃষ্টি করিতে পারা যায়। রাক্ষসেশ্বর! সংগ্রামে মেঘনাদ এই মায়াপ্রয়োগ করিলে, দেবাসুরেরাও ইঁহার গতি জানিতে পারিবে না। মহারাজ! এতদ্ভিন্ন মেঘ-নাদ বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীর, সুদুর্জ্জয় শরাসন এবং সংগ্রামে শত্রু-নিবর্হণ অস্ত্রও লাভ করিয়াছেন। দশানন! এই সমস্ত বর লাভ করিয়া তোমার পুত্র এবং আমি আমরা উভয়েই অদ্য যজ্ঞ সমাপ্তি দিবসে তোমার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় অবস্থিতি করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া দশানন কহিলেন, পুত্র! ভাল কাজ কর নাই; কারণ তুমি বিবিধ সম্ভার দ্বারা আমার শত্রু ইন্দ্রাদি দেব-গণের পূজা করিয়াছ; যাহা হউক, যাহা করিয়াছ, ভালই করি-য়াছ, ইহাতে অবশ্যই পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। সৌম্য! এক্ষণে আইস স্বভবনে গমন করি।

অনন্তর দশানন স্বভবনে উপস্থিত হইয়া পুত্র মেঘনাদ ও ভ্রাতা বিভীষণের সমভিব্যাহারে বিমান হইতে সুলক্ষণা, সর্ব্ব বস্তুর সারস্বরূপিণী, বাষ্পগদ্গদভাষিণী দেব দানব ও রাক্ষস-কামিনীদিগকে অবতারণ করাইলেন। তখন রাবণ তাহাদিগের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ কহি-লেন, যশ, অর্থ ও বংশনাশক ঈদৃশ কার্য্যপরম্পরা দ্বারা পাপ সঞ্চয় হয় জানিয়াও আপনি নিজের ইচ্ছাতেই এই রূপে পরস্ত্রী

অনন্তর.ছেন। আপনি বন্ধুবান্ধবদিগের অবমাননা করিয়া তোমাদল উৎকৃষ্ট কামিনীদিগকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন; কিন্তু রাজন্! আপনার অবমাননা করিয়া মধুদৈত্য কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে। রাবণ কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ, বুঝিতে পারিতেছি না। তুমি যে মধুর নাম করিলে, সে কে? তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে উত্তর করিলেন, শ্রবণ করুন; আপনার এই পাপকর্ম্মের ফল ফলিয়াছে। আমাদিগের মাতা-মহ সুমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্ বৃদ্ধ ও বিশেষ বিজ্ঞ। তিনি আমাদিগের জননীর জ্যেষ্ঠ তাত; সুতরাং আমাদিগের মাতা-মহ। তাঁহার কন্যার কন্যার নাম কুম্ভীনসী। কুম্ভীনসী আমা-দিগের কনিষ্ঠা মাতৃষসা অনলার গর্ভসম্ভূতা; সুতরাং সে ধর্ম্মতঃ আমাদিগের ভগিনী। রাজন্! বলবান্ মধু রাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়াছে। আপনার পুত্র তৎকালে যজ্ঞে প্রবৃত্ত ছিল; আমিও সলিল মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলাম; কুম্ভকর্ণ ত নিদ্রিতই ছিলেন। এই সময় মধু রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অমাত্যদিগকে বিনাশ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষিতা হইলেও,আমাদিগের অব-মাননা করত কুম্ভীনসীকে হরণ করিয়াছে। মহারাজ! পরে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াও আমরা ক্ষমা করিয়াছি; মধুকে বিনাশ করি নাই; কারণ আমাদিগের কুম্ভীনসীকে ত এক জনকে অবশ্যই সম্প্রদান করিতে হইত। যাহা হউক, মহারাজ! আপনি দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ এই যে দুষ্কর্ম্ম করিয়াছেন, এক্ষণে লোকে জানিতে পারিল যে, তাহার ফল এখনই ফলিয়াছে।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ নিজ দৌরাত্ম্যবশতঃ উত্তাল সাগরের ন্যায়, অতীব উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দশগ্রীব লোহিতলোচনে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র আমার রথ সজ্জীভূত কর; বীরগণও সজ্জীভূত হউক; আমার ভ্রাতা কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য প্রধান প্রধান রাক্ষসগণ সকলেই নানা প্রহরণ ও অস্ত্র শস্ত্র লইয়া স্ব স্ব বাহনে

আরোহণ করুক। যে রাবণকে ভয় করে না,
মধুকে সমরে সংহার করিয়া, পশ্চাৎ বন্ধুবান্ধবগণের
ব্যাহারে যুদ্ধার্থ দেবলোকে গমন করিব।

অনন্তর প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে গঠিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী চতুঃসহস্র অক্ষৌহিণীপরিমিত রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। সৈনিকদিগকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ সেনার অগ্রভাগে, রাবণ মধ্যে এবং কুম্ভকর্ণ পশ্চাৎভাগে যাত্রা করিলেন। কেবল ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ লঙ্কাতেই থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন। অন্যান্য সমস্ত প্রধান প্রধান রাক্ষসই মধু রাক্ষসের নগরোদ্দেশে গমন করিল। রাক্ষসগণ কেহ খরে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অশ্বে, কেহ সমুজ্জ্বলকান্তি শিশুমারে, কেহ কেহ বা মহোরগে আরোহণ করত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাত্রা করিল। দেবতাদিগের সহিত যাহাদিগের শত্রুতা ছিল, তাদৃশ শত শত দৈত্য রাবণকে যুদ্ধপ্রস্থিত দর্শন করিয়া, তাঁহার অনুগামী হইল।

অনন্তর দশানন মধুর নগরীতে উপস্থিত হইয়া তথায় মধুকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন। তখন কুম্ভীনসী নম্রতাসূচক অঞ্জলি বন্ধন করিয়া, মস্তক দ্বারা রাক্ষসরাজ রাবণের চরণযুগল স্পর্শ করিল। দশগ্রীব তাহাকে উত্থাপন করিয়া করিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি রাক্ষসশ্রেষ্ঠ রাবণ, বল, তোমার কোন্ অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব।

কুম্ভীনসী উত্তর করিল, হে মহাভুজ! হে রাজন্! আপনি যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, হে মানদ! তাহা হইলে আমার ভর্ত্তার প্রাণ বিনাশ করিবেন না, কথিত আছে, সংসারে কুলস্ত্রীদিগের পক্ষে ঈদৃশ ভয় আর কিছুই নাই। সকল ভয় অপেক্ষা বৈধব্যভয়ই মহাভয়। হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য করুন, আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে রক্ষা করুন। হে মহারাজ! আপনি নিজেই আমাকে বলিয়াছেন যে তোমার কোন ভয় নাই।

অনন্তর রাবণ হৃষ্ট হইয়া তৎস্থানস্থিতা ভগিনীকে কহিলেন, তোমার ভর্ত্তা কোথায়; তাঁহাকে শীঘ্র সংবাদ দেও যে আমি আসিয়াছি; আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিজয়ার্থ দেবলোকে গমন করিব। তোমার প্রতি দয়া ও সৌহার্দ্দহেতু আমি মধুর বিনাশ হইতে নিরস্ত হইলাম।

এই কথা শুনিয়া নিশাচরী কুম্ভীনসী প্রসুপ্ত স্বামীকে জাগরিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে তাহাকে কহিল, আমার ভ্রাতা মহাবল দশানন আগমন করিয়াছেন। তিনি দেবলোক জয় করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা করিতেছেন। অতএব নিশাচর! তুমি ইহার সাহায্যার্থ বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত গমন কর। ইনি প্রণয়বশতঃ তোমার সহায়তা সহায়তা করিতেছেন, অতএব ইহার প্রয়োজন সাধন করা তোমার কর্ত্তব্য হইতেছে।

কুম্ভীনসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর মধু কহিল, আমি অবশ্যই তাঁহার সহায়তা করিব। তদনন্তর মধু রাক্ষসাধিপতি রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও ধর্ম্মানুসারে তাঁহার পূজা করিল। পূজা প্রাপ্ত হইয়া বীর্য্যবান্ দশানন; মধুর গৃহে এক রাত্রি বাস করিয়া পর দিন গমনার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। তদনন্তর কুবেরনিবাস কৈলাস পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রসঙ্কাশ রাক্ষসেন্দ্র দশগ্রীব সেনা নিবেশিত করিলেন।

একত্রিংশ সর্গ।

দশানন সূর্য্যাস্ত সময়ে সসৈন্যে কৈলাসপর্ব্বতে উপনীত হইয়া সেনা নিবেশিত করিলেন। অনন্তর ঐ পর্ব্বতের সমানবর্ণ নিশাকর উদিত হইলে, ক্রমে ক্রমে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রসম্পন্ন

ঐ সুমহৎ সৈন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এই সময় মহাবীর্য্য দশানন শৈলশিখরে শয়ন করিয়া চন্দ্র ও বিবিধ পাদপনিকর দ্বারা সমুদ্দীপিত পর্ব্বতশোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রস্ফুটিত রক্তবর্ণ কর্ণিকার বন, কদম্ব ও বকুল বৃক্ষরাজি, প্রস্ফুটিত পদ্ম বন ও মন্দাকিনীর জল এবং চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত, পাটল, লোধ্র, প্রিয়ঙ্গু, অর্জ্জুন, কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল, পনস ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ দ্বারা সমুদ্ভাসিত বনান্তর মধ্যে অনুরাগসম্পন্ন মধুরকণ্ঠ কিন্নর সকল মদনে উন্মত্ত ও একত্রিত হইয়া মনের তুষ্টিসাধন পূর্ব্বক গান করিতেছিল। মদজনিত রক্তাপাঙ্গ মদমত্ত বিদ্যাধরগণ কামিনীদিগের সমভিব্যাহারে ক্রীড়া ও উচ্চৈঃ হাস্য করিতেছিল। কুবেরালয়ে গানকারী অপ্সরোগণের গীতিশব্দ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকার শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতেছিল। মধু ও আসবগন্ধি বৃক্ষ সকল পবনে চালিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করত পর্ব্বতকে সুবাসিত করিতেছিল। মধু ও পুষ্পপরাগে প্রভূত বায়ু গন্ধ বহন করত কাম উদ্দীপিত করিয়া রাবণের সুখস্পর্শভাবে বহিতে লাগিল। মহাবলশালী রাক্ষসরাজ রাবণ সঙ্গীত, পুষ্পসমৃদ্ধি, বায়ুর শীতলতা, গিরির শোভাসম্পত্তি, রাত্রিকাল ও চন্দ্রোদয় নিবন্ধন কামের বশবর্ত্তী হইয়া পড়িলেন, এবং দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে অপ্সরাপ্রধানা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা দিব্যচন্দনদিগ্ধাঙ্গী রম্ভা ঐ স্থানে সৈন্যের মধ্য দিয়া গমন করিতেছিল। দিব্যপুষ্পে বিভূষিতা হইয়া রম্ভা বিহারোপযুক্ত দিব্যবেশ ভূষা করিয়াছিল। তাহার নয়নযুগল অতীব মনোহর এবং মেখলাদামভূষিত পীন নিতম্ব রতির উপায়ন স্বরূপ। হরিচন্দনাদির আর্দ্রতিলক এবং ষড় ঋতুর কুসুমনির্ম্মিত বিবিধ অলংকার ধারণ করিয়া রম্ভা কান্তি, শ্রী ও প্রশংসাবিষয়ে দ্বিতীয়া লক্ষ্মীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। এবং নীরপূরিত নীরদের ন্যায় নীল বসনে অবগুণ্ঠিতা ছিল। তাহার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল

সদৃশ, ভ্রূযুগল সুন্দর শরাসনের তুল্য, উরুদ্বয় করিকরোপম এবং করতলযুগল মসৃণ ও কোমল।

রাবণ দেখিতে পাইলেন, রম্ভা সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছে, অমনি তিনি কামের বশবর্ত্তী হইয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক লজ্জিতা রম্ভার হস্ত ধারণ করিয়া লজ্জিত ভাবে কহিলেন, সুন্দরি! কোথায় গমন করিতেছ। তুমি নিজের ইচ্ছায় কাহার সম্ভোগবাসনা চরিতার্থ করিতে যাইতেছ। কোন্ ব্যক্তির সৌভাগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমারে উপভোগ করিবে। আজ কোন্ ব্যক্তি অমৃত রসের ন্যায়, তোমার পদ্মোৎপলসুগন্ধি আননরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে! ভীরু! তোমার এই সুবর্ণকুম্ভসদৃশ পরস্পরসংঘটিত সুন্দরদর্শন পীবর কুচযুগল কাহার বক্ষঃস্থলে স্পর্শসুখ প্রদান করিবে? ভামিনি! কোন্ ব্যক্তি আজ তোমার এই স্বর্ণদামবিমণ্ডিত স্বর্ণচক্রসদৃশ স্বর্গসুখপ্রদ জঘনস্থলে আরোহণ করিবে? ইন্দ্রই বল, বিষ্ণুই বল, অথবা অশ্বিনীকুমারই বল, আমা অপেক্ষা প্রধান পুরুষ আর কে আছে। অতএব ভীরু! তুমি যে আমায় অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছ, ইহা তোমার উচিত হয় না। হে সুনিতম্বিনি। আইস, সুন্দর শিলাতলে বিশ্রাম কর। আমা ভিন্ন ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্য্যশালী ও ক্ষমতাবান্ আর কেহই নাই। দেখ, আমি ত্রৈলোক্যেশ্বরেরও অধীশ্বর ও বিধাতা রাবণ, এইরূপে বিনীতভাবে কৃতাঞ্জলিপুটে তোমায় যাচঞা করিতেছি, সুন্দরি! তুমি আমাকে ভজনা কর।

এই কথা শুনিয়া রম্ভা কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে উত্তর করিল, রাক্ষসরাজ! প্রসন্ন হউন। এরূপ বাক্য বলা আপনার উচিত হয় না, আপনি আমার গুরুজন। বরং অন্যে যদি আমার অবমাননা করে, তাহা হইলে, আমাকে আপনারই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্মানুসারে আমি আপনার পুত্রবধূ; আমি আপনাকে যথার্থই বলিতেছি। এই বলিয়া রম্ভা অধোমুখে নিজ

চরণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্ব্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাবণকে দেখিয়াই তাহার শরীর লোমাঞ্চিত হইয়াছিল।

অনন্তর দশানন রম্ভাকে পুনর্ব্বার কহিলেন, যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা হইতে, তাহা হইলে আমার পুত্র বধূ হইতে। রম্ভা বলিল, আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যাই বটি। রাক্ষস! আমি ধর্ম্মানুসারে আপনার পুত্রেরই ভার্য্যা। আপনার ভ্রাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্র নলকুবর নামে ত্রিলোকবিখ্যাত। তিনি ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের, বীর্য্যে ক্ষত্রিয়ের, ক্রোধে অগ্নির ও ক্ষমাগুণে বসুমতীর সমান। আজ আমি সেই লোকপালপুত্রের সহিত সঙ্কেত করিয়াছি। তাহার উদ্দেশেই আজ আমার এই সমস্ত বেশ ভূষাও বিরচিত হইয়াছে। আজ তিনি ভিন্ন অন্য কাহাতে আমার মনও নাই। রাজন্! আমি আজ তাঁহার নিকট সত্য করিয়াছি; অতএব আপনি আমায় পরিত্যাগ করুন। সেই ধর্ম্মাত্মা আমার প্রতীক্ষায় অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন। এ বিষয়ে তাঁহার বিঘ্ন করা আপনার কর্ত্তব্য হয় না; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করুন। রাক্ষসরাজ! সাধুগণ যে পথ অবলম্বন করেন, আপনিও সেই পথ অবলম্বন করুন। আপনি আমার মাননীয়, আমিও আপনার পালনীয়া।

এই কথা শুনিয়া দশানন বিনীতভাবে কহিলেন, আমি আপনার পুত্রবধূ, তুমি যে এই কথা বলিলে, যাহারা এক জনের পত্নী, এ কথা তাহাদিগের পক্ষেই সঙ্গত। দেবতাদিগের মধ্যে চিরন্তন ব্যবস্থাই এই যে, অপ্সরাদিগের পতি নাই; তাহারা এক জনের কলত্র নহে। এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রম্ভাকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া কামভোগে আসক্ত হইয়া বিহার আরম্ভ করিলেন। রতিভুক্ত হইয়া রম্ভার মাল্য ও ভূষণ বিভ্রষ্ট হইল; এবং সে গজরাজের ক্রীড়ানিবন্ধন উন্মথিতা নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল। তাহার কেশাগ্র আলুলায়িত ও

বিস্রস্ত হইয়া পড়িল ; এবং করপল্লব কম্পিত হইতে থাকিল; বোধ হইল যেন কুসুমশালিনী বল্লরী বায়ুবলে পরিচালিতা হই-তেছে।

অনন্তর রম্ভা কম্পিত কলেবরে লজ্জিত ও ভীত ভাবে কৃতা-ঞ্জলিপুটে নলকূবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পাদযুগলে পতিত হইল। তাহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া মহাত্মা নলকূবর বলিলেন, ভদ্রে! এ কি? তুমি আমার চরণে পতিত হইলে কেন? তখন রম্ভা কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে আমূলত সমস্ত বৃত্তান্ত উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল। কহিল, দেব! দশানন স্বর্গলোক গমনে বহির্গত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন; এবং সৈন্যসমভিব্যাহারে অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অবস্থিতি করিয়াছেন। অরিন্দম! আমি আপনার নিকট আসিতেছিলাম, এই সময় তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন। দেখিয়াই আমাকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার নিকট গমন করিতেছ? আমি তাঁহাকে সমস্তই সত্য কথা কহিলাম; এবং দেব! আমি আপনার পুত্রবধূ বলিয়া বারম্বার আমায় পরিত্যাগ করিতে প্রার্থনা করিলাম। কিন্তু তিনি কামমোহে হতজ্ঞান হইয়া আমার কথা শ্রবণ করিলেন না; সমস্ত বাক্যই অগ্রাহ্য করিয়া আমায় ধর্ষণা করিয়াছেন। অতএব হে সুব্রত! আমার অপরাধ মার্জ্জনা করা তোমার উচিত হই-তেছে। স্ত্রীর বল কখনই পুরুষের বলের সমান নহে।

এই কথা শুনিয়া কুবেরনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; এবং রাবণ ধর্ষণা করিয়াছেন, শুনিয়া, সত্যমিথ্যা অবগত হইবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন। ধ্যানে রাবণেরই কর্ম্ম জানিতে পারিয়া, ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তৎক্ষণমাত্রে হস্তে জলগ্রহণ করিলেন; এবং যথাবিধানে আচমন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, রম্ভে! তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও যেহেতু রাবণ

তোমাকে বলপূর্ব্বক ধর্ষণ করিয়াছে, সেইহেতু আমি তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছি, সে যেন আর কোন যুবতীকেই ধর্ষণ করিতে না পারে। সে যদি কখনও কামার্ত্ত হইয়া কোন কামিনীকে বলাৎকার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণমাত্র তাহার মস্তক শতধা চূর্ণীকৃত হইবে। জ্বলিতাগ্নিসমপ্রভ এই শাপ উচ্চারিত হইবামাত্র দেবদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইল। লোকের অবস্থা আর নিশাচর রাবণের মৃত্যু অবগত হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও পরম আনন্দিত হইলেন। রাবণ সেই লোমাঞ্চকর শাপ শ্রবণ করিয়া সেই পর্য্যন্ত অকামাকামিনী সম্ভোগ হইতে নিবৃত্ত হইলেন। তিনি যে সকল পতিব্রতা কামিনীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা নলকুবরপ্রদত্ত মনোমত অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন।

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাতেজা দশানন সৈন্যবল ও বাহনসহ কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবলোক গমনকালে চতুর্দ্দিকে ভিদ্যমান সাগরের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের মহাশব্দ হইতে লাগিল। রাবণ আগমন করিতেছেন, শ্রবণ করিয়াই ইন্দ্র আসন হইতে বিচলিত হইলেন, এবং ঐ সমবেত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ ও মরুদ্‌গণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে কহিলেন, দুরাত্মা রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সজ্জীভূত হও। যুদ্ধে ইন্দ্রেরই সমান সুমহাবল দেবগণ ইন্দ্রের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বর্ম্ম পরিধান করত যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। ইন্দ্র কিন্তু রাবণের ভয়ে ভীত ও কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিষ্ণো! এক্ষণে রাবণের সম্বন্ধে কি করিব? অহো! অতি বলবান্ নিশাচর রাবণ যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে, অন্য কারণ নহে, সে কেবল বরপ্রদান হেতুই

বলবান্ হইয়াছে। কমলযোনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অতএব আমি যেমন আপনার বল আশ্রয় করিয়া নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও শম্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি সেইরূপই করুন। হে দেবদেবেশ মধুসূদন! সচরাচর ত্রৈলোক্যে আপনা ভিন্ন আর অন্য গতি ও উৎকৃষ্ট আশ্রয় নাই। আপনি পদ্মনাভ সনাতন শ্রীমান্ নারায়ণ; এই সমস্ত লোক, এবং আমি দেবরাজ তোমাতেই অবস্থাপিত রহিয়াছি। তুমিই এই সচরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছ। ভগবন্! যুগক্ষয়ে সমস্ত আপনাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। অতএব দেবদেব! আমি যাহাতে জয়ী হইতে পারি, আপনি যথার্থ উপদেশ করুন। বিভো! আপনি অসি ও চক্র লইয়া রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধ করুন।

ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেব বিভু নারায়ণ কহিলেন, ভয় করিও না; যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বরদানপ্রযুক্ত রাবণ এক্ষণে দুর্জ্জয় হইয়াছে; সুরাসুর সমস্ত একত্রিত হইয়াও দুষ্টাত্মা রাবণকে পরাজয় বা বিনাশ করিতে পারিবে না। আমি দেখিতেছি, বলদর্পিত রাবণ পুত্রের সমভিব্যাহারে অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিবে। দেবরাজ! তুমি যে আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিলে, তদ্বিষয়ে বক্তব্য এই যে আমি রাবণের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব না। শত্রুকে সংহার না করিয়া বিষ্ণু কখন সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন না, কিন্তু রাবণ বর দ্বারা সুরক্ষিত, সুতরাং তাহার এক্ষণে বিনাশ হইবে না। যাহা হউক, শতক্রতো! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি সত্বরই এই রাক্ষসের মৃত্যুর কারণ হইব। কাল উপস্থিত হইলে, আমিই রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া দেবতাদিগকে তুষ্ট করিব। হে শচীপতে দেবরাজ! আমি তোমাকে এই প্রকৃত কথা কহিলাম। হে মহাবল! তুমি যাইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও।

অনন্তর অশ্বিনীকুমারযুগল, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ ও মরুদ্গণ, বর্ম্ম পরিধান করত সসজ্জ হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে রাক্ষসদিগকে আক্রমণ করিলেন। ঐ সময় সেই উষাকালে ঘোরযুদ্ধপ্রবৃত্ত রাক্ষসসৈন্যের তুমুল শব্দ শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল; তাহাতে সহসা সকলেই জাগরিত হইয়া, রাক্ষসযোদ্ধাগণ পরস্পর পরস্পরকে অবলোকন পূর্ব্বক অতীব হৃষ্টচিত্তে যুদ্ধাভিমুখেই ধাবিত হইল। সেই অক্ষয় রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিয়া দেবসৈন্য সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর তুমুল শব্দ সহকারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রাদি দ্বারা দেবগণ এবং রাক্ষস ও দানবগণের ভয়ানক সমর আরম্ভ হইল। এই সময় রাবণের অমাত্য ঘোরদর্শন সাহসিক বীর রাক্ষসগণ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইল। মারীচ, প্রহস্ত, মহাপার্শ্ব, মহোদর, অকম্পন, নিকুম্ভ, শুক, সারণ, সংহ্রাদ, ধূমকেতু, মহাদংষ্ট্র, ঘটোদর, জম্বুমালী, মহাহ্রাদ, বিরূপাক্ষ, সুপ্তঘ্ন, যজ্ঞকোপ, দুর্ম্মুখ, খর, ত্রিশিরা, করবীরাক্ষ, সূর্য্যশত্রু, মহাকায়, দেবান্তক ও নরান্তক, এই সকল মহাবীর্য্যশালী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া রাবণের মাতামহ মহাবল সুমালী যুদ্ধস্থলে প্রবেশ করিলেন এবং বায়ু যেমন জলধরপটল নাশ করে, তেমনি অতীব কুপিত হইয়া, বিবিধ শাণিত অস্ত্র দ্বারা দেবসৈন্য ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিলেন। রাম! এইরূপে নিশাচরেরা প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে, সমস্ত দেবসৈন্য সিংহনিদ্রাবিত মৃগযূথের ন্যায়, চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় বলবান্ মহাবীর সাবিত্র-নামক অষ্টম বসু সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়া শত্রুদিগের ত্রাসোৎপাদন পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন। মহাবীর্য্য ত্বষ্টা ও পূষা নামক আদিত্যদ্বয়ও এই সময় এক সঙ্গেই নির্ভয়ে রণস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর দেবগণ রাক্ষসদিগের কীর্ত্তি সহিতে না পারিয়া রণে পরাঙ্মুখ না হইয়া পুনর্ব্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাক্ষসেরাও শত সহস্র ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা রণস্থিত দেবতাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। মহা-

[illegible] আর [illegible]
আরক্ত হইয়া [illegible] করিতে [illegible]
লেন না।

সুমালী [illegible] ক্রিড়া করিতে [illegible]
অষ্টম বসু [illegible] তাহার [illegible] অগ্রসর হইলেন, এবং [illegible]
সৈন্যগণের সমক্ষিব্যাহারে প্রহারকারী সুমালী রাক্ষসকে [illegible]
অহঙ্কারে নিবারণ করিলেন। অনন্তর সমরে [illegible]
সুমালী ও অষ্টম বসুর গাঢ় তুমুল লোমাঞ্চকর যুদ্ধ [illegible]
মহাত্মা বসু বাণসমূহ দ্বারা সুমালীর [illegible]
করিয়া ফেলিলেন। এই রূপে রণস্থলে শত্রু বাণ [illegible]
করিয়া বাবিত্ত সুমালীর বধার্থ [illegible] গদা গ্রহণ এবং [illegible]
মস্তকে ঐ কালদণ্ডোপম প্রদীপ্ত গদা নিপাতিত [illegible]
উল্কাপতিম ঐ গদা নিশাচরের উপর পতন কালে [illegible]
উপর পতমান ইন্দ্রপরিক্ষিপ্ত মহাশনির ন্যায় প্রকাশ [illegible]
লাগিল। নিমেষমাত্রেই ঐ গদা দ্বারা সুমালী রণস্থলে [illegible]
ভূত হইল, তখন তাহার অস্থি, কি মস্তক, কি মাংস, কিছুই [illegible]
দৃষ্ট হইল না।

—(:)—

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বসু সুমালীকে ভস্মসাৎ করিল দেখিয়া, [illegible]
সৈন্য নিপীড়ন করিতে লাগিলেন; নিপীড়িত হইয়া [illegible]
সৈন্য চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল। [illegible]
হইয়া বলবান রাবণনন্দন মেঘনাদ সমস্ত রাক্ষ[illegible]
প্রতিনিবর্তন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। [illegible]
গামী মহারথে আরোহণ করিয়া [illegible]
পাবকের ন্যায় দেবসৈন্যের অভিমুখে [illegible]
[illegible] প্রবেশ করিতে দেখিয়া [illegible]

[illegible]

[illegible]

দেবগণকে সম্বোধন করিয়া [illegible] পলায়ন [illegible] যুদ্ধে [illegible] অপমানজনক পুত্র পুত্রার্থে গমন করিতেছে।

তখন শক্রনন্দন দেব জয়ন্ত শরচ্ছত্রনির্ম্মাণ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাভিমুখী হইলেন। তখন সমস্ত দেবগণ রাবণনন্দনকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া, রাবণনন্দনকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন। মহেন্দ্রনন্দন ও রাবণনন্দন, এবং তৎপক্ষীয় দেব ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ, দেবরাক্ষস যুদ্ধের ন্যায়ই হইতে লাগিল। তদনন্তর রাবণনন্দন জয়ন্তের সারথি মাতলির পুত্র গোমুখের উপর নিশিত সুবর্ণপুঙ্খ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। শচীপুত্র জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণনন্দনের সারথিকে এবং তাঁহাকেও সর্ব্বাঙ্গে বিদ্ধ করিলেন। রাবণনন্দনও ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া ভ্রূকুটিরক্ত বিস্ফারিত লোচনে শরবর্ষণ করত ইন্দ্রনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া, দেবসেনার উপর সহস্র সহস্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ এবং শতঘ্নী, মুষল, প্রাস, গদা, খড়্গ, পরশু ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রাবণতনয় এই রূপে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, মহা অন্ধকার উৎপন্ন হইল; তাহাতে সকলেই ব্যথিত হইয়া উঠিল। এই সময় ইন্দ্রনন্দনের পার্শ্বস্থ দেবসৈন্য শরজালে প্রপীড়িত হইয়া বিবিধ প্রকারে চঞ্চল হইয়া পড়িল। দেবতা কি রাক্ষসগণ উভয় পক্ষেই পরস্পরকে চিনিতে পারিল না। বিপর্য্যস্ত হইয়া চারিদিকে পরিভ্রমণ করিতে থাকিল। অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও [illegible] হইয়া দেবতারা দেবতাদিগকে, এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসদিগকেই বিনাশ করিতে লাগিল। কতক বা পলায়ন [illegible] হরিবংশে পুলোমানামক বীর দানবরাজ শচীর জনক

[illegible] যুদ্ধস্থল হইতে [illegible] [illegible]। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] হইলেন দেখিয়া [illegible]
[illegible] [illegible] হইয়া তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিলেন। [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] পরিবৃত হইয়া [illegible]
দিগের প্রতি ধাবমান হইল [illegible] উচ্চৈঃস্বরে [illegible]
লাগিল।

এই রূপে পুত্র অদৃশ্য হইলেই, দেবগণও পলায়ন [illegible]
লাগিলেন, দর্শন করিয়া দেবরাজ মাতলিকে আজ্ঞা [illegible]
আমার রথ আনয়ন কর। মহাভীষণ মহারথ [illegible]
ছিল; এক্ষণে দেবরাজের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মাতলি [illegible]
মহাবেগ রথ সত্বর চালনা করিয়া আনিলেন। [illegible]
সেই রথে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলে [illegible]
সম্মুখে বিদ্যুৎসংযুক্ত মহাবল মহামেঘ [illegible]
হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল। এবং গন্ধর্ব্বগণ [illegible]
বাদন ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল। দেবরাজ [illegible]
ধারী রুদ্রগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমার ও [illegible]
সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধযাত্রা
করিলে বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল; [illegible]
হইলেন; এবং মহোল্কা সকল পতিত হইতে লাগিল।

এ দিকে প্রতাপশালী শূর দশাননও মহাকায় [illegible]
ভীষণ পন্নগগণে পরিবেষ্টিত, ঐ সকলের নিশ্বাসপবনে [illegible]
প্রদীপিত, বিশ্বকর্ম্মার স্বনির্ম্মিত দিব্য রথে আরোহণ [illegible]
লেন। তিনি দৈত্য ও নিশাচরগণে পরিবৃত হইয়া ঐ [illegible]
রণ আয়োজনে মহেন্দ্রের অভিমুখীন হইলেন। এবং পুত্র [illegible]
জিৎকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ অবস্থিতি করিলে [illegible]
দেবগণও যুদ্ধস্থল হইতে বহির্গত হইয়া [illegible]
[illegible]লেন।

[illegible] ও [illegible] সহিত যে যুদ্ধ [illegible]; কিন্তু [illegible] নিকটে যাইতে পারিল [illegible] তাহারই সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে কুপিত হইয়া [illegible], পাশ, বাণ, [illegible], শক্তি, তোমর ও মুদ্গর সকলের দ্বারা যাহাকে তাহাকে প্রহার করিয়া দেবতাদিগকে বিদ্রাবিত করিতে থাকিল। কিন্তু অবশেষে মহাঘোর রুদ্রদিগের [illegible] সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সে বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। অনন্তর রাক্ষসসৈন্য মরুদ্গণ সহকৃত দেবতা-দিগের সহিত মহাঘোর সংগ্রাম করিয়া শেষে নানাপ্রহরণাঘাতে প্রপীড়িত হইল। কেহ কেহ ছিন্ন ও বিনিহত হইয়া ধরণীতলে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল, কেহ কেহ বা স্ব স্ব বাহনের পৃষ্ঠেই পতিত হইল। কতক বা উত্থিত হইয়া; কেহ রথ, কেহ নাগ, কেহ [illegible], কেহ উষ্ট্র কেহ পন্নগ, কেহ তুরগ, কেহ শিশুমার, কেহ বরাহ, কেহ পিশাচবদন, এবং কেহ কেহ বা পক্ষিদিগকে বাহুপাশে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অর্দ্ধমূর্চ্ছিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আর, কতক বা দেবগণ কর্ত্তৃক শরচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। রাক্ষসেরা নিহত হইয়া ভূমিতলে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, রণকর্ম্ম যেন চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। [illegible] শোণিততোয়প্রবাহিণী, কাক ও গৃধ্রগণে সমাকুল, শস্ত্র-[illegible] নদী প্রবাহিত হইল। এই সময় প্রতাপশালী [illegible] দেবতারা সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিলেন, দর্শন করত [illegible] কুপিত হইয়া সত্বর সেই মহাপ্রবৃদ্ধ দেবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সমরে দেবতাদিগকে প্রহার করিতে করিতে ইন্দ্রের নিকটে [illegible] হইলেন। অনন্তর ইন্দ্রও সুমহাকায় শরাসন [illegible] করিলেন, ঐ শরাসন আকৃষ্ট হইলে উহার মহাশব্দে [illegible] প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে। [illegible] ঐ সুমহাকায় [illegible]

[illegible] মহাবাহু রাবণ [illegible] রা ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন।

[illegible] উভয়ে এই রূপে যুদ্ধ [illegible] থাকিলে, চতুর্দ্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ; সুতরাং [illegible] কোন পদার্থই দৃষ্টিগোচর হইল না।

—১০৬—

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

এই রূপে অন্ধকার সৃষ্ট হইলে পর বলোন্মত্ত দেব ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করত তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিল। সেই ঘোরতর অন্ধকারে কেবল ইন্দ্র, রাবণ আর মেঘনাদ, [illegible] তিন জনের দৃষ্টি ব্যাঘাত হইল না। যাহা হউক, রাবণ [illegible] নিজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল দর্শন করত ক্রোধে অতীব [illegible] হইয়া উঠিলেন এবং অত্যুচ্চ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন। [illegible] রূপে দুর্জয় দশগ্রীব রথস্থিত সারথিকে কহিলেন, তুমি [illegible] শত্রুসৈন্যমধ্যে উহার প্রান্ত ভাগ পর্য্যন্ত লইয়া চল ; আমি এখনই নানা অস্ত্র বর্ষণ করিয়া সকল দেবতাকেই [illegible] প্রেরণ করিব। আমি ইন্দ্রকে, কুবেরকে, বরুণকে ও [illegible] বিনাশ করিব, তাহার পরেই সমস্ত দেবতাকে [illegible] এবং সর্ব্বোপরি অবস্থিতি করিব। নিরুৎসাহ হইও [illegible] আমার রথ চালন কর। আমি তোমাকে আজ দুই [illegible] বলিতেছি [illegible] তুমি আমার শত্রুসৈন্যের পর পার পর্য্যন্ত [illegible] চল। আমরা এক্ষণে নন্দনবনের নিকট অবস্থিতি করিতেছি, তুমি আমায় উদয়পর্ব্বত পর্য্যন্ত লইয়া চল।

[illegible] শ্রবণ করিয়া সারথি শত্রুসৈন্যের [illegible] মনোবেগগামী তুরঙ্গ [illegible] চালাইতে [illegible] করিল [illegible]

[illegible] পরাক্রম [illegible] দেবগণ [illegible] ইন্দ্র [illegible] নিয়ে কহিলেন, দেবগণ ! আমার [illegible] [illegible] রাবণকে স্মরণ কর। দশানন, [illegible] [illegible] বন্দী করিতে হইবে। এই অমিতবলশালী [illegible] বায়ুবেগে [illegible] আরোহণ করত, পূর্ব্বকালীন প্রবৃদ্ধবেগ [illegible] ন্যায় বেগে দিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে এক্ষণে বিনাশ করা [illegible] বরদানহেতু একণে ইহার মৃত্যু হইবে না। অতএব আইস, আমরা রাবণকে বন্দী করি; তজ্জন্য সকলেই সমরে যত্নবান হও। যেমন বলিকে বদ্ধ করাইয়া আমি ত্রিলোক ভোগ করিতেছি, আমার ইচ্ছা আজি সেইরূপ এই পাপাত্মাকেও বন্ধন করিব।

এই কথা বলিয়া দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যত্র গমন করিয়া রাক্ষসদিগকে ত্রাসিত করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাঙ্মুখ রাবণ উত্তর দিক্‌ এবং পুরন্দর দক্ষিণ দিক্‌ দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর শতযোজন পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণ শরবর্ষণ করত সমস্ত দেবসৈন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পুরন্দর নিজসৈন্যদিগকে [illegible] দর্শন করত নিভয়ে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক রাবণকে নিবারণ করিলেন। ক্ষণ পরেই হা ! হত হইলাম ; ইন্দ্র রাবণকে ধারণ করিল, এই বলিয়া দানবশ্রেষ্ঠগণ সকলে মহা চীৎকার করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণনন্দন মেঘনাদ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রণারোহণ করত [illegible] দেবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। [illegible] পূর্ব্বপ্রাপ্ত [illegible] মহামায়া আশ্রয় করিয়া ক্রোধভরে প্রবেশ করত দেবসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল; পশ্চাৎ সকল দেবতাকেই পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইল। ইন্দ্রও [illegible] [illegible] দেখিলেন, তাহার গাত্রে কবচ ছিল না। দেবগণ [illegible] [illegible] বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন। [illegible]

কিছুতেই মেঘনাদের ভয় হইল না। সে সম্মুখপাতী মাতলিকে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শর দ্বারা প্রহার করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা পুরন্দরকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। অনন্তর ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করত সারথিকে বিদায় করিলেন; এবং ঐরাবতে আরোহণ করিয়া রাবণনন্দনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। রাবণনন্দন মায়াবলে অদৃশ্য হইয়া আকাশে থাকিয়া ইন্দ্রকে মায়ায় মুগ্ধ করত শত শত শর প্রহার করিতে লাগিল। ক্রমে যখন দেখিল যে ইন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন রাবণতনয় তাঁহাকে মায়া দ্বারা বন্ধন করিয়া স্বীয় সৈন্যাভিমুখে প্রস্থান করিল। মহেন্দ্রকে বল পূর্ব্বক মহারণস্থল হইতে লইয়া চলিল, দেখিয়া, দেবতারা সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, কি হইল! রণজেতা মায়াবী মেঘনাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না; মহেন্দ্র বিবিধ বিদ্যা জানিলেও ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া লইয়া গেল।

যাহা হউক, এই সময় দেবগণ সকলেই কুপিত হইয়া শরবর্ষণ পূর্ব্বক রাবণকে আচ্ছন্ন করিলেন; তাহাতে রাবণ সমরে পরাঙ্মুখ হইলেন। আদিত্যগণ ও বসুগণের সহিত সমরে প্রবৃত্ত ও তাহাঁদিগের প্রহারে কাতর হইয়া তিনি আর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না।

পিতাকে এইরূপে সমরে প্রহার দ্বারা জর্জ্জরীকৃত ও কাতর দেখিয়া পুত্র মেঘনাদ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, পিতঃ! আসুন; সমরকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হউন। জানিবেন, আমাদিগের জয় হইয়াছে। আপনি সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হউন। এই যে সুরসেনার অধিনায়ক ত্রৈলোক্যাধিপতি মহেন্দ্র, আমি দৈববলে ইঁহাকে ধারণ ও দেবগণের দর্প চূর্ণ করিয়াছি। আপনি এক্ষণে নিজবলে শত্রুকে বশে রাখিয়া যথেচ্ছ ত্রিলোক ভোগ করুন। আর বৃথা পরিশ্রমের প্রয়োজন কি? সমরে আর কোনও ফল নাই।

রাবণনন্দনের এই বাক্য শুনিতে পাইয়া দেবগণ রণকার্য্য
হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং ইন্দ্রবিহীন হইয়া স্ব স্ব আলয়ে
গমন করিলেন।

অনন্তর নিশাচরেন্দ্র প্রদীপ্তযশা বিপুলতেজস্বী দশানন নিজ
পুত্রের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করত যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া,
আদরসহকারে পুত্রকে কহিলেন, মহাবল ব্যক্তির যেরূপ উপ-
যুক্ত তাদৃশ বিবিধ পরাক্রমের কার্য্য দ্বারা তুমি আমার বংশের
গৌরববৃদ্ধিকারক। তুমি আজ তাদৃশ পরাক্রমেই অতুল বল-
শালী দেবরাজ ও সমস্ত দেবতাদিগকেই জয় করিলে। যাহা
হউক; ইন্দ্রকে রথে তুলিয়া লইয়া যাও; সৈন্যপরিবৃত
হইয়া এ স্থান হইতে নগরী যাত্রা কর। আমিও মন্ত্রিগণে
পরিবৃত্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎই গমন করি-
তেছি।

অনন্তর রাবণনন্দন দেবরাজকে গ্রহণ করত সৈন্য ও বাহন
সমভিব্যাহারে নিজভবনে উপস্থিত হইয়া, কৃতযুদ্ধ সৈনিকদিগকে
বিদায় দান করিলেন।

—[:]—

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

রাবণের পুত্র অতিবল দেবরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইলে
পর, দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রে লইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন। তথায়
উপস্থিত হইয়া আকাশেই থাকিয়া প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে
পরিবৃত্ত রাবণকে সাম্যসহকৃত বাক্যে কহিলেন, বৎস রাবণ!
তোমার পুত্রের সমরে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। অহো! ইহার
কি আশ্চর্য্য বিক্রম, কি অদ্ভুত বল! তোমারই সমান, কিম্বা
অধিকও হইবে। তুমিও স্বীয় তেজে সমগ্র ত্রৈলোক্য জয় করি-
য়াছ, তোমার প্রতিজ্ঞা সফল হইয়াছে; অতএব আমি তোমা-
দিগের পিতাপুত্রের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি। বৎস দশানন!

তোমার এই বীর্য্যবান্ অতিবলশালী পুত্র জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে বিখ্যাত এবং দর্পিত যোদ্ধা, বলবান্ ও দানবেরও দুর্জ্জয় হইবে রাবণ! তুমি ইঁহারই বাহুবল আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগকে স্বস্থানে স্থাপন করিলে। অতএব মহাবাহো! তুমি এক্ষণে পাকশাসন মহেন্দ্রকে মুক্ত কর; ইঁহার মুক্তির বিনিময় স্বরূপ দেবতারা তোমাকে কি প্রদান করিবেন, বল।

অনন্তর যুদ্ধজেতা ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, প্রজাপতে! আপনি যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে, আমি অমর বর প্রার্থনা করি। তখন মহাতেজা প্রজাপতি মেঘনাদকে বলিলেন, ভূতলে পক্ষী, চতুষ্পদ কি অন্যান্য মহা তেজস্বী প্রাণিদিগের মধ্যে কেহই কুত্রাপি একবারে অমর নাই।

লোকনাথ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবলশালী ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ তাঁহাকে কহিলেন, তবে ইন্দ্রের মুক্তির পরিবর্ত্তে আমি যে বর প্রার্থনা করিতেছি শ্রবণ করুন। যে কোন সময়ে আমি শত্রুজয়ার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছুক হইয়া যথাবিধানে অগ্নিতে হোম করিব, তখনই যেন অগ্নি হইতে আমার নিমিত্ত অশ্ব সহিত রথ উত্থিত হয়; এবং আমি যতক্ষণ সেই রথে থাকিব, ততক্ষণ যেন আমি অমর হই; দেব! এই বরই আমি স্থির করিলাম। যদি জপ ও অগ্নিতে হোম সমাপন না করিয়া আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে যেন আমার বিনাশ হয়। দেবগণ সকলে তপস্যা দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু আমি বিক্রম দ্বারা অমরত্ব লাভ করিব। পিতামহ কহিলেন, তথাস্তু। তখন মেঘনাদ ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিল; দেবগণও স্বর্গে গমন করিলেন।

[illegible] অনন্তর ইন্দ্র নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন, [illegible] তেজ লোপ পাইল; তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া [illegible] লাগিলেন। তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া ব্রহ্মা [illegible] এখন ভাবিতেছ বটে, কিন্তু তখন [illegible]